বাংলা ও সংস্কৃত ধাতুর গোড়া এক

শ্রীহরিদাস পালিত

চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি অ্যাণ্ড কোং লিঃ
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

১৯৩৭

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থিত কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির

পরিচালকের নিবেদন

শ্রীবাণেশ্বর দাস, বি-এস, সি-এইচ্-ই (ইলিনয়), যাদবপুর কলেজ অব এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নলজির অধ্যাপক কর্ত্তৃক লিখিত।

আমাদের জননায়ক ৺বিপিন বিহারী ঘোষ আজ জীবিত থাকিলে মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক হিসাবে এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্বন্ধে যাহা লিখিতেন বর্ত্তমানে তাহা লিখিবার ভার এই অকৃতী মালদহ-সন্তানের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তবে ইহার লেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়কে আমরা আমাদের ছাত্রাবস্থা হইতে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছি। তাঁহার "আদ্যের গম্ভীরা" যে সময়ে প্রস্তুত হইতে থাকে এবং যখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় সুপণ্ডিত বিজ্ঞানাচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী হরিদাস বাবুর রচনাবলী প্রকাশ করেন, তখন আমি কলিকাতায় বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের এবং আমেরিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই সময় হরিদাস বাবুর গবেষণা সম্বন্ধে বাঙ্গালী সুধীগণের চরম প্রশংসা শুনিয়াছি। অধিকন্তু প্রধানতঃ হরিদাস বাবুর গ্রন্থের তথ্যসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রণীত "ফোক্ এলিমেণ্ট ইন হিন্দু কালচার" গ্রন্থ লণ্ডনের লংম্যান্স্ গ্রীণ অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রকাশ করেন। ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকাসমূহে এই ইংরেজি গ্রন্থের অতি দীর্ঘ সমালোচনা

দেখিবার সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তাহাতে আমাদের মালদহের নাম পৃথিবীর উচ্চতম সুধীসমাজে প্রচারিত হইতে দেখিয়া মালদহবাসী হিসাবে নিজকে যার পর নাই গৌরবান্বিত বিবেচনা করিতাম। হরিদাস বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং একনিষ্ঠ গবেষণার ফলে আমাদের মালদহ বঙ্গদেশে এবং পৃথিবীর নানা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আমরা মালদহের লোক এইজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহাকে মালদহবাসী ভুলিতে পারিবে না।

হরিদাস বাবু বৃদ্ধ বয়সেও যৌবনের উদ্যম এবং অনুসন্ধিৎসা বজায় রাখিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়ে আজ তিনি গবেষণার সুযোগ পাইতেছেন দেখিয়া আমরা সকলেই বিশেষ সুখী। মালদহের লোক হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কর্ণধার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই সূত্রে তাঁহার পিতৃদেব জগদ্‌বিখ্যাত আশুতোষের নাম স্মরণ করিতেছি। মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির প্রতি আশুতোষের সস্নেহ দৃষ্টি ছিল।

আনন্দ নিলয়,
২২ সাউথ এণ্ড পার্ক,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা
•ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭।

৺বাণেশ্বর দাস

গ্রন্থকারের নিবেদন

সর্বাগ্রে আমাদের পূজনীয় স্বর্গগত 'গুরুজী' স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে স্মরণপূর্বক বন্দনা করি। তিনি 'আদ্যের গম্ভীরা' দেখিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আজ তিনি এজগতে নাই। তথাপি তাঁহার আশীর্বাদে আমি বঞ্চিত নহি। তাঁহারই পদে তাঁহারই সুযোগ্য কৃতধী পুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি অশেষ সাহায্য এবং উৎসাহ পাইয়া আসিতেছি; এই জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনায় আমার অনেক উপকার হইয়াছে। তাঁহার নিকটেও আমি কৃতজ্ঞ।

এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের বংগ-ভাষার অধ্যাপক এবং ছাত্রমণ্ডলীর সাহচর্য্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমি লাভবান হইয়াছি। তাঁহারাও আমার ধন্যবাদের পাত্র।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যখন মালদহে জাতীয় শিক্ষাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের উৎসাহে আমি সাহিত্য সংসারে প্রবেশ করি। অদ্যাপি তাঁহার প্রীতি পাইয়া আসিতেছি।

এই উপলক্ষ্যে মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির সম্পাদক ও মালদহের জননায়ক ৺বিপিনবিহারী ঘোষকে স্মরণ করিতেছি।

কলিকাতা 'ওরিয়েণ্টাল প্রেসে'র পণ্ডিত মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাকে বন্দনা করিতেছি। ইতি—

কলিকাতা
ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭

শ্রীহরিদাস পালিত

উপ-কারিকা

সমগ্র বংগদেশের প্রকৃত অধিবাসীরা যে ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করে তাহাই বংগ ভাষা। বংগদেশ অতি সুপ্রাচীন জনপদ। এদেশের অধিবাসীদিগকে বাংগালী নামে অভিহিত করা হয়। স্মরণাতীতকাল হইতে বংগভাষা প্রচলিত আছে। বাংলা ভাষা সর্ব্বাদি প্রাকৃত ভাষা। কেহ এ ভাষার স্রষ্টা নয়। ইহা প্র-অকৃত—প্রকৃষ্ট প্রকারে অকৃত ভাষা অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাষা—লৌকিক ভাষা। ইহা বংগপ্রকৃতি-দত্ত আদিম ভাষা। অন্য কোন লৌকিক ভাষা হইতে ইহা সমুৎপন্ন হয় নাই। ইহা পৃথগ্‌জন-ভাষা। পৃথগজন অর্থে বৈদিকজন-কৃত-ভাষা হইতে পৃথক ইহাই বুঝায়।

মৌলিক বংগ-ভাষা পশ্চিম-বংগ বা মহারাঢ়ী* ভাষা। বৃহৎ রাঢ় দেশের অন্তর্গত অংগ, মগধ এবং রাঢ় জনপদবাসীদের প্রথমে এই ভাষা ছিল। ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, একপ্রকার আদি প্রাকৃত ভাষা একদা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় জনপদের কথিত ভাষা ছিল। সে ভাষা অস্পষ্ট এবং অনিয়মিত ছিল। যথাকালে সেই ভাষা বংগাদি দেশে স্পষ্ট ও নিয়মিত হইয়া মনের ভাব প্রকাশের উপযোগী হইয়াছে। ভারতের জনপদসমূহে যথায় যে পরিমাণে কথিত-ভাষা স্পষ্ট ও নিয়মবদ্ধ হইয়াছে, তথায় সেই পরিমাণে উহা শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছে। ভারতে বিভিন্ন ভাষা প্রবর্ত্তনের ইহাই অন্যতম হেতু।

---

* সেন রাজাদের তাম্রশাসনে 'প্রৌঢ়রাঢ়' লিখিত আছে।

পৃথিবীর দেশ-নির্বিশেষে জন-ভাষা প্রথমে অস্পষ্ট এবং অনিয়মিতই ছিল। দীর্ঘকালে ক্রমে ক্রমে মনের ভাব যতই সম্যক প্রকাশের উপযোগী হইয়াছে ভাষা ততই স্পষ্ট ও সুনিয়মিত হইয়াছে। বাংলা ভাষাও এই নিয়মের বহির্ভূত নয়।

প্রথমে মহারাঢ়ী ভাষায় † (বাংলার প্রাকৃত ভাষা) যেসকল শব্দ প্রচলিত ছিল, সেগুলি প্রায় একাচ্ শব্দ-বিশেষ। সেই প্রকার শব্দের সাহায্যে কেবল বংগবাসী নহে সমগ্র ভারতের † জনপদবাসীরা অস্পষ্ট ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিত।

বহুপরবর্তী কালে বৈদিক বৈয়াকরণগণ ভারতের কথিত ভাষায় ব্যবহৃত উক্ত একাচ শব্দগুলির অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়া মূল শব্দ রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া 'ধাতু' নাম দিয়াছেন। ভারতীয় ভাষার ইহাই মৌলিক 'শব্দ' বা সংস্কৃতের ধাতু-শব্দ। সংস্কৃত ব্যাকরণে ভূ, স্থা, গম ইত্যাদি, মূল শব্দগুলিকে 'ধাতু' বলা হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে ধাতু-শব্দ অবলম্বনে বিবিধ কৃত্রিম উপায়ে বিবিধ শব্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে। সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কারকৃত।

ভারতে প্রথমে এক প্রকারের আদ্য-প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। সেই ভাষার স্বরূপ অবগত হইবার বিশেষ বৈজ্ঞানিক উপায় ছিল না। কেবল ধাতু-শব্দ দৃষ্টে তৎকাল-প্রচলিত ভাষার অস্পষ্ট রূপাদি কল্পিত হইত মাত্র। সৈন্ধবী মুদ্রার আবিষ্কারে খ্রীষ্টপূর্ব চারপাঁচ হাজার বৎসরের প্রচলিত লৌকিক ভাষা-বিশেষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হইয়াছে। সেই সৈন্ধবী লিপি-লিখিত ভাষা ভারতে বৈদিক যুগের পূর্বে প্রচলিত ছিল। এই ভাষাই ছিল তৎকালোচিত জন-ভাষা। সৈন্ধবী-মুদ্রাঙ্কিত ভাষার মধ্যে 'একাচ্-শব্দ' বিদ্যমান রহিয়াছে,

---

† সৈন্ধবী মুদ্রা-লিখিত ভাষা দেখুন। রাঢ়ে একদা উক্ত ভাষা প্রচলিত ছিল।

এবং সেই শব্দ-বিশেষের সহিত ধাতু-শব্দ-বিশেষের অভেদ দৃষ্ট হয়। ধাতু-শব্দগুলি যে কত সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, ভারতে প্রাক্‌-বৈদিক্ যুগ হইতে ধাতু-শব্দ বিদ্যমান ছিল। ধাতু-শব্দগুলির অধিকাংশই অবৈদিক কালের জন-ভাষায় মৌলিক শব্দরূপে বিদ্যমান ছিল। যদিও বৈদিক বৈয়াকরণগণ কতিপয় বৈদিক ধাতু সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি সেগুলি অঙ্গুলিপর্বে গণনাযোগ্য।

সৈন্ধবী-লিপি ও ভাষা কেবল যে সিন্ধু নদের পারিপার্শ্বিক জনপদে প্রচলিত ছিল তাহা নয়। প্রৌঢ়-রাঢ়েও* প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি আমরা ইহার নিদর্শন আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছি। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সৈন্ধবী মুদ্রাঙ্কিত লিপি ও তদনুরূপ লিপি ও ভাষা অংগ, বংগ, মগধাদি জনপদে নিশ্চয় প্রচলিত ছিল। বর্তমানেও পশ্চিম রাঢ়ে অজ্ঞাতসারে সৈন্ধবী লিপির সদৃশ লিপির ব্যবহার বৈদিক পুরোহিতগণ অক্ষণ সাহায্যে করিতেছেন। বৈদিক নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি কর্মে 'কলার পেটোতে' ধান দ্বারা চিত্রিত করিয়া ষোড়শ-মাতৃকার পূজাদি সম্পাদিত হইতেছে। ইহার মাতৃকা-প্রতীক চিত্রগুলি প্রায় সৈন্ধবী মুদ্রা-বিশেষের প্রতীক চিত্রলিপির অনুরূপ।

ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ জনপদেও সৈন্ধবী লিপির সদৃশ লিপির ব্যবহার পুরাকাল হইতেই সুপ্রচলিত আছে। সৈন্ধবী লিপি ও ভাষা আদৌ বৈদেশিক নয়। ইহা ভারতেরই সুপ্রাচীন লিপি এবং ভাষা। কালে লিপি-চিত্রের যেমন পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে, ভাষারও তদ্রূপ

---

* বল্লালী তাম্রশাসনে "প্রৌঢ়রাঢ়" খোদিত আছে।

পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। কোন প্রকার লিপি বা ভাষা চিরস্থায়ী নহে। কালে কালে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বাংলা ভাষাও যুগে যুগে অভিনব রূপে অভিব্যক্ত হইয়া আসিতেছে। ভাষা মূলতঃ সনাতন নহে। ইহা পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনশীল। তথাপি দেখা যায়, ধাতু শব্দগুলি পুরাকাল হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত ঠিকই আছে; ভাষার মূলই ধাতু—যদিও কালে কালে ধাতু-বিশেষের অর্থান্তর হইয়াছে। একই ধাতুর কালে কালে পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু কোনটাই পরিত্যক্ত হয় নাই। কোন কোন ধাতু-শব্দের বানানে বৈয়াকরণগণ কিছু পার্থক্যবিধান করিয়াছেন।

কথিত বাংলা ভাষায় প্রাচীন ধাতু-শব্দগুলির ব্যবহার সমানে চলিত রহিয়াছে। বাংলা ভাষার প্রায় প্রত্যেক শব্দই ধাতুজাত। বাংলার প্রচলিত শব্দগুলি কোন না কোন ধাতুদ্বারা গঠিত। ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষাগুলির মধ্যে প্রায় একই ধাতুর ব্যবহার বিদ্যমান রহিয়াছে। দেখা যাইতেছে, বৈয়াকরণগণ যেসকল ধাতু ব্যবহার করিয়া সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন, ঠিক সেইসকল ধাতু বাংলা ভাষাতেও বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতের যে-কোন 'জন-ভাষায়' সেই একই ধাতুর ব্যবহার দৃষ্ট হইবে। সংস্কৃত ভাষার মূল যেসকল ধাতু বংগ ভাষারও মূল সেইসকল ধাতু। এবং এইসকল একাচ্‌পদী ধাতু-শব্দগুলি অবৈদিক কাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে বিশ্বাস হয় যে, বাংলা-ভাষা একপ্রকার মৌলিক ভাষা। কোন পরবর্ত্তী লৌকিক ভাষা হইতে ইহা উৎপন্ন নয়।

কোন এক সময়ে বাংলা-ভাষা কেবল ধাতু-শব্দ-মালার ন্যায় অস্পষ্ট ও অনিয়মিতভাবে মনের ভাব প্রকাশার্থ ব্যবহৃত

হইত। এক বা একাধিক ধাতু শব্দ দ্বারা ভাষা প্রকাশ করা হইত। কেবল ধাতু-শব্দ দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করা বহুকাল হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভাষার ক্রমবিকাশ দীর্ঘসময়-সাপেক্ষ।

আমরা একাধিক (কুড়িটি) প্রাচীন-লিপি-চিত্রিত ভাষার স্তোত্র আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছি। উহা কেবল ধাতু-শব্দ-বিশেষ,—মালাকারে সজ্জিত। কেবল ধাতু-অর্থ অবলম্বনে উক্ত স্তোত্রের ভাব-অর্থ বোধগম্য হয়। আমরা উক্ত স্তোত্রগুলির নামকরণ করিয়াছি 'বাংলা নিবিদ্' স্তোত্র। কোন এক সময়ে উক্ত 'কপালীলিপি'-চিত্রে অঙ্কিত স্তোত্রের ভাষার অনুরূপ ভাষা পশ্চিম-বংগে (প্রৌঢ়রাঢ়ে) প্রচলিত ছিল। এই সুপ্রাচীন 'রাঢ়ী ভাষা' অস্পষ্ট এবং অনিয়মিতই ছিল। অনুমিত হয় যে, এই 'বাংলা নিবিদের' প্রচলনকাল সুদূর বৌদ্ধ যুগের পূর্ববর্তী। বাংলা ভাষার এতাদৃশ সুপ্রাচীন নিদর্শন অদ্যাপি আর আবিষ্কৃত হয় নাই। 'বাংলা নিবিদে' যেসকল ধাতুর ব্যবহার আছে, সেসকল ধাতু সংস্কৃত ধাতুমালারই অন্তর্গত বা আদি প্রাকৃত ভাষার শব্দ-বিশেষ।

সংস্কৃতের প্রাচীন বৈয়াকরণগণ যেসকল ধাতু-শব্দ ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। সুদূর বংগদেশে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে বৈয়াকরণ পাণিনির সময়ে যে ভাষার প্রচলন ছিল এবং তৎকালে যেসকল ধাতু-শব্দের ব্যবহার হইত, বৈয়াকরণ পাণিনি হয়ত তাহার সম্যক সন্ধান পান নাই। ধাতুমালার মধ্যে যেসকল ধাতু সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ কর্তৃক ধৃত হইয়াছে, তদতিরিক্ত বহু ধাতুশব্দ মহারাঢ়ে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের

বিভিন্ন জনপদের প্রাদেশিক ভাষায় যেসকল ধাতুর ব্যবহার হইত, তাহার সকলগুলিই বৈদিক বৈয়াকরণগণ প্রাপ্ত হন নাই। বিশেষ মগধাদি দেশে বৈদিক প্রভাব বিদ্যমান না থাকায় প্রৌঢ় রাঢ়াদি দেশের জন-ভাষাগত ধাতুগুলি তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন না—যদিও প্রবাদ আছে যে, পাণিনি মগধের বিশ্ববিদ্যালয়ে (নালন্দা ?) পড়িয়াছিলেন। অবশ্য তৎকালে তক্ষশীলায়ও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।*

সতের জন বৈদিক বৈয়াকরণ এবং যাস্ক, পরে কলাপকার এবং পাণিনি কেহই এদেশের লোক ছিলেন না। শালাতোড়ে বসিয়া পাণিনি অংগ-বংগ-মগধে প্রচলিত প্রাকৃত-ভাষায় ব্যবহৃত ধাতুগুলি পূর্ণরূপে সংগ্রহ করেন নাই, করিবার বিশেষ উপায়ও ছিল না। বংগে ব্যবহৃত ধাতু-শব্দ-বিশেষ সংস্কৃত ব্যাকরণে ধৃত হয় নাই। বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া অতিরিক্ত ধাতু শব্দের সন্ধানও পাওয়া যাইতেছে।

সংস্কৃত ভাষা তথা বৈদিক শাস্ত্রীয় ভাষাও যে একদা অস্পষ্ট এবং অনিয়মিত ছিল একথা বৈদিক গ্রন্থ-বিশেষে উক্ত হইয়াছে। 'তৈত্তিরীয় সংহিতায়' দেখা যায় "বাণী অস্পষ্ট ও অনিয়মিত ছিল।" দেবতারা (বৈদিকগণ ?) রাজা ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন "তুমি আমাদের জন্য ভাষায় ব্যাকরণ করিয়া

---

* নিকটে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় থাকিতে মগধে আসিবার হেতু কি বুঝা যায় না। এদেশের ছাত্রেরা তক্ষশীলায় পড়িতে যাইতেন। গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হইত। কলাপ উপাধিক অন্ধ্রদেশীয় পণ্ডিত-বিশেষ খ্রীঃ দ্বাদশ শতকের লোক একথা কেহ কেহ বলেন। আমাদের বিশ্বাস কলাপ নামে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন।

দাও। ইন্দ্র বাণীকে মধ্যে (?) ধরিয়া ব্যাকৃত করিয়া দিলেন।" এই জন্য বাণী 'ব্যাকৃত' (নিয়মবদ্ধ) বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এ উক্তি শতপথ ব্রাহ্মণেও আছে। অতএব সংস্কৃত ভাষা (?) বা বৈদিক ভাষা প্রথমে অস্পষ্ট ও অনিয়মিত ছিল। এই উপাখ্যান অবলম্বনে বলা যাইতে পারে যে, ঐন্দ্র ব্যাকরণের পূর্বের বৈদিক ভাষা অস্পষ্ট এবং অনিয়মিতই ছিল। অতএব ঐন্দ্র ব্যাকরণের পূর্বের বৈদিক স্তোত্রাদির ভাষা যে সংস্কৃত ভাষা ছিল না ইহা অনায়াসে বলা চলে। সংস্কৃত (সংস্কার-কৃত বা সম্যক প্রকারে কৃত) ভাষা কথনই অস্পষ্ট ও অনিয়মিত হইতে পারে না।

তিত্তিরি ও যাজ্ঞবল্ক্য পরস্পর মাসতুতো ভাই। বৈশম্পায়ন মাতুল এবং গুরুও ছিলেন। বিশেষ কারণে গুরু বৈশম্পায়ন ভাগিনেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে অধীত বেদ প্রত্যর্পণ করিতে বলেন। তিনি তাহাই করেন। সেই বেদ তিত্তিরি প্রাপ্ত হন। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ-বিরহিত হইয়া দ্রষ্টারূপে পুনঃ যে বেদ প্রাপ্ত হন তাহারই নাম শুক্লযজুর্বেদ। তিত্তিরি যে বেদ প্রাপ্ত হন তাহার নাম কৃষ্ণযজুর্বেদ।

যাজ্ঞবল্ক্য কখন বর্তমান ছিলেন তাহা মহাভারতপাঠে জানা যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে জনমেজয় রাজা হইয়াছিলেন এবং জনৈক ঋষির উত্তেজনায় 'নাগ-সত্র' (কেতব ?), যজ্ঞ করেন। জনমেজয়ের যজ্ঞে সশিষ্য বৈশম্পায়ন উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং বৈশম্পায়ন কুরু যুদ্ধের পরেও বিদ্যমান ছিলেন। এই যুদ্ধের কালটি খ্রীষ্টপূর্ব দুই হাজার বৎসরের সমসাময়িক। অতএব কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদ বিভাগের কাল মহাসমরের পরবর্তী। কৃষ্ণ-যজুর্বেদ শুক্লের পূর্ববর্তী।

মহাভারতেই জনমেজয়ের নাগ-যজ্ঞের সূচনায় উক্ত আছে

যুদ্ধের পরে বা পরীক্ষিতের সহস্র বৎসর পরে এই নাগ-যজ্ঞ হয়। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় জনমেজয় এবং দ্বিতীয় বৈশম্পায়ন স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে খ্রীষ্টপূর্ব সহস্র বৎসর অপেক্ষা কমই হয়। অর্থাৎ বৈয়াকরণ পাণিনির দুই তিন শত বৎসর পূর্বে বৈশম্পায়নের (দ্বিতীয়) বিদ্যমান থাকিবার কথা।

তৎকালে অর্থাৎ কলিপ্রবৃত্ত হইলে,—উক্ত বেদবিভাগ হয়। "যজুর্বেদের দুই শাখা—শুক্ল ও কৃষ্ণ। এই শাখাভেদ সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি আছে। যজুর্বেদাধ্যায়ী বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য ও তদীয় গুরু বৈশম্পায়ন এই দুই ঋষির মধ্যে কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যকে অধীত বেদ প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করেন। বৈশম্পায়নের অন্যতম শিষ্য তিত্তিরি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে উক্ত বেদ উদ্ধার করিয়া লয়েন। যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত বেদ ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়া 'বাজসনেয় সংহিতা সংকলন করেন। যাজ্ঞবল্ক্য সংকলিত এই সংহিতার নাম 'শুক্ল যজুর্বেদ' ও তদীয় পরিত্যক্ত সংহিতার নাম তৈত্তিরীয়-সংহিতা' বা 'কৃষ্ণ যজুর্বেদ' হইল। সম্ভবতঃ তৈত্তিরীয় সংহিতায় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অস্পষ্ট মিশ্রণ এবং বাজসনেয় সংহিতায় উভয়ের স্পষ্ট ভেদ—ইহাই 'কৃষ্ণ' ও 'শুক্ল' নামদ্বয়ের মূল কারণ।"*

কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদ্ অতিপ্রসিদ্ধ। ইহাতে বাজশ্রবার পুত্র নচিকেতার উপাখ্যান আছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়ো-

---

* উপনিষদ্ :—শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ—'প্রবোধক' নামক বঙ্গানুবাদ। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ।/০ পত্র। + অস্পষ্ট এবং অনিয়মিত ভাষাকে—সংস্কৃত বলা চলে না।

পনিষদ্। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত। শুক্ল যজুর্বেদীয় ঈশোপনিষদ্।

এক্ষণে বলা চলে যে, কৃষ্ণ ও শুক্লবেদীয় গ্রন্থগুলি মহাসমরের পরবর্তী কালের বা সমসাময়িক। সম্ভবতঃ কুরুযুদ্ধের কিছু পূর্বে ঐন্দ্র ব্যাকরণ রচিত হইয়া থাকিবে। তখন বৈদিক ভাষা অস্পষ্ট এবং অনিয়মিত ছিল। কৃষ্ণ যজুর্বেদ ঐন্দ্র ব্যাকরণের পূর্বেরই দৃষ্ট বেদ। শুক্ল যজুর্বেদ ঐন্দ্র ব্যাকরণের পরবর্তী রচনা (দৃষ্ট ?)। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ঋষি 'শ্বেতাশ্বতর' শ্রেষ্ঠ আশ্রমীদের নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন। ইহা মনোহর এবং সমাদৃত। এই বেদের রচনাকাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ ও তর্কবিতর্ক চলিতেছে। এখানিও সম্ভবতঃ ঐন্দ্র ব্যাকরণের পরবর্তী এবং মহাসমরের পরে দৃষ্ট। ঐন্দ্র ব্যাকরণ প্রাগ্বৈদিক ব্যাকরণ।

ঐন্দ্র ব্যাকরণের পরে খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দেড় হাজার বৎসর মধ্যে এবং নিরুক্তকার 'যাস্কের' পূর্বে সতের জন বৈয়াকরণের আবির্ভাব হইয়াছিল। যাস্ক তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থে তাঁহার পূর্ববর্তী সতের জন বৈয়াকরণের নাম করিয়াছেন। ঔদুম্বরায়ণ, ক্রৌষ্টুকী, শতবলাখ্য, মৌদ্গব্য, শাকপূণি, শকটায়ন, স্থৌলোষ্ঠীবী, আগ্রায়ণ, ঔর্ণবাম, কাত্থক্য, কৌৎস, গার্গ্য,* গালব, চর্ম্মশিরস, তৈটীকি, বার্ষ্যায়ণ এবং শাকল্য †—ইঁহারা সকলেই বিভিন্ন স্থানবাসী বৈদিক বৈয়াকরণিক এবং নিরুক্তকার। নিরুক্তকার যাস্ক ইঁহাদের পরের এবং কলাপ ‡

* গার্গ্য সম্ভবতঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।

† শাকল দেশবাসী হইবেন, বৈয়াকরণ পাণিনির দেশের লোক হইবেন।

‡ কোন কোন পণ্ডিতের মতে কলাপ উপাধিক ব্যক্তি খ্রীঃ ১২শ শতকের।

ব্যাকরণ যাস্কের পরবর্তী (ইহাতে বৈদিক অধ্যায় ছিল)। শলাতোড়ীয় পাণিনি ইহাঁদেরও পরের। পাণিনির সময় খুব সম্ভব খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতক। তিনি সিংহ কর্তৃক হত হন। খ্রীষ্টপূর্ব অনুমান পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব এবং কুরুযুদ্ধের পরবর্তী কালের মধ্যে—এই দেড় হাজার বৎসর মধ্যে—কলাপ পর্য্যন্ত উনিশ জন বৈয়াকরণ ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। যাস্কের পূর্বে ঐন্দ্র ব্যকরণ পর্য্যন্ত কুড়ি জন ব্যক্তি বৈদিক ব্যাকরণ সংকলন করিয়াছিলেন। ক্রমে দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে বৈদিকভাষা সংস্কৃত হইতে হইতে পাণিনির ব্যাকরণ রচিত হয়। ইহার পূর্বে যাস্ক পর্য্যন্ত সকলেই বৈদিক ব্যাকরণ সংকলন করিয়াছিলেন। প্রাচীন বৈদিক ভাষা ক্রমেই সংস্কৃতমুখী হইতেছিল। বেদ বেদান্তাদির ভাষা কালে কালে সুস্পষ্ট এবং নিয়মিত হইয়াছিল। পাণিনির ব্যাকরণ প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতব্যাকরণ।* অতএব পাণিনির পর হইতেই সংস্কৃত অর্থাৎ স্পষ্ট এবং নিয়মবদ্ধ ভাষার প্রচলন হয়। ইহার পূর্বের বৈদিক ভাষা প্রকৃত পাণিনিসম্মত ছিল না। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর যেসকল সংস্কৃত গ্রন্থাদি রচিত হয় সেগুলির ভাষা সংস্কৃত নামের যোগ্য। পাণিনির পরেই গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবকাল। এই হেতু অনেকেই বলেন বৌদ্ধ প্রভাবকালে যেসকল সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হয়, উহার ভাষা প্রকৃত সংস্কৃত এবং

---

* কোন কোন সংস্কৃত বৈয়াকরণ পণ্ডিতের মতে,—'মাহেশ ব্যাকরণ'খানি পাণিনির পূর্বের। ইহা অবলম্বনেই পাণিনি 'অষ্টাধ্যায়ী' সঙ্কলন করেন। অবগত হওয়া যায় 'শৈব-ব্যাকরণ' সর্বপ্রাচীন। এই শৈবখানিই নাকি মাহেশ। মাহেশের পরে পাণিনি। শৈব ব্যাকরণের কথা দ্রাবিড়ী আগমিকগণের নিকট বিশেষ পরিচিত। ইহা শিবপ্রোক্ত ব্যাকরণ।

পাণিনি-সম্মত সুস্পষ্ট এবং নিয়মবদ্ধ ভাষা। এইসকল বৈয়াকরণগণ কেহই বাংগালী ছিলেন না।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত (সম্যককৃত বা কৃত্রিম) ভাষা মূলতঃ সুপ্রাচীন ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা-বিশেষ হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বাংলা ভাষার মূল আদৌ পরদেশী নয়। পুরাণ-বিশেষ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত। মহাভারতাদির মূল উপাখ্যান পাণিনির পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। সে ভাষা বৈদিক ভাষার 'অনুরূপ বা প্রাকৃত ভাষা-বিশেষের তুল্যই থাকা সম্ভব। ক্রমে প্রাকৃত বা বৈদিক ভাষায় রচিত পুরাণাদি পাণিনির পরে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বা সংকলিত হইয়া থাকিবে। উপনিষদাদি পাঠকালে মার্জিত ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান কালে প্রচলিত রামায়ণ ও মহাভারত পাঠকালে উহা যে পাণিনির পরবর্তী কালের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোন কোন পুরাণ যে গুপ্ত অধিকার সময়ের ও পরবর্তী কালের রচিত ইহার পরিচয় ভাষার দিক্‌ হইতে এবং ঐতিহাসিক তথ্য অবলম্বনে ধরা যায়।

প্রাচীন বাংলাদেশ-বহির্ভূত জনপদবাসী বৈয়াকরণগণ ধাতু শব্দ প্রাদেশিক ভাবেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং দীর্ঘকালে ধাতুগুলি সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। বাংলায় যেসকল 'ধাতু' প্রচলিত ছিল, উহার একাধিক ধাতু তাঁহারা পরিজ্ঞাতই ছিলেন না। মাগধী প্রাকৃত ব্যাকরণাদিতে এদেশে প্রচলিত ধাতু সংগৃহীত হইয়াছে। ক্রমেই ধাতু-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন বাংলাদেশে এমন অনেক ধাতু-শব্দ আছে যাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে নাই। বাংলায় প্রচলিত একাধিক ধাতু এখনও অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। সামান্য চেষ্টা করিলেই বাংলা-প্রচলিত এই সব ধাতুর সন্ধান পাওয়া যাইবে। সংস্কৃতে যত

ধাতু তাহার সবই বাংলায় আছে। কিন্তু বাংলায় আরও এমন অতিরিক্ত ধাতু আছে যাহা সংস্কৃতে নাই। বাংলাদেশের কথিত ভাষায় এমন একাধিক শব্দ আছে যাহাদের মূল ধাতু ধাতুকোষে নাই। নূতন নূতন ধাতুর সন্ধান রাঢ়ীয় নিম্নশ্রেণীর কথিত ভাষার মধ্যে পাওয়া যায়। হড় (সামতাল), কোল, হো ইত্যাদি জাতিরা রাঢ়ী বাংলার আদিম অধিবাসী। তাহাদের কথিত ভাষা আদিম বাংলা-ভাষা-বিশেষ। ইহার নামকরণ করা যাইতে পারে—'হড়-প্রাকৃত ভাষা।' ইহাদের কথিত ভাষায় প্রাচীন ভারতীয় প্রাকৃত ভাষার মৌলিক একাচ শব্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারা জাতি-তত্ত্বে অসুর-বিশেষ। ইহাদের ভাষায় প্রাচীন প্রাকৃত ধাতু বিদ্যমান। ইহারা সংস্কৃতধাতু অবগত নহে। বাংলা দেশের আদ্য-প্রাকৃত ভাষার সন্ধান করিতে হইলে হড়-প্রাকৃত ভাষার মধ্যেই তাহা খুঁজিতে হইবে। ইহাদের একাধিক শব্দ বাংলা ভাষায় চলিতেছে। হড়-প্রাকৃত ভাষাও যে ধাতু-মূলক ইহা প্রমাণের জন্য সামতালাদি জাতিদের ভাষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলাম। ধাতু-কোষ-ধৃত ধাতুসংখ্যা হইতে পৃথক একাধিক ধাতু বাংলায় প্রচলিত রহিয়াছে। উহা বাংলার নিম্ন শ্রেণীদের মধ্যে চলিতেছে। সেই খবর লওয়া আবশ্যক। ধাতু প্রাচীন ভারতীয় প্রাকৃত। সংস্কৃতেও যে ধাতু বাংলায়ও সেই ধাতু। সংস্কৃতের নিজের নয়—ভারতীয়।

হড় প্রাকৃত-ভাষার শব্দ

আমরা যে অর্বাচীন বন্য-জাতিকে 'সাঁওতাল' বলি, তাহারা তাহাদিগকে বলে—'হড়'। সাঁওতালী ভাষায় হড় অর্থে 'মানুষ' বুঝায়।

তাহাদের মধ্যে 'শ্রুতি' আছে, যে মানুষ সর্বাগ্রে অভিব্যক্ত হয় সেই হড়, অর্থাৎ আদিমানব। শ্রুতি যথা,—"হুকিন্‌গি সানাম্ হড়রেন্ আগিল এংগা-আপা"। বাংলায় অনুবাদ করিলে হইবে,—"ইহারাই (দুটি) সকল মানুষের আদি পিতা-মাতা"। মানুষ জাতি বলিতে 'মানুয়ী' হয়। আদি পিতার নাম 'হাড়াম্'। হট (হড) ধাতু দীপ্তি অর্থ,—প্রকাশমান। হাড়াম্—প্রকাশপ্রাপ্ত। হুকিন্‌গি,—নক বা নক্ক ধাতু—নাশনে, (নগ-গতি)। লক, ধাতু-প্রাপ্তি, আস্বাদন। সানাম্,*—সন, ধা—ভাগ, সেবা, দান। সান্ব,—সম্বন্ধ। সাম্—প্রিয় বচন। সম,—বৈক্লব্য। সমগ্রভাগ বা অংশ—সকল, সমুদয়। হড়রেন্ (রেন্, বহুবচনে),—হু, ধাতু—ভক্ষণ, দান, প্রীণন, হোম। হুড,—নূড,—গতি, মজ্জন। হড বা হড়,—অতি প্রাচীন একাচ শব্দ (ধাতু বা)। আগিল,—অগ,-ধা-বক্রগতি (গতি ?)। সংস্কৃতে,—'অগ' শব্দের অর্থ—সূর্য্য, পর্বত, বৃক্ষ, গমনাক্ষম। বাংলায়,—'আগা' —শেষ অন্ত। যাহার অগ্রে আর গতি নাই,—সকলের প্রথম। সংস্কৃতে,—আগন্ত (আ-গম-কর্ত্‌-তুন্,—আগমনশীল, অতিথি)। এংগা, —হড় শব্দ প্রকরণে, 'এং ইং হয়। ই,—ধাতু অর্থে—গতি, স্মরণ। ঈ, ধাতুর অর্থ, - গতি, ব্যাপ্তি, ক্ষেপণ, গর্ভগ্রহণ, ভক্ষণ, (ঈখ,— গতি। ঈথ—গতি)। গা, ধাতু—গতি, জন্ম, স্তুতি। ইং+গা (এং—এঙ্)—জন্মবিশিষ্ট, জন্মে গতিশীলতা। প্রকাশমান। ব্যক্ত-অর্থে—পিতা। আপা, (কুমারী),—আপ, ধাতু—প্রাপ্তি, ব্যাপ্তি। সংস্কৃতে,—অপ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, (অপ-কর্ম-ক্বিপ্) জল, বহু। (অ-পা-কর্তৃ-ড)—অপ, অর্থ—হর্ষ, অপকর্ষ, বৈপরীত্য, বিকৃতি, ইত্যাদি।

* সন্+আম্—সানাম্ (সমস্ত), আম্—হড়-প্রত্যয়শব্দ। অভাগ—ভাগ্যহীন।

জল এবং নার শব্দ দুটি, সমঅর্থক। অপ = নার, স্ত্রীলিঙ্গে,—অপা = নারী। সম্বন্ধে—আপ্ আপা ইত্যাদি। অপ্—বহু অর্থে প্রয়োগ হইলে, নারী অবলম্বনে বহু সন্তানাদির আবির্ভাব হয়, এই অর্থেও —অপা বা আপা (আসামে আপা-আপী অর্থে—কুমার কুমারী বুঝায়)—হড়ভাষায় এংগা-আপা অর্থে—কুমার-কুমারী, পরে—মাতা-পিতা। উৎকলে—টোকা-টুকী। বাংলায়—ছোড়া-ছুঁড়ী। পশ্চিমে —লেড়কা-লেড়কী।

কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যা

ওড়াঃ—(ওড়াঃ গম্‌কে)—ওলনড (ধা)—উৎক্ষেপ। উড় (ধা)— সংহতি। উর (ধা) গতি। (সং) ওড়ী,—উড-কর্ত্তৃক, ঈপ্। উড়িধান্য। দেশজ—উড়ী (ওড়া) ধান, জলাভূমিতে স্বভাবজাত বন্য প্রকৃতির ধান (গাছ), যে ধান পাকিলেই ঝরিয়া পড়ে। ওড্র—শব্দ,— জবাফুল,—একপাটি বা একহারা জবাফুলকেই—'ওড়' ফুল বলে, (সং—ওড়্?)। সংস্কৃতে—উঢ় অর্থে—যাহা বহন করা যায়। বিবাহিত। উর (ধা)-গতি। উরজ (ধা)-সরলতা। উর্ব্বি (সং)— উরু-ঈপ্,—পৃথিবী। উর—শব্দ অর্থে, পল্লী, নগর। উরা, উরী— পল্লীবাসিনী। হড় নারীরা ওড়-ফুলপ্রিয়, দেখিলেই মাথায় পরে। বাড়ীর বেড়ায়—ওড়-ফুলের গাছ লাগায়। পল্লী (গৃহ) বাসিনী অর্থে (ভাঁবে)—ওড়াঃ। সাঁনতাল ভাষায়, ঘর-বাড়ী বলিতে—'ওড়াঃ' বলে। গৃহের কর্ত্রী—ওড়াঃগম্‌কে (স্ত্রী)। উর, উড়, ওড়াঃ— ঘর-বাড়ী, গ্রামাদি বিজ্ঞাপক শব্দ। হোড়া—ধান। উড়ী-বন্যধান। উড়ী ধান সংগ্রহকারিণী—ওড়াঃ। ওড়া+গম্ = ওড়াগম-কে। গম (ধা)—গতি। ওড়াঃ—(গৃহ) মধ্যে যাহারা গমনাগমন বা প্রধানা,—

তাহারাই, ওড়া-গম্‌কে,—গৃহলক্ষ্মী। গৃহদেবী। *ব্যাবিলনে কোন নারীকে—'বউ গমিলাত' নাম রাখা হইয়াছিল। সামতালী—ওড়াঃগম্‌কে যাহা বুঝায়, বাবিলনের 'গমিলাত' বলিতেও তাহাই বুঝায়। বাহু ওড়াগমকে। গামা (গমাঃ) গামা—গবাকৃতি পিণ্ড। গা, গাই, গো, গোমাতা, গধ, গবা, গবী, দুগ্ধবতী গাভী।

ঐতরেয়োপনিষৎ,-প্রথম অধ্যায় ॥ ২ ॥ এ উক্ত আছে,—"তাভ্যো গামানয়ত্তা অব্রুবন্ ন বৈ নোহয়মলমিতি"।

ব্যাখ্যান,—"দেবতাগণ (ইন্দ্রিয়গণ) এরূপ বলাতে স্রষ্টা তাঁহাদের নিকট একটী গো অর্থাৎ গবাকৃতি (গব+আকৃতি) পিণ্ড আনয়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন, "ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে"। মানব সৃষ্টির আদি কথা। গাম বা গামা—গব, গবা, গো—পিণ্ড আনিলেন। ইহাই সৃষ্টির (নর) সর্বাদি প্রচেষ্টা। গমকে—গাম (গামা ?) বা গো ! এই 'গাম' (গো) পালনকারিণী ও দোহনকারিণী নারীরাই, গৃহ-লক্ষী (দেবী)-গামা।

ওড়াঃ,—অর্থাৎ গৃহ, গমকে (গামকে) গৃহিণীগণ বুঝাইতে ব্যবহার হইয়াছে। সংস্কৃতে,—'গামুক' বাক্যটি,—"গম-কর্ত্তৃ-ঞ ক্" - গমনশীল। 'গম' ধাতুরই ব্যবহার হইয়াছে। গো শব্দ সাধনে, গম ধাতুর ব্যবহার হয়, এই ব্যাপার লইয়া, প্রাচীন বৈয়াকরণদের মধ্যে, বিশেষ

* বাবিলনের আসুরীয় ইতিহাসে, মাটির টালিতে বাণমুখলিপিতে, "বউ গমিলাত" নামক এবং মহিলার উপাখ্যান লিখিত আছে। বউ অর্থে দেবীরাণী। গমিলাত, দুটিপদ—গম+ইলাত। গম+নারী। ইলাত—স্বর্গ বা দেশ, অর্থ স্বর্গের নারী। গম (গমা) নারী। ওড়া—উর (উড় ওড়া)—ঘর, বাড়ী, নগর। উর-নগর। উড়িষ্যা দেশ। ওড়া গমকে—গৃহদেবী।

তর্ক-বিতর্কও হইয়াছিল। গামা (গমা) যে, গো বাচক ইহার আর সন্দেহ নাই। হড়-ভাষার 'গম্কে' বাক্যটি,—'গম' ধাতুজ।

গম(৯)—ধাতু অর্থে—গতৌ। গম, অনিট, সক, প। গম—গচ্ছতি। জগাম। জগম। (কর্ম্মনি)—গম্যতে। "দেবদত্তং যজ্ঞদত্তঃ গ্রামং গ্রামায় বা। ('ণ্যন্তে কর্ত্তৃশ্চ কর্ম্মণিঃ' ইত্যাভিধানাৎ কর্ম্মবিহিতাঃপ্রত্য যাঃ প্রযোজ্য ভবন্তিতি প্রযোজ্যাৎ প্রথমা—গ্রামং দেবদত্ত যজ্ঞদত্তেন ইত্যাদি)। যাহাই হউম 'গম' ধাতু হইতে গামা (গমা, গম)-তাহার পরে,—'গো' শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। দেশজ ভাষায়,—গমকে (গাম, গামাকে ?)—গরু (গাই) সম্বন্ধে গৃহিণী (স্ত্রী) বুঝাইয়াছে। ওড়াঃ—গৃহ, গমকে—গৃহিণী (ঘরের গৃহিণী, স্ত্রী) হইয়াছে।

বাহু,—(বহু—বউ)—বউ, 'বহ' ধা—প্রাপণ ইত্যাদি। বাংলায়,—বউ। উঃ বং—বহু, বাহু (?) যথা—সোণা বহু (বাহু) টে, রথ দেখ্তে চলেক্ হামার সাথেতে"।

(সং)—বহ্ অনিট, সক, উ। বহতি বেহতু। বহতে বিহত্তাম্। উদ—উদ্বাহ। বি-বিবাহ। (বোঢ়া,)। বাং—বিহা, বিএ, বিয়ে। বহ ধাতুজ। বধূ শব্দ হইতে বৌ সৃষ্ট নয়। 'বহ' ধাতু হইতেই-গড়া। বা+হু (হ্ব ?)—বাহু। বা,—ধাতুর অর্থ,—গতি, সুখাপ্তি, সেবা। এবং 'হু'-ধাতু—দান, আদান, প্রাণন। হয়ত সোজাসুজি—বা এবং হু-এই দুই ধাতু যোগে,—'বাহু' শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। সরল করিয়া লওয়া হইয়াছে। সম্যক প্রকারে ভার গ্রহণ করিতে হয়, এই জন্য—বাহু, বহু, বউ। বহনিয়া বলিয়া বউ (বহনী, বহুণী)।

পেড়া,—(কুটুম্ব, কুটুম),—পুড়,-ধাতু,-উৎসর্গে (পুড়, সেট, সক, প)। পৃড-ধা- পৃড, ধাতু-প্রীতি (ড—ড়—ল)। পেল—পেট, সক, প-

গত্যৌ। অ—পেলা (ভুক্তমুজ্ঝিতম্) ল=ড়,—পেলা, পেড়া (?)। পেল (স্ব)। পি (ধাতু)—গতৌ (গতি)। পিড়ি, ধাতু—সংখাতে (অচ্-পিণ্ডঃ)। পিড়ি (পিণ্ড)-সংঘাতে। আত্মীয় সজন বৃদ্ধি—কুটুম্বরৃদ্ধি। পড়ি-ধা-গতি। যাহাদিগকে ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়া পালন করিতে হয়। পেড়'- * শব্দ হইতে—পেড়া হওয়া অধিক সম্ভব। কলার কৌড— বা পেড়। পেল-ধা, গতি, চালন (পেল=পেড) । পল, ধা— রক্ষণে (ভরণে ?) (পল=পড়)।

গিদ্‌রা—(গিদরা—পিদরা=ছেলে-পিলে, শিশু) গদ,-ধা-কথন, মেঘধ্বনি। (গদগদভাষা ?)—বালকের ন্যায় আধ আধ ভাষণ। লিট (ধা) বালকত্ব ভাষা। গদ-ভাষীকেই গিদরা বলে। বাংলায়,— গিদ্‌রা-করছে,—শিশুর মত শব্দ করিতেছে (সোহাগে)। গিদ্-(গদ)-রা ?-'রা' ধাতু-দানে। শব্দে বা। (রা-রাব, রব, শব্দ)। যথা—'রা কাড়ছে,—কথা কহিতেছে। গদ গদ-রা (দানে)—প্রদানে,-বহিতেছে। 'গদ-রা' কারীই—গিদরা (গীত-গীদ)। বাংলায় যেন, লিটের প্রয়োগ।

মায়জু, (কুড়ী-হড়, স্ত্রীলোক),—মা,—ধাতু-অর্থ—পরিমাণ। (সং)-মা,—অব্যয় শব্দ। মা-ভাবে-ক্বিপ্। নিষেধ। বিকল্প। নিন্দা। স্ত্রী। কান্তি। পরিমাণ। জ্ঞান। (কর্ত্তৃ-মাতা)। লক্ষ্মী। 'মাত্র'-শব্দে (ক্লী)-অবধারণ। সাফল্য। স্ত্রী-'ত্রা' (মাত্রা)-অবিচ্ছেদ। করণবাচ্যে, —পরিমাণ, কালপরিমাণ। অক্ষরাংশ বিশেষ। ব্যাকরণে— বর্ণোচ্চারণকাল—

"এক মাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো, দ্বিমাত্রো দীর্ঘউচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো, ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্ ॥"

সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। কর্ণভূষণ। ইন্দ্রিয়। ধন। ধনরক্ষার্থ বেটুয়া (বাটুয়া)। গর্ভধারিণী। মায়া,—(স্ত্র)-(মা-করণ-ব, আপ্)—কপটতা

ইন্দ্রজাল। মমতা,-স্নেহ। ছদ্মবেশ। ভূমিকা। অবিদ্যা। অঘটন-ঘটন পটীয়সী ঈশ্বর শক্তি বিশেষ। সত্ত্বরজঃ স্তমোগুণময়ী প্রকৃতি।

"বিচিত্র কার্য্যকারণা অচিন্তিত ফলপ্রদা, স্বপ্নেন্দ্রজালবলোকে মায়া তেন প্রকীর্ত্তিতা"—দেবীপুরাণ।

লক্ষ্মী, দুর্গা, বুদ্ধমাতা। গোমুখী, হরিদ্বার (হরদ্বার) তীর্থ। মায়া-জীবেন—(মায়াজীব-কর্ত্তৃ-নিন্) ত্রি—মায়াকারী।

মায়ু (পু)—"মি-কর্ত্তৃ-উন্"—দেহস্থ পিত্ত (আগ্নেয় ?)। মি-ধাতু, —ক্ষেপনে। মিনৃজ-ধাতু,—দীপ্তি। মিশ-ধা—কোপ। মী,-ধাতু, —গতি, মতি, বধ। মান,-ধা,—বিচার পূজা। মার্জ (মারজ ?) ধাতু, শব্দ মার্জ্জন।

'জু'—ধাতু,—গতি, বেগ। জুড,—ধা,—গতি, বন্ধন, প্রেরণ। জুন,—ধা,—গতি। জুষ,-ধা—প্রীতি, সেবা, তৃপ্তি, তর্ক। জষ,-ধাতু—বধে। জ্যু,—ধাতু,—গতি। জ্যো,—ধা,—নিয়ম, ব্রতাদেশ।

মায়জু,—মাতা (লক্ষ্মী) + জু — গতি। মায়ইগতি, মা সন্তান প্রসব, পালন এবং রক্ষণ করেন। মাজু-মাত্রজু-মায়জু। লক্ষ্মীরূপিণী—মায়জু। সন্তানের পক্ষে একমাত্র মাতাই গতি। মায়া-বিশিষ্টা, মায়াগতি—ময়াজু (মায়জু)। দুইটি ধাতু-শব্দ মিলিত হইয়া, 'মায়জু' শব্দ গঠিত হইয়াছে।

বাংলায়—জোয়ান (যোয়ান—শক্তিমান)—জুন, ধাতু বা 'জ্যু' ধাতু গঠিত। জুড়াতে, জুড়ুতে—ইত্যাদি শব্দ, 'জুড' ধাতুজ। জুড় শব্দে ছায়া বা রৌদ্রহীন স্থান বুঝায়। জুড়—প্রেরণার্থে। মজি—শব্দ, মার্জ (মারজ) ধাতুজ মজা, মাজা ইত্যাদি—মরজ শব্দগত। মর্দ (মরদ)—মর্দ ধাতু। মাদী (স্ত্রী)—মর্দ বা মদ ধাতুজ।

অর্বাচীন হড়-ভাষায় প্রায় অধিকাংশ শব্দই ধাতুঘটিত। যেমন

কোন কোন বাংলা শব্দের ধাতুর সন্ধান পাওয়া যায় না, সেইরূপ হড়-ভাষারও শব্দ-বিশেষের মূল যে ধাতু উহারও সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু শব্দ-বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় একটি মৌলিক শব্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। বাংলাতেও সেইরূপ পাওয়া যায়। এ রকম স্থলে বুঝা যায়,—কোন কোন আদ্য-প্রাকৃত শব্দ বিশেষ, সংস্কৃত ধাতু-কোষে ধৃত হয় নাই। সংস্কৃত ধাতু মধ্যে না থাকিলেও উহারা যে ধাতু, ইহাতে সন্দেহ করা যায় না। সংস্কৃতে তথাকথিত শব্দ-গুলি অজ্ঞাত, অতএব আমরা সেই সকল ধাতু-শব্দগুলিকে 'অপরিচিত ধাতু' বলিব। অপরিচিত ধাতু-শব্দ সমগ্র ভারতে দু'হাজারের অধিক হইবে। বাংলাতেও পাঁচ শতের বেশি ছাড়া কম হইবে না। ক্রমে ক্রমে আমরা অপরিচিত ধাতুগুলিকে পরিচিত করিব।

বর্তমানে আর অধিক শব্দের বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বোধ করি না। পরিশিষ্টে কতক দেওয়া হইবে। অধিকন্তু সংস্কৃত পদাদির সহিত সুপ্রাচীন রাঢ়-বংগ ভাষার কোন কোন অংশে যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে, ইহা দেখাইবার জন্য অর্বাচীন আদ্য রাঢ়ী-বাংলার অধিবাসীদের, সর্বনাম পদ বিশেষের উদাহরণ দিবার প্রয়োজন বোধে কিছু লিখিত হইল।

হড়-ভাষার সর্বনাম পদ

বাংলা—		হড়
আমি, আমাকে	...	ইং।*
আমার	...	ইং আ।

* যাহার সহিত আলাপ করা হইতেছে, তাহাকে বাদে, আমরা আলে। এবং তাহাকে লইয়া, আমরা—আবো।

বাংলা—		হড়
তুমি, তোকে,	...	আম্।
তোর,	...	আম্ আ।
সে, তাহাকে,	...	উনি।
তাহার,	...	উনি আ।
কে, কাহাকে,	...	অকয়।
কাহার,	...	অকয় আ।
যে, যাহাকে, যাঁহাকে,	...	যাঁহার।
যাহার,	...	যাঁহার আ।
আমরা, আমাদিগকে,	...	আলে, আবো।†
আমাদের,	...	আলে আ, আবো আ।
তোরা, তোদিগকে	...	আপে।
তোদের,	...	আপে আ।
তাহারা তাহাদিগকে,	...	উন্কু।
তাহাদের,	...	উন্কু আ।
ইহারা, ইহাদিগকে,	...	নুকু।
ইহাদের,	...	নুকু আ।
কাহারা, কাহাদিগকে	...	অক কো।
কাহাদের,	...	অকয়কো আ।
যাহারা, যাহাদিগকে,	...	যাঁহায় কো।
যাহাদের,	...	যাঁহয়কো আ।

(শব্দের রূপ,—এংগাইং। তোরমা,—এংশাম্,—তারমা,—এংগাং।

---

† প্রাচীন বাংলা পুথিতে—'আমিদের' পদ পাওয়া যায়। (শুনরাজস্থান)

আমার বাবা,—আপুইং। তোর বাবা,—আপুম্। তার বাবা, আপাং।)

ইং, আম্, আং,—প্রত্যয়ের ব্যবহার, বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই ধরণের একাধিক কৌতুকাবহ বিভক্তি যুক্ত পদের সন্ধান পাওয়া যায়। হড়, কোলাদি জাতি,—বৈদিক কালের বহুপূর্ববর্তী জাতি। ইহারা প্রাচীন অসুরাস্থ জাতি বিশেষ।

ইহাদের ভাষায় এংগা-ইংআ পদের ব্যবহার আছে—'এংগাইং' এংগা-আম্—এংগাম্—হয়। আম্-আ পদটি শব্দ বিশেষের পরে বসিলে,—কেবল, আম, মে, উম্, ওমু, এম্, অম্—ইত্যাকার রূপ পায়। আম্, মধ্যে বসিল—এম্, অম্, মে—হয়। উনি-আ, পদটি শেষে বসিলে—আং, অং, এং, ওং—হয়। যথা—এংগা-আং—এংগাং। ওড়া গম্‌কে এং—ওড়া গম্‌কেং। ইং আম্, উনি—(আমি, তুমি, সে, কিংবা-আমাকে, তোমাকে, তাহাকে, শব্দের মধ্যে বা শেষে বসিলে,—ইং স্থলে এং, এবং আম্ (মধ্যে বসিলে) এম্, অম্, মে—হয়।)

হড়-ভাষায় প্রাণী বাচক শব্দে,—ইং ইঃচ্ আম্—ইচঃ, উনি-ইঃচ্ অথবা—ইংরেন্, আম-রেন্, এবং উনি-রেন্ হয়। জড়পদার্থ বুঝাইতে ইংআ, আমআ, উনিয়া ইত্যাদির ব্যবহার হয়। কখন কখন (জড়পদার্থ) হেনাঃ প্রয়োগ হয়। যথা—"অন্ ঔতে মিৎটাং পুখরি হেনাঃ আ।" বাংলা অনুবাদ,—'ওখানে একটা পুকুর আছে।' পুকুর অপ্রাণী বাচক শব্দ)

আকো কো,—তাহারা কতকলোক। উন্‌কুকো,—তাহারা সকলে। সংক্ষেপে আকক্ এবং উন্‌কুল্—প্রয়োগ হয়। বাং ইং,—বাইং হয়, প্রথমে 'বাং' শব্দের অনুস্বর লোপ পায়। এই রকমে,—বাং+আম্

=বাম্। বাং+এ=বায় (উনি বাং বাড়ায়ায়—বলাও চলে)। আদ্ অ+আম্=আলম্ (মানে,—না তুই)।

দ, বা—দো, প্রয়োগ

কেবল, বর্তমানে এখন দিতে পারিব না, অন্য সময়ে পারিব (আজ নয়, অন্য এক দিন) এইরূপ বুঝাইতে, দ, অথবা দো, প্রয়োগ হয়। (দা=দো)। যথা—নিৎদ্, বা নিৎদো (দ, দো—দানার্থক নয়)।

বিসর্গের লোপ

এমঃ+আয়=এমায়্। উদাহরণ,—"উনিদ্ আলম্ এমায় আ।" অর্থ—'তুই তাহাকে দিস্ না। অতএব 'এমায়' পদের ব্যবহার হইয়াছে।

বহু বচনের রূপ

বাহুগি আ (একবচন), বহুবচনে—বাহুকো আ। যথা—'উন্কুদ বাহুকো আ।' বাংলা,—তাহারা (লোকেরা) নাই।

প্রাণিবাচক শব্দ

চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র—ইত্যাদি, হড় মতে—প্রাণিবাচক। উদাহরণ, "বেড়া বাহুগি আ,"—'বেলা নাই'। বেড়া (সূর্য্য সম্বন্ধীয়) বলিয়া, 'বাহুগি আ'—প্রয়োগ হইয়াছে। বাংলার—বেলা—আদ্য প্রাকৃতের (সংস্কৃতের নয়)।

কালপরিচয়—

(হোয়—হয়)

'হোয় এনা,'—হইল। এইমাত্র হইয়াছে। 'হোয় লেনা,'—হইয়াছিল (বহুপূর্বে)।

হোয়ওঃ কানা—হইতেছে

হোয় এনা,—হইল (এই না হল)।

হোয় আকানা—হইয়াছে।

হোয় লেনা,—হইয়াছিল।

বাং হোয়ওঃ কানা—হইতেছে না (বাং=না)।

বাং হোয় * আকানা,
আউরি † হোয়ওঃ আ, } —হয় নাই। আউরি=বাং।

বাং হোয়ওঃ আ,—হবে না।

চাঃলাও হোয়ওঃ আ,
চালাওগি ¶ হোয়ওঃ আ, } যাইতেই হইবে। যাইতেই হবে।‡

হড়-ভাষায় সাধারণত নিশ্চয় অর্থে বিসর্গ চিহ্ন যোগ হয়। বাংলাতেও সেই রকম। ইঃ, আঃ, ওঃ—নিশ্চয় অর্থের প্রয়োগ। ইঃ তাই নাকি, উঃ লেগেছে, ওঃ তাই নাকি। আঃ করিস্ কি ?—ইত্যাদি।

হড়েরা 'মে' শব্দযোগে আদেশ বিজ্ঞাপিত করে। যথা—

কাজ কর—কামিমে

আয়, এস,—হিঃজুমে।

---

* হোয় বাংলায় হয়। † আউরি, আর, আরও। প্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক।

‡ 'হয়' ধাতু অর্থে—গতি, কান্তি) হড় ভাষায় এবং বাংলা ভাষায়, ধাতু অর্থ অবলম্বনেই ব্যবহার হয়।

¶ চালাও, (বাং চল), 'চল' ধাতুর,—অর্থ, গতি, কম্পন, প্রেরণ, বিলাস।

বস্, বস,—ঢুড্রুপ মে।

যাও (চলেযা)—চালাঃ মে।

কর, এস, বস, চল, ইত্যাদি ধাতু শব্দ। কামি হিঃজু, ঢুড্রুপ' চালা,—ইহাও ধাতুজ। ঢুড্রুপ-ঢুপ্ ধুপ-জাত হি, (ধা)—গতি, বৃদ্ধি। জু,-ধা,বেগ, গতি। হি+জু=হিজু। (বেগে, এস,—গতি বৃদ্ধি বুঝায়)। আস, (ধা)—গতি, গ্রহণ, দীপ্তি। এষ (ধা)-গতি। আস, (ধা) উপবেশন, স্থিতি। হড়-শব্দগুলি প্রায়-ধাতুজ। বৈদিকগণ কি কথা বলিতে শিখাইয়াছিলেন? আদি হড়-ভাষা বৈদিক পূর্ব। বৈদিকগণ না শিখাইলে কি করিয়া শিখিবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—

অনেকেরই ধারণা এই যে, ধাতু মাত্রেই সংস্কৃতের, বাস্তব পক্ষে বৈয়াকরণ-ধৃত ধাতু-শব্দ মাত্রই ভারতের প্রাদেশিক প্রাকৃত-আদ্য শব্দ-বিশেষ। বৈদিকগণ উহাদিগকে ঘসিয়া মাজিয়া সংস্কার করিয়া সংস্কৃত শব্দাদি সৃষ্টির উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। সংস্কৃতে যতগুলি ধাতু আছে (১৭৫৪ প্রায়), ইহার সবগুলি বাংলাতেও আছে। অধিকন্তু বাংলাতে আরও কতকগুলি ধাতু-শব্দ আছে, সেগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণে নাই। চলিত বাংলা ভাষার (করইআ*) পদগুলির মধ্যে খুঁজিলে একাধিক ধাতুর সন্ধান পাওয়া যাইবে। একটু শ্রম স্বীকার করিলে সেগুলি নিশ্চয় পাওয়া যাইবে।

কোন কোন বাংলা শব্দ হঠাৎ পাইলে বা সাহিত্যে দেখিলে মনে হয় যে, ইহা সংস্কৃত শব্দের রূপান্তর মাত্র, কিন্তু বিশেষরূপে অনুসন্ধান

---

* 'করইআ'? যেমন—সে বলিএ (আ)। কইএ (আ) লোক। বলইআ, কহইআ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।

করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, উহা সংস্কৃত নয় সংস্কৃতের বিকৃত শব্দও নয়, খাঁটি প্রাদেশিক শব্দ। উহার ধাতুটি বাংলা। যেমন 'কর্ব্ব' ধাতু সংস্কৃতে আছে, উহা যে বাংলার 'করব' শব্দ ইহাতে সন্দেহ নাই। রেফ্ যুক্ত বর্ণ, সাধারণত সংস্কৃতে, দ্বিত্ব লিখিত এবং উচ্চারিত হয়। বাংলায় তেমন হয় না। 'কর্ব' তুল্যই ব্যবহার হয়। সংস্কৃতের 'কর্ব্ব' ধাতুটি, বাংলার কর্ব। সংস্কৃতে কৃ (ঞ) ধাতু আছে—বাংলার 'কর' আছে। এক্ষণে 'কৃ' ধাতু হইতে, 'কর' হইয়াছে, বিবেচনা না করিয়া, 'কর' ধাতু হইতে বাংলায় করা, করি, করে ইত্যাদি, আ, ই, এ যোগে হইয়াছে, স্বীকার করিলে কিছুই দোষ হয় না। সংস্কৃতের 'কৃত' ধাতুটি, বাংলার 'কর' ধাতুরই রূপান্তর। করিত,—কর্ত ইত্যাদি কৃত ধাতুজ বলিয়া অস্বীকার করিবার কোনই বিশেষ হেতু নাই। সংস্কৃতে যেমন প্রাদেশিক শব্দ-বিশেষকেই সংগ্রহ করিয়া ধাতুরূপে লওয়া হইয়াছে, বাংলাতেও সেইরূপ, ভারতীয় প্রাদেশিক শব্দও ধাতুরূপে চলিত হইয়াছে। বকি, বখি, বট, বটি, লখ, লখি, লগ, লগি, রক, রখি, রগি, রগে, মকি মখি, মঘি ইত্যাদি সংস্কৃতের ধাতু। সুতরাং কর, করা, করি, করে ইত্যাদি যে বাংলা ধাতু হইতে পারে না, ইহা সম্ভব নয়। খচ, খট, খজ, খজি, খড় ইত্যাদিও সংস্কৃতের ধাতু। বাংলায় এসবই আছে। এসব ছাড়াও বাংলার পৃথক ধাতু আছে। সংস্কৃতে নেই বলিয়া যে, বাংলায় থাকিবে না, ইহার কোন বিশেষ কারণ নাই। বাংলাত আর সংস্কৃত-সম্ভব ভাষা নয়। বাংলার নিজের ভাষা। আমরা বাংলার নিজের ধাতুর সন্ধান দিব।

সাহিত্যিক ভাষার ক্রমবিকাশ

বাংলা কথিত-ভাষাই গোড়াকার। তারপর যথাকালে ছড়া,

হেঁয়ালী গান ও গদ্যের সাহায্যে সাহিত্যিক ভাষা প্রকট হইয়াছে। গোড়া হইতে ভাষার শব্দগুলি ঠিক এখনকার মত ছিল না। প্রথমে ছিল একাচ্‌পদী-শব্দ, যে শব্দগুলিকে ধাতু-শব্দ বলা হয়। কালে সভ্যতার ক্রমবিকাশ প্রভাবে ভাষাও প্রভাবিত হইয়া নূতন রূপ লাভ করিয়াছে।

প্রথমে দীর্ঘকালে উদ্ভাবিত ধাতু-শব্দগুলিই ছিল মনের ভাব প্রকাশের একমাত্র সহায়। ধাতু-শব্দ দ্বারা অস্পষ্ট বা আড়ষ্ট ভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করা হইত। কিন্তু এখন মনে হয় একমাত্র ধাতু অবলম্বনে কি করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিত। অভ্যাস হেতু উক্ত ভাষায়ই তখনকার কালে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিত, লোকেও বুঝিত। তথাপি ইহা সত্য যে, ভাব-প্রকাশক শব্দ সংখ্যায় অধিক ছিল না। সাধারণ সাংসারিক ব্যাপার সংখ্যাল্প শব্দ দ্বারাই চালান যাইত। সেই সময়ে দেবতা-বিষয়ক স্তোত্রাদিও রচিত হইত। সেই আদ্য-বাংলা ভাষার লেখমালার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

যথাকালে একটি ধাতু-শব্দ সহ অন্য একটি অনুকূল ধাতুর যোগে একটি একটি করিয়া যৌগিক শব্দ বা পদ সৃষ্ট হয়। এবং ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। যতই দিন অতিবাহিত হইয়াছিল ততই যৌগিক শব্দ সহ অন্য একটি যৌগিক শব্দের যোগে পদের বিস্তৃতি ঘটে। এই প্রকার যৌগিক শব্দগুলির ব্যবহার বর্ত্তমানেও চলিতেছে। কালে ধাতু-শব্দের আংশিক পরিহারে এবং যৌগিক শব্দের যোগে শব্দাদির ব্যবহার প্রচলিত হয়। সেই পদ্ধতি-নিবদ্ধ বাক্যাদির ব্যবহার এখনও বাংলা-ভাষায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ধাতু ও ধাতুজাত যৌগিক শব্দের আংশিক পরিহারে নূতন নূতন পদের বিকাশ হয়। বর্ত্তমানেও তদনুরূপ বাক্য চলিতেছে। ভাষার ক্রমবিকাশ

ব্যাপারের অনুসন্ধানে ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কথিত-ভাষা প্রথমে একেবারে বর্তমান রূপ পায় নাই। ইহাকেই বলা হয় 'ভাষার ক্রম অভিব্যক্তি'। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বলেন,—ভাষা গোড়া হইতেই, পূর্ণতা পায় নাই, ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট ও নিয়ম বদ্ধ হইয়াছে।

বৈদিকাখ্য ভাষা সেই সময়ে সৃষ্ট হয়। মূলে ইহা ভারতীয় ধাতু এবং যৌগিক শব্দ অবলম্বনেই, সৃষ্ট হইয়াছিল। সেই ভাষা-সৃষ্টির পদ্ধতি, তৎকাল-প্রচলিত প্রাকৃত-ভাষা নীতির সমান নয়, কৃত্রিম প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল, প্রাকৃত হইতে পৃথক ভাষা বুঝাইবার জন্য। প্রাকৃত-ভাষার প্রগতির বিকৃতি করণ দ্বারা, নবীন বৈদিক ভাষার সৃষ্টি হয়, পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, উহাই 'আর্যপ্রাকৃত-ভাষা"। বৈদিকাখ্য 'নিবিদ্' নামক স্তোত্রের ভাষা প্রায় সেই ধরণের কতকটা। নিবিদ্ স্তোত্রাদির ভাষার মধ্য দিয়া,—তৎকালের প্রাকৃত-ভাষার কিছু সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

বাংলার ধাতু ও ধাতুজাত শব্দের কিঞ্চিৎ নমুনা

কলুষ-শব্দ

সংস্কৃতে—'কল-কর্তৃ-উষণ' বা 'কল-করণ-উষণ,'—অর্থ (ক্লী)-পাপ। (ত্রি)-পাপী, ঘোলা, মলযুক্ত, কষায়িত, দুঃখিত, অসমর্থ, গর্হিত, ক্রুদ্ধ। (পুং-স্ত্রী)-মহিষ। কল, ধাতু—অর্থ, সঙ্খ্যান, শব্দ, গতি, প্রেরণ, ক্ষেপণ। উষ ধাতু অর্থে দাহ, বধ। উষ ধাতু—রোগ)। দাহ শব্দার্থক উষ ধাতু অবলম্বনে,—যাহাতে দাহ বা বধ সাধিত হয়,—উহাই 'কলুষ'। বাংলায় সোজাসুজি—কল+উষ, ধাতু দুইটির

যোগে, 'কলুষ' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা—দাহ বা বধ, গতি, প্রেরণ বা ক্ষেপণ অর্থের প্রয়োগ রূপ। যৌগিক-ধাতু গঠিত শব্দ। কল+উ=কলু। উ-ধাতু শব্দে। গতি অর্থক শব্দ বিশেষ। কল ধাতু পূর্ব্ববৎঅর্থ। (উ বর্ণগতশব্দ, ধাতু মধ্যে ধৃত নয়)। কলঙ্ক বাক্যটি,—কল+অঙ্ক (অন্ক ধাতুই অঙ্ক; অন্ক, ধাতু অর্থে—চিহ্নীকরণ, গতি গতির একাধিক অর্থ)। গতি-চিহ্ন, প্রেরণ-চিহ্ন বিশেষ। দাগ, আঁচড়। (কাল ধাতু-কালোপদেশ)। কলুষ, কলঙ্ক বিশেষ। (কলু+উষ যোগে কলুষ বানানও হইতে পারে; উষ এবং উষ দুইটি পৃথক ধাতু-শব্দ;—দুইটী ধাতুর পৃথক হইলেও, উষ-রোগ, উষ-দাহে বধে। একই ভাব প্রকাশক, রোগ-বধ (মৃত্যু) অর্থও প্রকাশ করে। 'কলুষ' শব্দটি—সংস্কৃতে ক্লীবলিঙ্গ শব্দ (কল-কর্তৃ, করণে—উষন্)। কল+উ+উষ যোগেও শব্দ বিশেষ সৃষ্ট হইতে পারে বাংলায়। কল (শব্দ)—(কল কল শব্দ যথা), উষ ধাতু যোগে—নির্ম্মল চরিত্রে ক্ষেপনার্থক অববাদ বুঝায়, উষ ধাতুজ—দাহ, বধ অর্থে। অপবাদ—বাক্য (শব্দাদি) দ্বারাই প্রচারিত হয় (গতি)।

কলহ

কলহ সংস্কৃতে,—(পু, ক্লী) "কল-হন-কর্তৃ-ড"—অর্থ যুদ্ধ (বাক্-যুদ্ধ) বিবাদ ইত্যাদি। (ড,-প্রত্যয়ে 'হন' ধাতুর, 'ন' লোপ হইয়াছে)। হন্ ধাতুর অর্থ—বধ, গতি। বাংলায়—'হ' শব্দ স্বীকারোক্তি বিশেষ, হুঁ হইতে, হ গৃহীত হইয়াছে। হয়-ধাতুর অর্থ—ক্লান্তি, গতি। (হন এবং হয়; ধাতুর হ মাত্র গৃহীত হইলেও—গতি অর্থে সমান শব্দ তত্রাচ বধ, ও ক্লান্তি অর্থও আছে)। কল+হ=কলহ (কল—হয়—কলহয়, সংক্ষেপে কলহ), কলহে গতি বিশিষ্ট—চলিতেই থাকে, শেষে

ক্লান্তি হেতু অবসাদ ঘটে,—এই জন্যই "কলহ" ধ্বনি জনিত-অবসাদ-ক্লান্তি-গতি, ক্লান্তি উৎপাদক।

কলি

বাংলায়—কল+ই=কলি। ই ধাতু গতি, স্মরণে। (ঈ-ধাতু,-গতি, ব্যাপ্তি, ইত্যাদি) কলি, কলী শব্দে—অর্থভেদ আছে। অথচ 'গতি' অর্থে—একই। গতি অর্থ করিলে—দুই প্রকারই বানান চলিতে পারে।

কাল

সংস্কৃতে কাল শব্দটি গঠিত হইয়াছে,—'কাল,-কর্তৃ-অন্,' বা—"কল—ণ্ঞি-কর্তৃ-ঘঞ্," (ঞ-বর্তমানে-সক্তি-ক্ত)। কল ধাতু, কাল (কল ধাতুজ পদ) এবং কাল-ধাতু-উভয়ই। বাংলায়,—কাল (কালোপদেশ)+ই=কালি, এবং ঈ ধাতুযোগে—কালী। অতএব দুই প্রকারে,—কালি ও কালী-লেখা চলিতে পারে। ক‍ল, এবং (ই), ঈ-ধাতুযোগে ও কাল ধাতুতে, ঈ-ধাতুযোগে-কালী বানান হয়।

ভাষা-প্রবাহে, কল-শব্দ হইতে স্বভাবে—কাল, কালা, কালি, কালী, কালু ইত্যাদি রূপ পায়। এ সকল কথিত-ভাষার স্বাভাবিক গতি। কাল—অবিরাম—প্রবাহ অথবা চিরস্থির, অচঞ্চল—,নিত্য, শক্তি লীলান্বিত হন,—কালে, লীলারূপে লীলায়িত শক্তি হেতু,—কালের বিভাগ সূচীত হয়। শক্তি এবং কাল উভয়ই নিত্য, শক্তির চঞ্চলতা হেতু প্রকাশমান কালকে চঞ্চল বোধ হয় মাত্র। শক্তি—নিত্য বিষয়। কাল এবং কালস্থিতা-শক্তি অভেদ, যথা শক্তি ও শক্তিমন্ত। কাল শক্তিই, ভাষায়—কালী। উভয়ই আদি অন্তহীন—অসীম অনন্ত। মহাকাশ-শূন্য-অন্ধকার।

এই প্রকার মানবীয় চিন্তাস্রোতে, শব্দ হইতে দার্শনিক তত্ত্বের উদয় হয়।

হস্‌ অন্ত শব্দ

বাংলার প্রতি শব্দান্ত বর্ণ পূর্ণ উচ্চারিত হয় না, কিন্তু অন্তবর্ণটি অস্বর নয়, বাংলায় স্বরহীন বর্ণ উচ্চারিত হয় না, বা উচ্চারণ করা যায় না। অস্বর বা হলন্ত বর্ণ কবি-কল্পনা মাত্র। পূর্ণ স্বর-যুক্ত না হইলেও স্বরহীন নয়। আংশিক ভাবে স্বরধ্বনি যুক্ত থাকিবেই থাকিবে। সংস্কৃতে হসন্তবর্ণ কেবল বৈয়াকরণিক পরিকল্পনা মাত্র। সংস্কৃতে ব্যঞ্জনান্ত সংস্কৃত পদ বিশেষে অন্ত ব্যঞ্জনটি হস্‌-চিহ্ন যুক্ত করা হয়। বাংলায় এবং ভারতীয় বিভিন্ন জাতির ভাষায় উক্ত রীতি বিদ্যমান আছে; তত্রাচ উহা প্রকৃত 'হস্‌' শব্দ নয়। পূর্বে লিখিত হইয়াছে, বাংলায় ব্যঞ্জনবর্ণ মাত্রেরই একাধিক উচ্চারণ আছে। স্বরযুক্ত এবং স্বরের অসম্পূর্ণ উচ্চারণ। প্রত্যেক ব্যঞ্জন বর্ণ,—দুই প্রকার বলা চলে, স্বরান্ত এবং আংশিক স্বরান্ত বর্ণ, কিন্তু অস্বর কোনটিই নয়। কলিংগ ব্যঞ্জন বর্ণ মাত্রেই প্রায়—আ-কার অন্ত, যেমন—কা, খা, গা, ইহাই বাংলায় ক, খ, গ। শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ, বাংলায় হস্‌ যুক্ত হয় না। বর্তমানে কেহ কেহ এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন। কোন প্রাচীন বাংলা পুথিতে হস্‌ বর্ণের চিহ্ন বিজ্ঞাপিত চিহ্ন বিদ্যমান নাই। সংস্কৃতে নাই। এই হস্‌-চিহ্ন নবীন পদ্ধতি। ভিষক্‌, সম্রাট্‌, দিক্‌ ইত্যাদি হস্‌ অন্তবর্ণ। বাংলায় শব্দ উচ্চারণ ভাঙ্গিতে হস্‌ বর্ণ উচ্চারিত হয় কিন্তু উহা কখন স্বরহীন বর্ণ নয়। ভাষায় উচ্চারণ ভেদ মাত্র। বাংলার বর্ণ-সন্ধিতে দুইটি বর্ণ যুক্ত হয়, উহার একটিও হস্‌

অন্ত নয়। যথা—ক+স=ক্স, ক্ষ, দক্ষ, ইত্যাদি। বাগ+ইশ, ঈশ বাগিশ, বাগীশ। কাল+ই, ঈ=কালি, কালী। বর্তমানে কেহ কেহ দীর্ঘঈকারের পক্ষপাতি হইতেছেন। কিন্তু ই, এবং ঈ দুইটি ভেদে পৃথক ধাতু আছে, কাল ধাতুতে ঈ-ধাতু যোগে—কালী হয়, এবং ই ধাতু যোগে কালি বানান হয়। কেবল ঈ কার যোগ দ্বারা শব্দের বানান করিলে বাংলায় ধাতুযুক্ত ই ও ঈ-শব্দের অর্থভেদ হইয়া যাইবে। এ প্রকার বানান চলিত করিবার পুর্বে কেবল ঈ-ধাতু রাখিতে হইবে এবং ই-ধাতু পরিহার করিতে হইবে। ধাতু পরিত্যাগে অর্থভেদ হইবেই। বাংলা পুথিতে—ঈস্বর, ঈশ্বর এবং ঈশ্বর একার্থে প্রয়োগ হইয়াছে দেখা যায়। এস্থলে ই, এবং ঈ ধাতুর গতি অর্থই গৃহীত হইয়াছে, গতি অর্থ ছাড়া আরও অর্থ হইতেছে।

ইশ শব্দে গতি, স্মরণ অর্থ বিজ্ঞাপিত করে। ঈশ শব্দে—গতি, ব্যাপ্তি, গর্ভ-গ্রহণ ইত্যাদি অর্থ যুক্ত হয়। ইষ ধাতু—গতি, ইচ্ছা। ঈশ ধাতু ঐশ্বর্য্যে। ঈষ ধাতু—গতি, দান, দর্শন, বধ, উঞ্ছবৃত্তি ইত্যাদি। অর্থ ভেদে—ঈশ ও ঈষ এবং ইষ ধাতুর ব্যবহার হইতে পারে। ঈশ্বর শব্দ,—বাংলায়, ঈশ+বর। শ+ব=শ্ব হয়, বর্ণ সন্ধিতে। এই ঈশ শব্দের 'শ'টি হসন্ত (হস্+অন্ত) নয়, তত্রাচ বাংলায় বর্ণ সন্ধিযুক্ত বর্ণ। ঈশ ধাতুসহ ঈ ধাতু যোগে—'ঈশী' বাংলায় হয়। সংস্কৃতে ঈশ্—শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে—ঈশ কর্তৃ-ক্বিপ্; এবং ঈশ-শব্দ,—ঈশ-কর্তৃ'ক' সিদ্ধ পদ। বাংলার ঈশ—ধাতু, সংস্কৃত বৈয়াকরণ সৃষ্ট পদ নয়। সংস্কৃতে ঈশ্ এবং ঈশ পদের অর্থ—স্বামী, নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ, সমর্থ ইত্যাদি, (স্ত্রী)—ঈশা অর্থ লাংগল দণ্ড, এবং ঈশ্বরী। বাংলায়—ঈশ ধাতু, ঐশ্বর্য্য অর্থেই গৃহীত হইয়াছে। এই ঈশ ধাতুতে, ঈ-ধাতু যোগে—ঈশী হইয়াছে (সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুগত

নয়), ঈশ-ধাতুর অর্থের সহিত ঈ-ধাতুর—কামনা, গতি, ব্যাপ্তি ইত্যাদি অর্থ যুক্ত করিয়া—ঈশী পদ সৃষ্ট হইয়াছে, ঈশী ও ঈশানী একার্থক (ঈ এখানে ব্যাপ্তি এবং গর্ভগ্রহণ অর্থে)। সংস্কৃতের ঈশী, এবং বাংলার ঈশী শব্দার্থে বিশেষ প্রভেদ নাই। বাংলায় এই জন্যই ঈশী (ঈশানী)—'মা' বলিয়া স্বীকৃত হন।

ইল+ই—ইলি, এবং ঈ ধাতুযোগে—ইলী হয় (ইলা ও ইলী একার্থক)। উচ-ধাতুতে, উ-ধাতু (শব্দে) যোগে—উচু হইয়াছে। এইরূপ—উতু, উরু, উলু হইয়াছে, উ ধাতুর শব্দার্থ অবলম্বনে। এ সকল-বাংলার পদ-প্রকরণ। অল, ধাতু সহ—অব, ধাতু যোগে—অলাব হইয়াছে। এবং উ ধাতু যোগে অলাবু হইয়াছে। অলাবু পদটি, বাংলায় তিন ধাতু যোগের—যৌগিক পদ। সংস্কৃতের 'অলাবু'—গঠিত হইয়াছে.—(স্ত্রী, ক্লী)—অ লন্ব—কর্তৃ-উ, ঊ, নি (ন লম্বতে জলে ন মজ্জতি) অর্থ—লাউ, তুম্বী। লন্ব (স্রন্ব, বাং) ধাতুর অর্থ—স্রংসন, শব্দ। বাংলার—অল,+ অব,+উ ধাতুর অর্থ লইয়া অর্থ করিলে, যে অর্থ হয়, ইহা সুন্দর এবং যোগ্য অর্থই হয়। সংস্কৃতের ধাতু সম্বলিত অর্থ অস্পষ্ট। অলাব—উ অর্থাৎ 'অলাবু' শব্দ। অল ধাতু—পর্য্যাপ্তি, ভূষণার্থক, এবং অব—রক্ষা, শোভা, প্রীতি, তৃপ্তি, গ্রহণ ইত্যাদি,—অর্থাৎ এই ফল—শোভন, তৃপ্তিপ্রদ এবং পর্য্যাপ্ত ও ভূষণ তুল্য—বলিয়া—'অলাব,' অলাব-শব্দ যুক্ত যে ফল-উহই-অলাবু। লাউ-শব্দ,—লা+উ; লা ধাতু—দান, গ্রহণে। এবং উ-শব্দে,—এই জন্য 'লাউ'। কেমন সুন্দর পদ-প্রকরণ পদ্ধতি।

বাংলা ভাষার পদ প্রকরণ ধাতুমূলীয় এবং সরল ও সহজ। সংস্কৃতে তদ্রূপ নয়—বড়ই জটিল। বাংলা ভাষার পদ-সৃষ্টি প্রকরণ

আদৌ সংস্কৃতের অনুরূপ বা অনুগত নয়। বাংলা সংস্কৃতভব নয়। কেবল ধাতু-শব্দ উভয় ভাষার এক।

গণপাঠ (ধাতুকোষ) অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। একাধিক বৈয়াকরণের মত যথাস্থানে সংবদ্ধ করা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে বোপদেব গোস্বামীর মত অবলম্বিত হইয়াছে। বাংলার বৈয়াকরণ হলায়ুধ মিশ্র এবং আচার্য্য দুর্গাদাসের অভিমত বিশেষরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। আবশ্যক বোধে ক্ষীরস্বামীর মত গ্রহণ করিতে হইয়াছে। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যের "ধাতুরূপ-কল্পদ্রুমঃ" (ধাতু বৃত্তিসার সংগ্রহঃ) নামক গ্রন্থের বিশেষ সাহায্য গৃহীত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের আকার বৃহৎ হওয়ায় প্রথম খণ্ডের একাংশ রূপে (আদর্শরূপে) কতিপয় ধাতু এবং উহার সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইল, এবং ধাতু-সৃষ্ট বাংলা শব্দের প্রচলিত রূপও সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইল। ভবিষ্যতে বাংলা শব্দ প্রকরণে বিশেষ ব্যাখ্যাও দেওয়া হইবে। বাংলার প্রচলিত শব্দ-পদাদি যে ধাতু-গঠিত ইহা দেখানই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, কিন্তু বাংলার পদ-প্রকরণ-মূলক ব্যাপার অতি বিস্তীর্ণ। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইল না। তবু উপকারিকায় পদ প্রকরণের কিছু পরিচয় দেওয়া হইল। উহাদ্বারা দেখান হইয়াছে, বাংলা ভাষার নিজস্ব পদপ্রকরণ আছে, উহা সংস্কৃত পদপ্রকরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যাঁহাদের ধারণা যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত-ভব, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, বাংলার পদগঠন-প্রণালী সংস্কৃতের অনুরূপ নহে। বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে পূর্ণরূপে পৃথক ভাষা, কেবল উভয় ভাষার ধাতুগুলি এক। ধাতু মাত্রেই ভারতীয় প্রাকৃত ভাষার আদি

শব্দ মাত্র, বৈদেশিক নয়। সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় আদি প্রাকৃত ভাষার বিকৃতরূপ-বিশেষ, এবং বৈয়াকরণদের সৃষ্ট ভাষাই সংস্কৃত-ভাষা। বাংলা-ভাষা প্রকৃত ভাষা এবং প্রাকৃত, কিন্তু সংস্কৃত ভাষাভব নয়। বাংলা ভাষা স্বাধীনা বহতা নদীর মত, সংস্কৃত ভাষা শৃঙ্খলাবদ্ধা এবং কূপোদক তুল্য আবদ্ধা ভাষা। অথচ বাংলা-ভাষা স্পষ্ট এবং সুনিয়মবদ্ধ ভাষা।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
সংস্কৃত,—ভ্বাদয়ঃ—		
'ভূ'—সত্তায়াম	...	১
এধ,—বৃদ্ধৌ (বৃদ্ধি)	...	২
স্পর্দ্ধ,—সংঘর্ষে (সঙঘর্ষে ?)	...	৩
গাধৃ (গর্দ্দ—শব্দ)	...	৪
বাধৃ লোড়নে (বিলোড়নে)	...	৫
নাধৃ, নাথৃ,—উপতাপৈশ্বর্য্যাশীঃষু চ	...	৬
দধ—ধারণে	...	৭
স্কুদি,—আপ্রবনে	...	৮
বদি—অভিবাদনস্তুত্যোঃ	...	৮
ভদি—কল্যাণে সুখে চ	...	৮
মদি স্তুতিমোদমদস্বপ্নগতিষু	...	৯
মুদ—হর্ষে	...	৯
দদ—দানে (দধ)	...	১০
ষ্বদ স্বাদ, স্বর্দ্দ—আস্বাদনে	...	১০
কুর্দ্দ, খুর্দ্দ, গুর্দ্দ, গুদ্—ক্রীড়ায়ামেব	...	১০
হ্লাদী—সুখে চ	...	১২
পর্দ্দ,—কুৎসিত শব্দে	...	১২
যতী—প্রযত্নে	...	১৩

বাংলা ও সংস্কৃত ধাতুর গোড়া এক

সংস্কৃত,—ভ্বাদয়ঃ

১। 'ভূ'—সত্তায়াম

সত্তেতি যতো ভাবঃ—প্রবৃত্তিনিমিত্তং সর্ব্বধাত্বর্থানুগতং ক্রিয়া সামান্য মিতি—রমানাথঃ। ভূ—সত্তা, প্রাপ্তি, মিশ্রণ।

ভূ,—সেট্ পরস্মৈপদী,—(বর্ত্তমানা, কী) ভবতি। বৈয়াকরণগণ কিছুকম শত সূত্র দ্বারা পদসিদ্ধ করিতেন; বোপদেব ইহার সংক্ষিপ্ত সূত্রে প্রবর্ত্তিত করেন।

লিঙ—(সপ্তমী, খী); ভবেঃ। বাংলায় ভব, ভবে (সম্বন্ধে) প্রয়োগ হয়। বিসর্গের ব্যবহার নাই। লোট্ (পঞ্চমী, গী) ভবতু, ভবতাম্ ইত্যাদি। বাংলায়—ভাব্‌ত, ভাবিত, ভাব্‌তে। ইত্যাদির ব্যবহার আছে। ল্‌ট্ (ভবিষ্যন্তী, ন্তী) ভবিষ্যামি ইত্যাদি। বাংলায় —ভাব্‌ছি, (ভবিষ্যসি)—ভাবিতেছ, ভবিষ্যতে (পরে) ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হয়। ভাব্‌বে; তার ভাব্ দেখে বুঝেছি। হাব্ ভাব ভাল নয়। ভাবের মুণ্ডে ছাই।

ভূ হইতে—ভূত, ভূতে, ভূতের ইত্যাদি হয়। অনুযোগে—

অনুভব, ভাবের ইত্যাদি। ভূঞে পড়ে রয়েছে। ভূঞ্ (ভুঁই) চষ্‌ছে।

কৃৎ-প্রত্যয়ে—শতৃ (শন্তৃঙ্)-ভবন।

বাংলায়

ভবন শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়।

অবি-ভাবক ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। ভাব্‌ছে, ভাবুছি, ভাবিছে—ভাবুছে (?)।

ভাবনা ধরেছে। ভাব্‌নার ওড় নেই। "ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে রয়েছে। বঁধুয় হাতের কলম্ কাঠি ছুড়ে মেরেছে।" (পল্লী ছড়া)

২। এধ,—বৃদ্ধৌ (বৃদ্ধি)।

[এজ,—কম্পন, দীপ্তি। এঠ,—বাধা, শাঠ্য। এস'—গতি।]

এধ,—শেট্, আত্মনেপদী, অকর্ম্মক। কর্ত্তরি, লট্,—এধতে, এধেতে এধন্তে। এধসে, এধেথে, এধধ্বে। এধে, এধাবহে,—মহে। লোট্,—এধতাম্, এধস্ব। এধৈ। লিঙ্—এধেত। লঙ্—ঐধত। ঐধসাঃ। ঐধে। লিট,—এধাংচক্রে, এধাংবভূব, এধামাস। লুট্,—এধিতা। এধিতাসে। এধিতাহে। লৃট্,—এধিষ্যতে। এধিষ্যসে। এধিষ্যে।

আশীঃ,—এধিষীষ্ট, এধিষীষ্ঠাঃ। এধিষীয়। লুঙ্,—ঐধিষ্ট, ঐধিষাতাম্, ঐধিষত। লৃঙ্,—ঐধিষ্যত। ঐধিষ্যথাঃ। ঐধিষ্যে।

'ভাবে, লট্,—এধ্যতে। লোট্'—এধ্যতাম্। লিঙ্,—এধ্যেত। লঙ্,—ঐধ্যত। লুঙ্—ঐধি (ভবতা)। অন্যত্র তু কর্ত্তৃবদ্রূপম্।

সন্-লট্,—এদিধিষতে ইত্যাদি। ভাবে,—এদিধিষ্যতে ইত্যাদি। ণিচ্, কর্ত্তরি, লট্,—এধয়তে (শস্যম্) 'ণিচশ্চে'তি কর্ত্ত্রভিপ্রায়ে—তঙ্।

কর্ম্মণি। লট্,—এধ্যতে। লঙ্,—ঐধ্যত। লুঙ্,—(লুঙোক বচনে-চিণ্ (ইচ্) অন্যত্র সিচীট্‌গুণায়াদেশাঃ।) ঐধি। ঐধিষাতাম্, ঐধয়িষাতামিত্যাদি।

ঐধরিধ্বম্,—ঢ্‌ম্, ঐধিধ্বম্, ঢ্‌ম্। অন্যত্র—কর্ত্তৃবদ্রূপম্। লিটি কৃঞাত্মনুপ্রয়োগে নিত্যমাত্মনেপদম্। স্যাদিষু,—এধয়িষ্যতে, এধিষ্যতে ইত্যাদি। প্র+এধতে=প্রৈধতে। পরা+এধতে=পরৈধতে।

কৃৎ,—এধমানঃ, এধিষ্যমাণঃ। এধিতঃ। এধিতমনেন। ইদমেধা-মেধিতম্। (অস্থন্) এধঃ। অ—এধা।

বাংলায়

এধা, এধাএ, এধারে। এত, অ্যাত, অত, অতি (অত, (ধা), সততগতি)। ত=ধ। এত টাকা গুণবে কে? এত ভাত খাবে কে? অতি বাড় বেড়েছে (অত-ধা)। এতেক বলিল সে। অত শত জানিনা (?)। অধ, আধ, আধা—আধ আধ কথা। অধ, বা আধ ধাতু সংস্কৃতে অভাব। "আধেক পথ জাইতে সাপ্তা সিঁস্ দেখাল্য" (ছড়া) আধেক=আধা (এধ ধাতুজ) অথবা বাংলায় অতিরিক্ত, অধ, আধ—ধাতু বা। অর্দ্ধেক (সং) হইতে—আধেক, হওয়া অপেক্ষা—আধ (এধ,-অধ=আধ?) হইতে, 'আধিক' হওয়াই অধিক সম্ভব। এত অধিক। অ্যাত (অত) অধিক।

৩। স্পর্দ্ধ,—সংঘর্ষে (সঙঘর্ষে?)

সঙ্‌ঘর্ষ :—পরাভিভবেচ্ছা। স্পর্দ্ধা। পরাভিভবস্য ধাত্বর্থে নোপ-সংগ্রহাৎ অকর্ম্মকত্বম্। 'স্পর্দ্ধ সংহষে' ইতি উষ্মচতুর্থমধ্যং পঠিত্বা রমা-নাথো ব্যাবষ্টে। "স্পর্দ্ধাঘর্ষণয়োরুক্তঃ সংঘর্ষঃ শব্দবেদিভিঃ।" ইতি

ব্যাড়িবচনাৎ ঘকারমধ্যপাঠে ঘর্ষণার্থস্যাপি শঙ্কা স্যাদিতি রমানাথাভি-প্রায়ঃ।

স্পর্দ্ধ,—আ, সেট্। লট্,—স্পর্দ্ধতে। স্পর্দ্ধসে। স্পর্দ্ধে। ইত্যাদি। ভাবে,—লট্,—স্পর্দ্ধ্যতে। লোট্—স্পর্দ্ধ্যতাম্। লিঙ্,—স্পর্দ্ধ্যেত। লঙ,—অস্পর্দ্ধ্যত। লুঙ্—অস্পর্দ্ধি। আশীরাদিষু কর্ত্তৃবৎ।

বাংলায়

(স্+প—স্প ; দ্+ধ—দ্ধ)

স্পর্দ্ধা—স্পর্দ্ধা দেখ? সাধারণ চলিত কথায়, লোকে অস্পদ্ধা আস্পদ্দা (দ্ধা ?) ব্যবহার করে। অস্কারা দিয়ে অস্পদ্দা বেড়ে গেছে। দ—ধ (আস-স্পদ্দা,—একটি 'স' থাকে)—কথিত ভাষায়। অশ (ধা) ব্যাপ্তি, সংহতি, ভোজন অয (ধা)-দীপ্তি, গ্রহণ, গতি। অস (ধা)-দীপ্তি গ্রহণ, গতি। আস (ধা) উপবেশন, স্থিতি। পর্দ্দ (ধা)-অপানবায়ু ত্যাগ। পদ (ধা)-স্থৈর্য্য, গতি। বাংলা-ভাষায়,—দুটি বিভিন্ন ধাতু যোগে,—আস (অসাদি) স্পদ্ধা (দ্দা)—'আস্পদ্দা' শব্দ গঠিত হওয়াই সম্ভব। স্পর্দ্ধার দীপ্ততা বা গতি অর্থে—আস্পদ্ধা (দ্দা) গঠিত পদ। দীপ্ত স্পর্দ্ধ (আ)।

৪। গাধৃ (গর্দ্দ—শব্দ)

[গাধ,—লিপ্সা; গ্রন্থন, প্রতিষ্ঠা। গা (ধা) গতি, স্তুতি, জন্ম]

স্থাপনা তৎস্থাপনং বা প্রতিষ্ঠা। লব্ধুমিচ্ছা-লিপ্সা। একত্র স্থাপনং সংদর্ভো বা গ্রন্থঃ। তত্রাদ্যে হকর্ম্মকঃ, ইতরয়োঃ সকর্ম্মকঃ। প্রতিষ্ঠা—প্রশংসা, লিপ্সা,—বাঞ্ছা ইতি রমানাথঃ। ঋদিৎ। গাধ, (ঋ)-সেট্, আ। লট্,—গাধতে, এগাধে। লোট্,—গাধতাম্। গবস্থ। গাধৈ। লঙ্,

—অগাধত, অগাধথাঃ। অগাধে। লিঙ্,—গাধেত। গাধেথাঃ। গাধেয়। লিট্,—জগাধে, জগধিষে। লুট্—গাধিতা।

আশীঃ—গাধিষীষ্ট। লুঙ্,—অগাধিষ্ট। অগাধিষ্ঠাঃ। অগাধিষি। লৃঙ্—অগাধিষ্যত ইত্যাদি।

ভাবে কর্ম্মণি কর্ম্মকর্ত্তরি চ লট্ লোট্ লঙ্ বিধ্যাদিলিঙ্ ক্ষু যক্ (যণ্)-গাধ্যতে, গাধ্যেতে, গাধ্যন্তে। গাধ্যসে, গাধ্যেথে ইত্যাদি। লুঙোক বচনে—অগাধি। অন্যত্র কর্ত্তৃবৎ।

বাংলায়

গাধ, গাধা, গাদা গাদি ইত্যাদি। 'অগাধ' (দ?) জলে পড়েছে। বন্দুক গাদে। গাদছে বা সাধছে। ভেড়ার মত 'গাদা-গাদি' করে রয়েছে। গদ (ধা)-কথন, মেঘধ্বনি। আদরে গদ-গদ। গদ-গদ কথা। গদগদিয়েছে। গদা,—গদাই নস্করী চাল (মন্থরে)। গাদা,—খড়ের গাদা। গাধা—ছেলেটা একেবারে গাধা (গাদা?)। গাদাবন্দি মাল। গাধ্যা—গান্ধা—গাদ্দা (গর্দ্দব বা)।

৫। বাধৃ-লোড়নে (বিলোড়নে)

[বধ—হননে। বাধ—পীড়নে। বাত,—গতি সেবা। বা (ধা)-গতি, বধ, সেবা।]

লোড়নং প্রতিঘাতঃ। হিংসেতি গোবিন্দভট্টঃ। পীড়নং। প্রতিবন্ধঃ।

বাধ,—সেট্, আ। কর্ত্ত,—লট্,—বাধতে। লঙ্,—অবাধত। লিট্—ববাধে। লুঙ্—অবাধিষ্ট, অবধিষাতাম্, অবাধিষত। লৃট্,—বাধিষ্যতে। লৃঙ,—অবাধিষ্যত। কর্ম্মণি,—লট্—বাধ্যতে। লুঙ্—অবাধি। সন্,—বিবাধিষ্যতে ইত্যাদি। ণিচ্—বাধয়তি।—তে। লুঙ্,—অববাধয়ৎ।—ন্ত। যঙ্,—বাঁবাধ্যতে ইত্যাদি। যঙ্ লুক্, লট্,—

বাবদ্ধি, বাবাধীতি ইত্যাদি। ক্তং, উণা। বাধিত্বা।—বাধ্য। বাধিতঃ, বাধকঃ, বাধিতা, বাধিতব্যঃ। বাধ্যঃ। বাধমানঃ। বাধ্যমানঃ। বাধিষ্য-মাণঃ বাধনং। বাধা ইতি সর্ব্বং গাধিবৎ। বাদ্ধঃ।

বাংলায়

বাধ,—বাধ বাধ ঠেক্‌ছে। বাধা,—বারবার বাধা পেয়েছি। বাধএ, বেধেছে (বেদেছে) ঝগড়া বাধছে। বাঁধা পাড়ছে। বেঁধেছে (বেঁদেছে), বাঁদ—গরুটা বাঁধ(দ)। বাঁধ ভেংগেছে। বাদা-বাদী চলেছে। বন বাদাড়। আদাড়-পাঁদাড়। ছিপে মাছ বেধেছে (বেদেছে ?)। বেদের পো সাপ ধরেছে। বাঁধন দিয়ে বেঁধেছে (চ)। "চোখের জলের বাঁধন দিয়ে, বাঁধিস না আর মায়া ডোরে।" (বৌ ঠাকুরাণীর হাট)। ভাদুরে 'বাধাই' (খেচ্ছা গান) বেরিয়েছে। কেবল বাধাই পড়ছে। বাধা+ই=বাধাই। ই (ধা)-গতি, স্মরণ। ঈ (ধা)—কামনা, গতি, ব্যাপ্তি, ক্ষেপণ ইত্যাদি। (বাধ হইতে বাধা, সহ 'ই' ধা ঈ, ধাতুযোগে —বাধাই, নিশ্চিং অর্থে বা)।

৬। নাধৃ, নাথৃ,—উপতাপৈশ্বর্য্যাশীঃষুচ।

[নাধ,—তাপ, ঐশ্বর্য্য, প্রার্থনা, আশীর্ব্বাদ। নাথ,—তাপাদি]

'যাচ্ঞোপতাপৈশ্বর্য্যাশীঃষু' ইতি বৃত্তিকারপাঠঃ। উপতাপো রোগ ইতি কেচিৎ। উপঘাত ইতি তরঙ্গিণ্যাম্। দুর্গমতে ইতঃপূর্ব্বং বিথৃ, বেথৃ, যাচনে ইতি পাঠস্তন্মতেঽত্র চকারাৎ পূর্ব্বতো যাচানানুবৃত্তিঃ। আদ্যো ধান্তঃ, অপর স্থান্তঃ। অস্য ধান্তস্য থান্তকাণ্ডে পাঠোঽর্থসাম্যাৎ। উভাবপি দন্ত্যাদী। সর্ব্বং পাধতিবৎ।

অথাশিষি পরস্মৈপদং দ্রষ্টব্যম্। নাথতি ; নাথেৎ। নাথতু। অনাথৎ। নাথিতা। নাথিষ্যতি। নাথ্যাৎ। ননাথ। অনাথীৎ। অনাথিষ্যৎ।

ণিচ্,—নাথয়তি। সন্,—নিনাথিষতি ইত্যাদি। যঙ্,—নানাথ্যতে ইত্যাদি। যঙ্লুক্,—নানাত্তি, নানাথীতি ; নানাত্তঃ, নানাথতি। নানাথঃ ইত্যাদি বিশেষঃ।

বাংলায়

নাথ, অনাথ। নাথন,—প্রার্থনা। নাথি ; (ন—ল)—লত (ধা)—আঘাত, বধ। রাত্রে সাপকে 'লতা' বলে,—লতা বেরিয়েছে। নথ—অলঙ্কার বিশেষ (নাসা)। নাথি (লা) মেরেছে। নাথিয়েছে, নাথাচ্ছে। নধর,—নধর কচি ডগা। নধর ছেলেটি ; নাধস্-নুদুস্। নাধসনুদুস বাচ্ছাটি। (নদ, (ধা)—দীপ্তি, অস্পষ্ট শব্দ, নাদ) নুদ (ধা)—প্রেরণ। নেদ (ধা)—সন্নিধান। নেধ (ধা)—গতি। নাদা, ন্যাদা,—(ধ স্থানে দ) চালের নাদা (হণ্ডা ?)। হেলান গাছকে,—'ন্যাদাগাছ', (নাদা ?)—'ন্যংড়া' ভাষায়। নেদিয়ে চলছে (খঞ্জগতি), নাদছে (গোময়ে)।

৭। দধ—ধারণে

ধারণমিহ ধরণম্ ইনঃ স্বার্থিকত্বাৎ। "নৃপপ্রিয়াভীমমহোৎসবাগতাস্ত-দঙ্ঘ্রি লাক্ষামদধন্ত মঙ্গলম্" ইতি নৈষধে ৮।২। দানমিতি বোপদেবঃ।

দধ্, সেট্, আ। লট্—দধতে, দধেতে, দধন্তে। দধসে, দধে থে, দধধ্বে। দধে। দধাবহে। দধামহে। লোট্—দধতাম্।, দধস্ব। দধৈ। লঙ্—অদধত, অদধেতাম্, অদধন্ত। অদধথাঃ—ধেথাম্—ধদ্ধম্। ইত্যাদি।

বাংলায়

ধর, ধরেছে, ইত্যাদি। (যঙ্লুক)—দাধদ্ধি, দাদদ্ধঃ। দাদ ধাতু (দধ)—দান ; দাও, দেয়, দেবে, দিয়েছে ইত্যাদি। দাতা।

৮। স্কুদি,—আপ্লবনে।

ই ইৎ (অনুবন্ধঃ উপদেশাবস্থায়াং নকারাগমাৎস্কুন্দ্ ইতি প্রকৃতিঃ। আপ্লবনমুৎপ্লবনমুৎপ্লুত্য গমনং বেতি—তরঙ্গিনী। উদ্ধরণমিতি ভোজঃ : অত্র সকর্ম্মকঃ।

শ্বিদি—শ্বৈত্যে। অকর্ম্মকঃ পূর্ব্ববন্নাগমঃ। শ্বেতস্য ভাবঃ শ্বৈত্যং ধাবল্যম্। "শ্বেততেঃ শ্বেত ইত্যেতৎ শ্বেতত্বেন প্রকাশ্যতে। আশ্রিত-ক্রমরূপত্বাদভিধানং প্রবর্ত্ততে॥" শিন্দ্, (ই) সেট্, আ। লট্—শ্বিন্দতে ইত্যাদি স্কুন্দি বৎ।

৯। বদি—অভিবাদনস্তুত্যোঃ।

বন্দ (ই)—সেট্, আ। লট্,—বন্দতে, বন্দেতে, বন্দে, বন্দাবহে ইত্যাদি। স্তুতি, অভিবাদন। বন্দনা, (কৃৎ)—বন্দনীয়। বন্দি (বন্দ) শব্দের একাধিক অর্থ বাংলায় হয়। "বন্দপ্রভু নারায়ণ"। বেঁদেছে, বেঁধেছে। বাঁদ্বে রে ?

১০। ভদি—কল্যাণে সুখে চ।

ভন্দ (ই)—আমোদ, প্রীতি, কল্যাণ। ভদ্রম্, ভদ্রং, ভদ্রা ইত্যাদি।

কল্যাণং মঙ্গলং। সুখমাত্মবৃত্তিগুণবিশেষঃ। অকর্ম্মকঃ ; ইদিত্বান্নাগমঃ। ভন্দ্, (ই) সেট্, আ। ভন্দতে। বভন্দে। অভন্দিষ্ট। ভন্দিতা ইত্যাদি স্কুন্দিবৎ। ভদ্রা করোতি সুতয়তীত্যর্থঃ। ডাচ্ প্রত্যয়ঃ।

বাংলায়

ভদ্র, ভদ্দর ইত্যাদি। সংস্কৃতের (ভন্দ (ই) সেট, আ) ভন্দিতা। ভদ্রম্ ইতি। ভদ্র-লোক (ভদ্দর লোক) সংস্কৃতাগত শব্দ বলা যায় না।

১১। মদি স্তুতিমোদমদস্বপ্নগতিষু

মন্দ (ই) সেট্, আ। লট্—মন্দতে। উনাদি—মন্দুরা ; (মদী হবে) ; মদ তৃপ্তিযোগ ইতি চুরাদৌ।

কান্তিগতিষিত্যেকে। মোদো হর্ষঃ। মদোগর্ব্বঃ। স্বপ্ন আলস্যম্। চন্দ্রস্তু মদি জয়ে ইত্যপি পপাঠ। স্তুতিগতিভ্যামন্যত্রাকর্ম্মকঃ।

বাংলায়

মন্দ করেছে। মন্দিরা বাজাচ্ছে। মদ খেয়েছে—মাতাল হয়েছে। মদ (মন্দ) হতে—মাতাল। লোকটা বড় আমোদি। আমুদে। সে মন্দতেই আছে। মন্দই ভাবে। কাহার মন্দতে নেই।

(স্পদি—কিঞ্চিচ্চলনে। চলনং কম্পনম্। অকর্ম্মকঃ। স্পন্দ, (ই) সেট্, আ।)

১২। মুদ—হর্ষে

লঙ্—আমোদত। "আমোদং নাচুছে" (আমোদে নাচ্ছে)। স্থানভেদে ব্যবহার হয়। এখানে 'মুদ' ধাতুর ব্যবহার সুস্পষ্ট। লৃঙ্ (ভাবে)—অমোদি।

বন্ধু প্রভৃতি সঙ্গমাদিজশ্চিত্তপ্রসাদো হর্ষঃ। অকর্ম্মকঃ। মুদ্, সেট্, আ। লট্-মোদতে, (এ) মোদে ইত্যাদি।

বাংলায়

আমোদি—লোকটা আমুদে, আমুদি ইত্যাদি। 'আমোদ হয়েছে' —ব্যবহার নিত্য।

ক্তং—মুদিত্বা, মোদিত্বা—মুক্ত। 'হৃষ্ট-মৃষ্ট' দেখা যাবে। 'মুৎ'। 'মুদিরঃ'। (মুত—বাংলা)। চোখ্ মুদে (বুজে) রয়েছে। মুত

পেয়েছে, মুত্তেছে ইত্যাদি। মুতছি। "আমোদৎ বলছে" আমোদে আটখানা। মোদক—ময়রা, মোদক—লাড়ু।

১৩। দদ—দানে (দধ)।

দদ, সেট্, আ। লট্—দদতে, দদে।

বাংলায়—দাও' দিবে, দিয়েছে, দিচ্ছে। দ্যায়—সে দ্যায়। (দদি) দধি, দৈ—(বিকারে) দই ইত্যাদি। দিয়েছ? সংক্ষেপে—দিছ, দিছু ইত্যাদি; "অশত তাল বাড়ীর সুমুখে—কি করবে দদিমুখে।"

১৪। ষদ, স্বাদ, স্বর্দ্দ—আস্বাদনে।

ষদ—আস্বাদন, প্রীতি, ছেদন (বোপ)—স্বাদটা ভাল; আস্বাদন মন্দ নয়। ষ এবং স এর ব্যবহার অনির্দ্দিষ্ট বাংলায়। ষদ স্বর্ক আস্বাদনে ইতি ধাতুবৃত্তিকারঃ। সংবরণ ইতি ক্ষীরস্বামী। আস্বাদনমনুভবঃ।

বাংলায়

সে সাধ খেয়েছে বা সাদ খেয়েছে। সাধ করে রেঁধেছি (সাধ—ইচ্ছা হইলেও, আস্বাদের ভাব আছে)। সাধে কি বলি। সে তাকে সাধছে। সাধ্‌তে পারি না (সাদ্‌তে)। সাধতের স টি জোরে বলে।

স্বাদ্, সেট্, আ। লট্—স্বাদতে। লিট্—সস্বাদে। লুঙ্—অস্বাদিষ্ট ইত্যাদি। "আর সাদ্‌তে (সাধতে) পারি না। সাদ্ পেয়েছে কি না।

১৫। কুর্দ্দ, খুর্দ্দ, গুর্দ্দ, গুদ্—ক্রীড়ায়ামেব।

অত্র কৈয়ট পুরুষকার মৈত্রেয়াদিষু তৃতীয়ো ন পঠ্যতে। সম্বতা-

মোঘাবিস্তার চান্দ্রেষু তু অয়োঽপি পঠ্যন্তে। গুদক্রীড়া গুদবিহার ইতি চরকে। মৈত্রেয় কাশ্যপৌ গুদ ইত্যাপি পৃথক্ ধাতুরিতি। ইত্যাদি

(নামিনোর্ব্বো' রিত্যাদিনা প্রকৃতিব্যঞ্জনে দীর্ঘো ন স্যাৎ—কুর্দ্দতে, খুর্দ্দতে ইত্যাহু—ইতি রামানাথ)

কুর্দ্দ, সেট্, আ—কূর্দ্দতে। লুট্—কূর্দ্দিতা। ভাবে—কূর্দ্দ্যতে ইত্যাদি। ণিচ্—কূর্দ্দয়তি। গুদ্, সেট্, আ। লট্—গোদতে। ণিচ্—গোদয়তি। গোদ ইতি পচাদ্যজি'তি মৈত্রেয়ঃ।

বাংলায়

সে কুদছে (লাফাচ্ছে)। নাচন কোদন্ থেমেগ্যাল। কোদাল কোপান করেছে। (কুদাল—কু-দল-কর্ত্তৃ-বণ্; কুদ্দাল—কু-উদ্-দল -কর্ত্তৃ-বণ্) 'দল'-ধাতুর অর্থ ভেদন, বিকাশন। গো-দারণ—লাংগল, কুদ্দাল। সে কোদাল (কুদাল) পাড়্ছে, না নাচ্ছে? কোদাল পাড়ার সংগে—এক রকম নাচের সাদৃশ আছে। কূর্দ্দ অনুরূপ, 'কুদা',—(কূর্দ্দন বা) কুদ্ছে—লাফাচ্ছে। কূর্দ্দয়তি—কুদ্ছে।

গোদয়তি (ণিচ্)—গোদ (?)। গুদ্, সেট্, আ। লট্—গোদতে। লিট্—জুগুদে। লুঙ্—অগোদিষ্ট। লুট্—গোদিতা। ইত্যাদি।

গ্রাম্য গীত (মালদহ)—

"সোণা বহুটে, রথ দেখ্তে চলেক্ হামার সাথেতে।
নাকেতে নাথ্মাচ্ছি দিব, কপালে টিকোলি দিব।
"গোদানি" দিলেকে ॥ ধূয়া ॥

গোদাণি—উল্কি (টাট্টু মার্কস্)—আমোদেই দেয়। গোদানি (গোদ শব্দ থেকেই) "গুতন (গোতন) খেয়ে তবে চুপ্ করেছে, গুতন (গুঁতন)—প্রহার। গোদের জ্বর (পুঁঞে জ্বর)। গোদের

উপর বিষ ফোড়া। বিষহরির গানে—গোদা, গোদার বাঁক। গোদা পায়ের লাথি। লোকটা কি গোদা (মোটা)।

ষূদ,—(ক্ষণনে)। ক্ষরণং নিঃসারণম্। অত্রায়মকর্ম্মকঃ। হিংসায়ামপি বর্ত্ততে, মধুসূদন ইতি, অত্রায়ং সকর্ম্মকঃ। দুর্গস্তু 'ষদ্ ক্ষণনে' ইত্যেব পঠতি। ণ্যন্তোঽয়ং সংস্কারেঽপি বর্ত্ততে। সূদতে। সূদ্, সেট্, আ। সুষূদে। অসূদিষ্ট। সূদিতা ইত্যাদি। হ্রাদ,—অব্যক্তে শব্দে। অব্যক্ত-শব্দো বাদ্যাদি ঘোষঃ। শব্দস্তু গুণত্বেঽপি ক্রিয়াচম্। হ্রাস,—সেট্, আ। হ্রাদতে। জহ্রাদে। অহ্রাদিষ্ট। হ্রাদিতা ইত্যাদি।

১৬। হ্লাদী—সুখে চ।

(চকারাদ ব্যক্তশব্দে চ)

হ্লাদ্, সেট (ঈ) আ। ঘঞ—হ্লাদঃ, আহ্লাদঃ, প্রহ্লাদঃ।

বাংলায়

কি আমার আহ্লাদী (আল্-লাদী, আল্-হাদী) গা! এ্যাত আল্লাদ্‌পনা ভাল লাগে না। আল্লাদে (আল্‌হাদে) আটখানা। গংগা নাইতে গিয়ে, আল্লাদী পুতুল এনে দেবো অথন্। দত্তি কুলের পেল্‌লাদ্ হয়েছে। আল্‌লাদে ছেলে। আল্‌লাদে মেয়ে। (আল্‌লাদীনী মেয়ে বিরল ব্যবহার হয়)।

১৭। পর্দ্দ,—কুৎসিত শব্দে।

রেফবদ্ধান্তঃ। ইহ কুৎসিতঃ শব্দো গুদরবঃ। তদাহ কেশব স্বামী—"কৌক্কে কর্দ্দতি পর্দ্দতে গুদরব" ইত্যাদি। পর্দ্দ,-সেট্, আ, —পর্দ্দতে, পর্দ্দতাম, ইত্যাদি।

বাংলায়

পাদ, পাদে, পাদি ইত্যাদি।

১৮। যতী—প্রযত্নে।

যত্ সেট্ (ঈ) আ। যততে, যতেত, যেতে। ভাবে নঙ্—যত্নঃ। "ইন্ সর্ব্বধাতুভ্য" ইতীন্—যতিঃ। যত নিকারোপস্কারয়ো বিতি চুরাদৌ।

বাংলায়—তোকে যেতে হবেই। যতন কর রতন পাবে। যেতে যাইতে, যাবে, যাচ্ছে ইত্যাদি প্রযত্ন হেতুই প্রকাশ করে। যতন এবং যত্ন একই ; বিসর্গের ব্যবহার বাংলায় বিশেষ চলন নাই। যাচ্ছেতাই করবো (যা ইচ্ছা তাই ?) যত কিছু বলি না ততই বাড় বাড়ছে। যততে পারিস—কেনা চাই। যেতে পারিস ত যাবি। যেতে হবে। যাবেই যাবে। যাওয়া চাই। যদি যেতে পারিস্ যাবি। যতন (যত্ন) করিস্। নতুন বলে যতন করছে।

১৯। যুতৃ, জুতৃ—ভাসনে।

(জু,—বেগ, গতি। জুদ—গদি। জুত—দীপ্তি)

যুত, জুত, (ঋ) সেট্, আ। যোততে। ভাবে—যুত্যতে। জুত—জোততে (যুতিবৎ)।

বাংলায়

যুত বরাত করে বসেছে। গরু জুতছে, গাড়ীতে ঘোড়া জুতবে। যুত সই। জোরে চলেছে। গায়ে জোর থাক্লেত। জোত দার। জোয়ারের জল। জুতো, জুতা, জুজু, জোয়াল, জুতেছে, জোত-জমা। জোতদার।

"যৌবন জোয়ারের জল," তার গোমর তুই করিস্ এ্যাত।

জো পেয়েছে। জুত পেয়েছে। জুজ্ঝে (ত্যে-'মানুষ কি বাগের (ঘের ?) সংগে জুজ্তে (জুঝতে) পারে ?" (জজ ধাতুর অর্থ—যুদ্ধ) জুজ্তে—জজ ধাতুর হতেও পারে। "জোর জবর্ দস্তি"। জোর আছে বলেই মেরেছে। জোরে মেরেছে। জুড়োতে যা (ছায়ায় যাও)। তোর কাছে জুড়ুতে এসেছি, জুড়ন—ঠাণ্ডা হওয়া। রাগ জুড়িয়েছে এখন। জোর যার মুলুক তার। ঝোল জুড়িয়েছে (ঠাণ্ডা হয়েছে) জুতিয়েছে। জুত করে বল ইত্যাদি।

২০। বিথৃ বেথৃ—যাচনে।

(ত বর্গ দ্বিতীয়ান্তৌ ; আদ্যো ধাতু ইতি কৌশিকঃ ; ক্ষীর স্বামিনা স্বয়ং পক্ষো দূষিতঃ)

বিথ, (ঋ) সেট, আ। বেথতে, বেথতাম্, বেথেত, বেথিতা (বেথয়তি,—তে) বেথ, (ঋ) সেট, আ। বিশেষ :—বিবেথে, বেথ্যতে।

বাংলায়

বেথায় লেগেছে, বেথা (ব্যাথা ?) পেয়েছে। মনে যে বেথা পেয়েছে। আঁতে ব্যথা লেগেছে। বেথ হতেই বেথা (ব্যাথা), বিথ—বিথ্রাইছে (বিছ্ড়াইছে) বিছড়ে পড়ে রয়েছে। বিছড়ে বিছড়ে খায়।

২১। শ্রথি—শৈথিল্যে।

শৈথিল্যং বিশ্লিষ্টতা, গাধত চ। 'শিথিলীভাবস্তৎ করণঞ্চে'তি রমানাথঃ।

শ্রন্থ (ই) সেট্, আ। গ্রন্থতে।—তাম। স্ত্রিয়াং ভাবে অ—শ্রন্থা। (শিথিল বাংলায়)।

বাংলায়

এতক্ষণে সোয়াস্তি পেলে। সোয়াস্তি—শ্রন্থের (থে) অন্তরূপ। কি গেরোতেই পড়েছি। সাস্তি পেয়েছে। সে সাসাচ্ছে (শাসাচ্ছে)। স্থির হয়ে পড়েছে। দড়িতে গির (গের) পড়েছে। গাঁট, গিঁট, গেরো।

২২। গ্রথি (বকি—কৌটিল্যে।

(কৌটিল্যং শাঠং, বক্রতা)

গন্থ, (ই) [বন্থ (ই) দুর্গঃ] সেট্, আ। প্রন্থত ইত্যাদি গ্রন্থিবৎ। দুর্গোঽত্র গ্রথিনা সহ বকিম্পঠতি।

কেচিৎ শ্রন্থ গ্রন্থ ইতীমাবনিদনুবন্ধৌ। মানুষঙ্গৌ পঠন্তঃ, কানুবন্ধেনলোপ মিচ্ছন্তি। অত্র তরঙ্গিনী ইদনুবন্ধাদনুনাসিক লোপাভাবাৎ শ্রেথে, গ্রেথে ইত্যুদাহরন্, বৃত্তিকারো ভ্রান্ত ইতি, অত্র বৃত্তিকার ইতি ধাতুবৃত্তিকৃদুচ্যতে ইত্যাদি।

বাংলায়

গাঁটছালা বেঁধেছে। গাঠ্রি, গাঁটবাঁধা। আচলে গিট্ (গিঠ) দে, মনে থাকবে! দড়িতে গিট্ পড়েছে। গিরস্থ ঘরের মেয়ে। এথি-উথি করছে। এত দেরি করলে চল্বে না, এত ভাত খাবে কে? এতক্ষণ্ সে চলে গেছে। অ্যাত, এত, এথ—বাংলায় চলতি আছে। এথি-উথি চাইছে। এত ভাত খাবে কে। এ্যাত করে বল্লাম—শুনলেনা।

২৩। কত্থ—শ্লাঘায়াম। (শ্লাঘা)

(কথ—বাক্যবি বিন্যাস; কএ—শৈথিল্যে; কদ—বৈকল্য)

শ্লাঘা—গুণ কথনমিতি রমানাথঃ। কত্থ—সেট্, আ। কত্থতে,

চকথে। চাকত্তি। বাসরূপেণ শ্রুচ্—বিকথনঃ। (এধাদয় উদাত্তা অনুদাত্তেতঃ)।

বাংলায়

কথার কথা। কথার ঝুড়ি। কাথা (কাঁথা-কেথা) কয়েছে, কহছে। আমি (হামি?) কহছি—আমি কয়েছি (বলেছি)। কইতে বল্‌তে পারে না। অকথা কুকথা বলে গ্যাল। কথার ভাষায় বলেছে। ভাষা কথা। উচ্‌টো কথা। কোথায় যাবি তুই! কোথা-কার লোক সে? কোথেকে (কোৎথেকে) এসেছে। কোথাকার ঢেউ কোথায় যায়।

অথ ত বর্গীয়ান্তাঃ পরস্মৈপদিনঃ।

২৪। অত—সাতত্যগমনে।

(সতত গতি)

(অদ-ভক্ষণে) অত্—সেট্, প। অততি, অতেৎ, আতৎ, আতীৎ, আত্ত, আততুঃ, আতিথ, অতিতা, অত্যতাম্, আতে। অতিত্তঃ অংক আসন্নঃ, অতিথি, অতসী (উমা স্ত্রিয়াং ঙীব্ (ঈ)।]

বাংলায়

অত বাড় ভাল নয়; "আতঃ-শব্দে সান্‌তালী ভাষায় গ্রাম বুঝায়। আতুর; আতিত (অল্প তৈত)। অত ভাত খাবে কে। অতীত কালের কথা (কতা)। অতকাল (এতকাল) অত চাল্ ভাল নয়, চাল চলন মন্দ। অত টক্। আঁতে ভাত নেই, আঁত পড়ে রয়েছে। আঁৎকে উঠ্‌ল। আতসী ফুল। আতস বাজী। (আউতে পড়েছে। আউরেছে)।

২৫। চিতী—সংজ্ঞানে।

(চিত—সংজ্ঞান ; চিট—প্রেরণ ; চিত্র—অদ্ভুত, আশ্চর্য্য দর্শন, ক্ষণিক)

সংজ্ঞানং চৈতন্যম্। নিদ্রাবিগমো বা।

চিত্, (ঈ) সেট্, প। চেততি ; চিচিত ; চেচিতা ; ভাবে—চিত্যত। চিৎ—চৈতন্যম্ (সংপদাদিত্বাদ্ভাবে ক্বিপ্)। অসুন্—চেতঃ।

বাংলায়

বাংলায়—চিত হয়ে শুয়েছে। চিৎপাত হয়ে পড়েছিল। চেঁচাচ্ছে—চিৎরে উঠেছে। কড়িগুলো চিৎ-ভুট্ হয়ে পড়ছে। চিৎকার, চিৎপাত, চেতন, চেতনা—নিত্য ব্যবহৃত শব্দ। কবির গানে—চাপান্-চিতেন আছে। চিতি-সাপ। চিত্তির-বিচিত্তির। চেঁচাও, চেঁচিয়ে গলা ভেংগেছে। চিক্রাচ্ছে, চিৎকার করিতেছে। চিক্কির দিয়ে উঠ্ল। চিক্কির হান্ছে (বিদ্যুৎ চম্কাচ্ছে)। চেতন্ পেয়েছে (ঘুম ভেংগেছে)। চিতল্ মাছ, চ্যাৎলা হাঁড়ি (তিজেল হাঁড়ি পাতিল)। চেৎ রহো। চিতাগাছ। মড়াটা চিতেয় চাপিয়েছে।

২৬। চ্যুতির্—আসেচনে।

(চ্যু—গতি, পতন ; সহন, হসন ; চ্যুত-ক্ষরণ)

চ্যুত্ (ইর) সেট্, প। চ্যোততি, চুচ্যোৎ। কর্ম্মাদৌ-চ্যুত্যতে। অচুচ্যুৎ। সেচনমাত্রীভাবনম্। যদাহ হরদত্তঃ—সিচিঃ কর্ম্মস্থক্রিয়ঃ আর্দ্রভাবনং হ্যত্র প্রধানং তদর্থত্বাৎকারকব্যাপারস্যেতি। আঙীষদর্থে-ইভিব্যাপ্তৌবা।

বাংলায়

চুপরও, চুপ্ কর, চুরমার, চুমুক। চেচাচ্ছে (চেঁচাচ্ছে), ছেলেটা চিখ্‌রে উঠ্‌ল। চুন্নী। চুণুরী। চুপ্‌চাপ্ রয়েছে। হাতথেকে পড়ে চুরমার হয়েছে। চেঁচাচ্ছে (চোতত্তি বৎ)
ক্ষরণং শ্রুতিঃ। শ্চুত, (ইর) সেট্ প। শ্চোততি, চুশ্চোত ইত্যাদি চ্যুতিবৎ। বিশেষঃ—অভ্যাসে শ লোপঃ।

২৭। মন্থ—বিলোড়নে (মথনে)।

(বিলোড়নং ক্ষোভনম্)

মন্থ, সেট্, প। মন্থতি। আশীঃ—মথ্যাৎ। (মন্থঃকরণে—দঞ্)। অধিকরণে ল্যুড়স্তাৎ (যুড়স্তাৎ) ঙীপ্ (ঈ) মন্থনী। 'সম্যান চূস্তব ইত্যানজ্ বাহুল কাদস্মাদপি। মন্থানঃ।

বাংলায়

ছেলেগুলো মাতুনি (মাতনি) করছে। ঘোল মথ্‌ছে, মাৎগুড়, বাজীমাৎ। তেল মাখ্‌ছে। ডাল্‌দিয়ে ভাত মেখে খা? ঘোল মইছে। মই দিচ্ছে (ক্ষেত্রে)। মথা ও মন্থ মাখা একই ভাব প্রকাশ করে। মাতাল্ মাতলামি করছে। মাতাল দাঁতালের কাছে যেতে নেই। পেট মোচ্‌ড়াচ্ছে, হাত মচ্‌কে গেছে। মচ্‌কান ডালে উঠিস্ না। মস্‌ড়ে পড়েছে। মোড়ের উপর। মড়ুণ্‌চে ছেলে। খোল্ মুথ্‌নী (মথনী), রসটা মেতে উঠেছে। মাৎগুড়। মন মেতেছে। বাসন মাজ। মাজা গেলাস। "যার যাতে মজেমন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম।" মজাদার গল্প। সে মজাদার লোক। মজা মারছে। মজার কথা। বৈঠক মজেছে ভাল। মন্থ, মথা, মাতা ও মজা একই।

২৮। কুথি, পুথি, লুথি, মথি—হিংসা সংক্লেশয়োঃ।

প্রাণবিয়োগফলকব্যাপারো হিংসা। দুঃখং ক্লেশঃ। সর্ব্বে ইদনুবন্ধাঃ।

[কুত—আস্তরণ, কুথ—দুর্গন্ধ; পুথ—দীপ্তি, বধ; লুঠ—লুণ্ঠন, গতি, আলস্য ইত্যাদি; লুট্—বিলুণ্ঠন, প্রতিঘাত, বিলোড়ন ইত্যাদি সথ্—সর্পণ, গতি। লত—বধ, আঘাত। লট কথন]।

কুন্থ, পুন্থ, লুন্থ, মন্থ (ই) সেট্, প। কুন্থতি, চুকুন্থ। ইত্যাদি মন্থিবৎ। বিশেষস্ত্বিদনুবন্ধত্বাৎ নলোপাভাবঃ।

বাংলায়

কুথ্ছে, কোথ পাড়ছে, কুঁকুড়ে রয়েছে। সে মক্ মক্ করছে। মথ্ মথ্ করে চলে গেল (মচ্ মচ্ করে খাওয়া যায়)। পাপর ভাজা মচ্মচ্ করে। পন্থ (প-ন্-থ)—গতি, এবং প-ন্-ব—পন্ন পন্থেও গতি বুঝায়। লুন্থ (লু-ন্-থ)—বধ। মন্থ (ম-ন্-থ)—ক্লেশ, বিলোড়ন। ঘোল মইছে, মাথ উঠেছে মুথ্নি দিয়ে (মন্থন-দণ্ড) মথছে বা মইছে। পন্থ (পন্থ) হতে, কথিত বাংলায়'—পথ, পন্থা, পান্থ ইত্যাদির ব্যবহার হয়েছে। কুন্থ—কোন্ঠে, কুন্ঠে, কেন, কোথা, কোথাকে, কুথাকে,—কোথেকে এল কে জানে। কুন্ঠে যাবি। কেন, কি জন্যে বল্‌বি। কোথকার ঢেউ কোথায় মরে। কুথাকে তু জিবি? কুন্থ—কোঁথ, কুথন. কোতন। পুথি (পন্থ ইত্যাদি) এ পুথির লেখা ভাল। পুঁথির মালা। পুতি—নাতি-পুতি।

পুথির মালা (পুতি)। পুতি—পোঁতা, পোতা—নাতিপুতি।

মথি (মন্থ)—মুখোমুখে হয়ে বসেছে। কেত্তনের (কিত্তনের) মাত্তন ধরেছে।

লুহ (লু-ন্-থ)—লুট্‌ছে। হরিরলুট্ দেবে। লুটপাট করে নিয়েছে। দোকান লুট্ হয়েছে। লোটন্ পায়রা। লুট্‌পুটু—ধুলোএ লুটুপুটু।

২৯। ষিধ—গত্যাম্।

(সিধ—গতি, মঙ্গল, শাসন, সিদ্ধি (বোপ))

সিধু গত্যামিতি দুর্গঃ। কেচিদূদিতং পঠন্তি। যদাহ কাশ্যপঃ—উকার 'উদিতোবে'তি বিশেষনার্থ ইতি, তরঙ্গিনী চায়মুদিদিতি, তদ্বৃত্তি-বিরোধাদুপেক্ষ্যং, যদাহ—"ততঃ পরং সিধ্যতিরেব নেতর" ইত্যনিট্‌-কারিকায়াং সিধ্যতিবুধ্যত্যোঃ শ্যনা নির্দ্দেশাদন্যবিকরণয়োর্ব্ব ধিসিধ্যোরিড্ ভবত্যেব। বোধিতা। সেধিতা। নিষ্ঠায়ামপি প্রতিষেধাভাবাদ্‌বুধিতং সিধিত মিত্যেব ভবতীতি। উদিত্বেহি উদিতোবে'তি ক্ত্বা প্রত্যয়ে ইটৌ বিকল্পস্যোক্তত্বাদ্ 'যস্য বিভাষা' যস্য ধাতোঃ ক্বচিদ্ বিভাষেড়ুক্তস্তস্য নিষ্ঠায়ামিট্ নেতি প্রতিষেধেন ভাব্যমিতি কথমেবং ব্রূয়াৎ। তত্র ন্যাসপদমঞ্জর্য্যোরপি সিধেরুদিত্বমনার্ষমিত্যুক্তম্। অতএব ক্ষীরস্বামী সিদ্ধমিত্যুদাহৃত্য নিরনুবন্ধ পাঠে তু সিধিত ইত্যপরিতুষ্যন্নুদাজহার! ষিধ,—সেট্-প। সেধতি, সেধতু, সেধেৎ ইত্যাদি। যঙ্‌লুক্—সেষি-ধীতি, সেবিদ্ধি। কর্ম্মণি—সিধ্যতে ইত্যাদি। গত্যর্থত্বেন কর্ত্তৃস্থক্রিয়ত্বাৎ ন কর্ম্ম কর্ত্তাস্তি। প্রতি, নি-প্রতিষেধঃ—নিবারণং সক। শিধ্যমকার্য্যাৎ প্রতিষেধতি। পরিবেষ্টনম্। "দ্বিষো মন্ প্রতিষেধতঃ।" ভট্টি—৯, ৮৮। গত্যর্থে—প্রতিসেধতি গা ইত্যাদৌ ষত্বং ন ভবতি। ক্ত্বা—সিধিত্বা, সেধিত্বা। ক্ত—সিধিতঃ। সন্—সিসেধিষতি সিসিধিষতি। কৌটিল্যে যঙ্—সেষিধ্যতে। ণিচ্—সেধয়তি। 'ষিধু' ইতি উদনুবন্ধ-পাঠে তু সিদ্ধা, সেধিত্বা, সিধিত্বা ইতি, ক্ত—সিদ্ধঃ ক্তবতু—সিদ্ধবান্ ইতি

চ। সুষেধঃ, দুঃষেধ, নিঃষেধঃ। বৃক-সিধ্রঃ সাধু পর্য্যায়ঃ। সংজ্ঞায়াং কন্—সিধ্রকো বৃক্ষবিশেষঃ। সিধ্রকারণম্ কোটরাদিত্বাদ্ দীর্ঘঃ, পুরগেত্যাদিনা বননকারস্য ণত্বঞ্চ। বাহুলকাত্মন্—সিধ্মন্, অস্ত্যর্থে লচ্—সিধ্মলঃ।

বাংলায়

সিধে যা, সিদে যা। সোজা চলেছে, সিদে চলেছে। সিধে (সিদে) দিয়েছে। সে সাধছে৷ যতই সাধনা কেন, ভবী ভোল্‌বার নয়। সাধ করে রেঁধেছি। অনেক সেধেছি। হাড়ীপা সিদ্ধা। মাস্ এখন সিজে নি,—মাংস এখন সেদ্ধ হয় নি। তোকে নিষেধ* করছি,—সোজা হয়ে চল্। সে বড় সোজা মানুষ। সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে। নিষেধ মানে না।

৩০। ষিধু—শাস্ত্রে মাঙ্গল্যে চ।

শাস্ত্রং শাসনমিতি মৈত্রেয়শাকটায়নৌ, শিষ্টারিত্যেব চন্দ্রঃ। শাস্ত্রং, শাস্ত্রবিষয়ং শাসনম্, মাঙ্গল্যং মঙ্গলক্রিয়েতি ক্ষীরস্বামী এবং তরঙ্গিণ্য'মপি।

সিধ্ (ঊ) বেট্, প। লট্—সেধতি। অসেধিষ্ম, অসৈধ্ব—(ষ্ম, ধ্ব)। লিট্—সিষেধ। যঙ্লুক্—সেষেদ্ধি, লুঙ—অসেধীৎ, অসৈৎসীৎ। ণিচ্—ষেধয়তি। ব্যতি—সিধ্, আ। কৃৎ—সেধিত্বা, সিদ্ধা, সিধ্য। (সিধু—সিদ্ধিঃ। মন্ত্র বিশেষ,—সুধা।

বাংলায়

পায়ে ধরে সেধেচি, এখন সাধ্ছি। অসাধ্য ব্যাপার। নিষেধ করছি। সেধেছিত কতবার। সিধ্য হবে না, সিদ্ধি খায় না।

---

* বাংলায় 'নিঃষেধ'—বিসর্গের ব্যবহার নাই (কথিত ভাষায়), নিঃষেধ সংস্কৃত শব্দ। নিষেধ (নিষেদ্ কেহ কেহ বলে) বাংলা শব্দ।

অসিদ্ধি ব্যাপার। সাধিলেই সিদ্ধি হয় (সাধ্‌লেই সিদ্ধি)। তার বড় সাধ্যি (সাদ্ধি ?)। সেধো সেদো —'তাকে সাধলেই হবে'। সেদো কোথায় ? (সাধুর ডাকনাম—সেদো, সেধো) সা, রে, গা, মা, সাধছে।

৩১। খাদৃ—ভক্ষণে।

খাদ্‌, (খ) সেট্‌, প। খাদতি, খাদতু খাদেৎ, অখাদৎ। আশী :—খাদ্যাৎ। তাচ্ছীল্যে—বুঞ,—খাদকঃ খাদ্য ; খাদ্যঃ।

বাংলায়

ভাত খা। খাচ্ছি (খাচ্‌ছি), খাবেক্‌, এটা অখাদ্য। খাদ্যাৎ খায়, খাওয়া, সে ভাত খাচ্‌ছে। খাবু, খাবি, খাবে ইত্যাদি।

২৩। খদ্‌—স্থৈর্য্যে হিংসায়াঞ্চ (স্থৈর্য্যেহকর্ম্মকঃ)।

(খদ—স্থৈর্য্য, বধ। খাদ—ভক্ষণ। খিদ—দৈন্য) (খাদ—তুল্য) খদ, সেট্‌, প। খদতি। কিরচ—খদিরঃ। চকাপাত্তক্ষণে চ।

বাংলায়

খা, খাই, খাও, খায়। খই খা। খিদে পেয়েছে। খুদের যাউ খেয়েছি। (ভিন্নার্থে)—খাদে পড়েছে, খাদি পরেছি। খাত—খন্দক্‌ দেখে চলিস্‌ ? নানানিধি খাবার। খয়ের (খয়ের খা)। পাণে খয়ের ঠিক্‌ করে দাও ?

৩৩। বদ—স্থৈর্য্যে।

ওষ্ঠ্যাদিরয়ম্‌ (বদ, বধ নিন্দা) বদ, সেট্‌, অক, প। বদতি, ববাদ, বেদতুঃ, লেদুঃ। বাহুলকাদরন্‌—বদরং। বদরী 'ষিদ্‌ গৌরাদিভ্যশ্চ' ইতি ঙীষ্‌।

বাংলায়

সে বদ্ লোক। সে বলেছে। অপবাদ দিস্ না। বরবাদ হয়েছে। আবাদ্ ভাল হয় নি। বেদেরা সাপ ধরে (জাতি)। 'বদর্ বদর্'—বোলে নৌকা ছাড়ে। বৈদ্দী বাড়ী চল? (বোদ্দী?)। কুল কে বদরী বলে। সে বদ্রী নাথ গিয়েছে। বদ্দী বাটীর কুমড়ো ভাল। বাদা—(লবন জলা জমি) বাদাবন। বাগ্দা চিংড়ি। বাদার হোগ্লা। বদমাইস্ লোক। লোকটা বেজায় বদ্খৎ। বোদা কুল। বোদা জল।

৩৪। গদ—ব্যক্তায়াংবাচি।

(গদ—কথন)

গদ, সেট্, সক, প। গদতি। গদনম্; গদিত্বা।

বাংলায়

গদ্ গদ্ করছে। গাদাগাদি করে বসেছে। গাঁদা (গাঁধা?) ফুল ফুটেছে। হদ্ হদ্ গদ্ গদ্ করে পড়ছে।

৩৫। রদ—বিলেখনে।

(রদ—উৎখাত, রধ—পাক)

বিলেখনং ভেদনম্ রদ, সেট, সক, প। লট্—রদতি। (রদ্ করেছে)

৩৬। ণদ—শব্দে। (নদ)

নদ, সেট্, অক, প। নদতি। অচ্—নদঃ, স্ত্রিয়াং—নদী। অপ্ (অল্) নিনদঃ। পক্ষে ঘঞ্—নিনাদঃ। 'ণো নঃ ইতিনত্বম্।'

বাংলায়

নদ নদী একাকার হল। দামুদর নদ গংগানদীতে পড়েছে। 'নাদিল বানর ঠাঠ, জয়রাম নাদে। হাতীর নাদ। ছাগল নাদি, গরুর নাদ (গোরু)। নাদাটা ফাটা। নাদুস্ নুদুস্। নাদা পেটা হাঁদা রাম। নাদোস্ (ন্যাদোস্) মাছ।

৩৭। অর্দ্দ,—গতৌযাচনে চ।

যাচনে দ্বিকর্ম্মকঃ। অর্দ্দ্—সেট, সক, প। অর্দ্দতি। অর্দ্দতু। আর্দ্দং ইত্যাদি।

বাংলায়

আদ, আদর, আদা, আরদ। ইত্যাদি।

৩৮। নর্দ্দ, গর্দ্দ—শব্দে।

দন্ত্যাদিরয়ং নৃতিনন্দিনর্দ্দীতি পর্য্যুদাসাৎ। নর্দ্দ, সেট্, অক, প। নর্দ্দতি, ননর্দ্দ। ণিনি—নর্দ্দী।

গর্দ্দ, সেট্, অক, প। গর্দ্দতি। গর্দ্দভঃ—'শৃকরিকলিগর্দ্দিভ্যোঽভজি, ত্যভচ।

বাংলায়

নর্দ্দমা, নালা' নালি। নল। গর্দ্দ—গজরাচ্ছে, গর্দ্দব (ভ) —গাধা। গর্দ্দান নেবে আর কি।

৩৯। গডি—বাদনৈকদেশে। (গড়ি, পৃথক ধাতু)

(গড—সেচন, ক্ষরণ।) গণ্ড, (ই) অক, সেট্, প। লট্,—গণ্ডতি। অচ্-গণ্ড। অত্যাদয়ঃ পঠ্যন্তে ন তিঙ্ বিষয়া ইতি কাশ্যপঃ। সম্মতায়াং

বিদিভিদী এব প্রকৃত্যৈব মুক্তম্। অবিগীতমন্তে সর্ব্বেষাং তিঙ্ মুদাহরন্তি ॥৬৫॥

(ড—ড়—ল) ইহ বদনৈকদেশারম্ভলক্ষণা ক্রিয়া বদনৈকদেশ শব্দে নোচ্যতে।

বাংলায়

গড় করি বাবা! গড়িয়ে পড়ল। গাড়ু থেকে গড় গড় করে জল পড়্ছে। গড়ান্ জায়গা। গাড়ী চড়ে চলেছে। চাকাটা গড়গড়িয়ে চলেছে। শিব ঠাকুরকে গড় কর? গাড়ী—গাডী, গাড়া—গাডা। সে গাড়ায় পড়েছে। গাড়া করে পুঁতে রাখ। মাটির গাড়া। গাডার গাথুনি। গনড্—গণ্ডগোল। গাল (গণ্ডদেশ)। গাল্ দিস্না বল্‌ছি। গাল ভরা হাসি।

৪০। ণিদি—কুৎসায়াম্ (ণিদি)।

নিন্দ, (ই) সক, সেট, প। লট্—নিন্দতি। ইত্যাদি।

বাংলায়

ণিদ্ (নিদ্), নিদ্ লেগেছে, নিদুটি দিয়েছে (ঘুমের মন্ত্র), চোরেরা নিদুটি লাগিয়েছে। সে নিদ্ পাড়ছে (নিদ্রা যাইতেছে)।

৪১। টু নদি—সমৃদ্ধৌ।

নন্দ্—(ই, টু), অক, সেট্, প। নন্দতি, ননন্দ। অয়ং তবর্গীয়োপদেশঃ, "নৃতিনন্দী" তি ণোপদেশ লক্ষণ পর্য্যুদাসাৎ।

বাংলায়

আনন্দ, ননদী। নন্‌দাই। "দারুণ ননদী তুমি শেয়া কুলের

কাঁটা।” ননদ ভাজের ঝগড়ার কামাই নেই। নদীতে হাটু জল, টুনটুনী, টুকনী।

৪২। চদি—অহ্লাদনে দীপ্তৌ চ।

চন্দ্—(ই) সেট্, অক প। চন্দতি, চচন্দ। ল্যুট্—চন্দনঃ। চন্দ্রঃ—'স্ফায়িতঞ্চী'ত্যাদিনা (রক্)। চন্দ্রকম্, চন্দ্রিকা—টাপি ইত্বমকারস্ত।

বাংলায়

চাঁদ উঠেছে। চন্দন ঘষছে। চন্দনের কৌটা। ময়ূরের চাঁদা। 'গৌর চন্দ্রিকা'—আরম্ভ করেছে। চাঁদোয়া টাংগিএছে। চাঁদনী চক্, চাঁদনী রাত। চাঁদু ভাদু ঈশের মূল—সাপের বিষ নির্ম্মূল। চাঁদা মাছ, চাঁদ্কুড়ো। কাক চন্দী। চৌদাটক্।

৪৩। তর্দ্দ,—হিংসায়াম্।

(তর্দ্দ—বধ। তর্ধ—গতি। তর্জ—ভর্ৎসনা। তর্ক—দীপ্তি)

তর্দ্দ,—সক, সেট, প। তর্দ্দতি ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। হিংসার্থত্বাৎ 'ন গতিহিংসে'তি, তঙ্ নিষেধাৎ কর্ম্মব্যতিহারেঽপি পরস্মৈপদম্। দণ্ডোপতর্দ্দং গাঃ কালয়তি, দণ্ডেনোপতর্দ্দমিতি চ, 'হিংসার্থানা' মিতি ণমুল্ (ণম্) 'তৃতীয়া প্রভৃতী' তি সমাসবিকল্পঃ। বাসরূপেণ ক্ত্বা প্রত্যয়ে—দণ্ডেনোপতর্দ্দ্য।

বাংলায়

তরদ ; তরত, তরস্ত, তাসন,-বা (তস,-ধা,—উপক্ষয়, উৎক্ষেপণ), তর্দ্দন, তড়ন, তাড়ন (তড,-ধা,-দীপ্তি) বিভিন্ন ধাতুজাত, সম্পদ—বাংলায় দৃষ্ট হয়। 'তরদ' কখন 'দরদ'রূপে দেখা যায়। তরিৎ, তাড়াতাড়ি।

তর সইছেনা। তারা-তারি (তাড়া-তাড়ি ?)। তরদ—দরদ। ইত্যাদি। তরতীপুর।

৪৪। কর্দ্দ,—কুৎসিতে শব্দে।

[কদ,—বৈক্লব্য। কড্ড,—কার্কশ্য। কদ্ড—কড্ড।
কন্ড,—দর্প, ভেদন, রক্ষা।]

কুৎসিত শব্দ ইহ কৌক্ষঃ। যদাহ কেশবস্বামী—“কৌক্ষে কর্দ্দতি পর্দ্দতে গুদরব” ইত্যাদি।

কর্দ্দ,—সেট, অক, প। কর্দ্দতীত্যাদি নর্দ্দতিবৎ। অমচ্ কর্দ্দমঃ।

বাংলায়

করদ কদ, কাদ, কদা, কাদা। উত্তরবঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে,—কাদ, কাদ হয়েছে, কাদা হয়েচে। কাদা, কাদ ও কর্দ্দম একই। কোথেকে কাদা মেখে এলি। কাদয় (কাদৎ ?) পড়েছি। কাদায় পড়েছি। কদাটে, কাদাটে। কোদধান,—অখাদ্য ধান্যবিশেষ। কদু, কাদের। কাদে বা কাঁধে। কে ‘কাদে’রে ? (ক্রন্দনে)। কাদন (কাঁদন)-কুৎসিত শব্দে। যে কাদনটাই কাদলে (স্থানভেদে—কাঁদন)।

৪৫। খর্দ্দ,—দন্দশূকে।

(খর্দ্দ,—দংশন। খর্ব—গতি। খর্ব্ব,—গর্ব্ব, (গর্ব, ধা—গতি,),
গন্ব,—গতি)

দন্দশূক ইতি দন্দশূক কর্ত্তৃকা ক্রিয়াঽভিধীয়তে।

খর্দ্দ,—সেট্, সক, প। খর্দ্দতি। অখর্দ্দীৎ। চখর্দ্দ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

বাংলায়

খরদ। খরৎ,—খর, খরা ইত্যাদি। খরিয়ে এল। খরিয়ে ভেজেছে। খরা-খরা হয়েছে। খরা-উত্তাপে। খরার সময়,—গ্রীষ্মকালে। খরানি,—রোদে শুকানর কাল বা সময়। খরানিকালে,-গড়ে, ডোবায় জল থাকে না। খার, খারা, খাড়া,—শজনে খাড়া। খারে কাপড় কাচে।

৪৬। অতি, অদি,—বন্দনে।

(অত,—সতত গতি। অদ,—ভক্ষণ। অড,—উদ্যম, ব্যাপন।
অড্ড,—অভিযোগ। নির্ব্বাহ।)

অত্র ধনপালঃ—তাবৎ 'দ্রাবিড়া' পঠন্তি*। পাথ্যান্ত দাস্তমিতি উভয়মিতি মৈত্রেয়স্বামিকাশ্যপসংমতাকারাদয়ঃ। ইদমুবন্ধত্বান্নকারোপধঃ।

অন্ত্, (ই) অন্দ্, (ই) সেট্, সক, প। অন্ত,—লট্—অন্ততি। লঙ্,—আন্তৎ। লিট্,—আনন্ত, আনন্ততুঃ, আনন্তঃ। আনন্তিথ। আনন্তিব। লুট্,—অন্তিতা, ইত্যাদি। লুঙ্,—আন্তীৎ, আন্তিষ্টাম্, আন্তিষুঃ। কর্ম্মণি—অন্ত্যতে। আন্তি। সন্,—অন্তিতিষতি। ণিচ্—অন্তয়তি। অন্তিতৎ। অন্তঃ—ঘঞ্ অচ্ বা। উণাদিবৃত্তৌ তু 'হসিম্'ইত্যাদিনা অমেন্তানি ব্যুৎপাদ্যতে।

অন্দ্—লট্—অন্দতীত্যাদি। অন্দুঃ, ভাষায়াং শৃঙ্খলেচ। 'অন্দূদৃভূ' ইত্যুপ্রত্যয়ে নিপাতিতঃ। অন্দুকঃ গজনিগড়ঃ, সংজ্ঞায়াং কনিত্রুবঃ।

* এই পাঠ বাংলাতেও চলিত আছে। শব্দ সম্বন্ধী নির্ণয়ে, সাহায্য হইবে।

বাংলায়

অত, অতি (আতঃ-অর্ব্বাচীন-বাং), অত বাড় ভাল নয়। অতি বাড বেড়েছে। অতিত, আতিত,—অম্ল তেঁতো। আতিত আতিত ঠেক্‌ছে। আতঃ—রোদে। আতপ চালের ভাত। অন্ত (ধাতু অর্থ-শব্দে), অন্তরে বুঝছে। অন্তর যামী-বা। গ্রাম অন্তে। ভোজন অন্তে। অন্তরে গেছে,—দূরে গিয়েছে। ইত্যাদি।

৪৭। ইদি,—পরমৈশ্বর্য্যে।

(ইন্দ,—পরমৈশ্বর্য্য। ইন্থ,—ইন্গ,—গতি। ই,—গতি।
ঈ,—গতি, কামনা ইত্যাদি)

ঈশ্বরস্য ভাবঃ ঐশ্বর্য্যম্, পরমঞ্চ তৎ ঐশ্বর্য্যঞ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ।

ইন্দ্,—(ই) অক, সেট্, প। লট্,—ইন্দতি। লঙ্,—ঐন্দৎ। লিট্,—ইন্দাঞ্চকার। লুট্—ইন্দিতা। লুঙ্, ঐন্দীৎ। লঙ্,—ঐন্দিষ্যৎ। ইন্দ্রঃ—'ঋজ্রেন্দ্রে'তি রগন্তো নিপাতিতঃ। ইন্দ্রস্য পত্নী—ইন্দ্রাণী,—'ইন্দ্রে'—ত্যাদিনা ঙীষানুকৌ। ইন্দ্রমাত্মন ইচ্ছতি—ইন্দ্রীয়তি। ততঃ সনি—ইন্দিন্দ্রীয়িষতি ইত্যাদি। কিরচ্‌ ইন্দিরা। (উন্দ,—বন্ধন। অন্ত, অন্দ—বন্ধন)।

বাংলায়

প্রাচীন বাংলায়,—ইন্দর (ইন্দ্রের ?), ইন্দারা (কূপবিশেষ)। ইন্দ্র (ইন্দর) ধনু। ইদি,—ইদিকে (এদিকে) এইখানে। অন্দরে—ভিতরবাড়ী। ইস্তক (ঈ ?)—এই পর্য্যন্ত, শেষ (মতান্তরে বৈদেশিক শব্দ ?)। অন্ধ—অন্ধকার, আঁধার। ইদি বা ইতি,—ইতি-শেষ।

ইন্‌দিরা—লক্ষ্মী ইন্দিবর (বর, ধা—) ইন্‌দি—বর ইত্যাদি।

৪৮। ভিদি,—অবয়বে।

(অত্র সম্মতয়াং 'ভিদি অবয়বে'—ভিন্দতি। যত্ত্বভিধানমস্তি ভিন্দুরিতি দৃশ্যত ইতি)

অবয়ব ইতি অবয়ব ক্রিয়োচ্যতে। বিন্দ্‌,—(ই) অক, সেট্‌, প। বিন্দতি। বিবিন্দ। বিন্দিতা। অবিন্দীৎ। বিবিন্দিষতি। বিন্দয়তি। অবিবিন্দৎ। বিন্দুঃ, বাহুলকাদুপ্রত্যয়ঃ। (বিদ, ধা,—জ্ঞান, সত্তা, লাভ, মীমাংসা, বোধ, আখ্যান, বাস, স্থৈর্য্য। বী, ধাতু—ইচ্ছা, গতি, ব্যাপ্তি, ক্ষেপণ, ভক্ষণ, প্রজন।)

বাংলায়

বিদ, বিঁদি (বিদিত), বাদ (বা, ধাতু—গতি, সেবা, সুখাপ্তি, বধ), বাত, ধা—গতি, সেবা। বাধ—পীড়ন। বেদ, বেদি, বুদ্‌ ইত্যাদি। বিদ—বিদ্যা, বিদায়, বিদেয়। বুদ্‌ বুদ্‌ উঠছে। বেদিতে বসে পূজো করছে। বাদ বিতন্ডা করছে। বাদাবাদি চলছে। বাদা বন। বন-বাদাড়। যেমন আদাড়ে ওল, তেমনি বাঘাড়ে তেঁতুল। লোকটাকে বিদেয় (বিদায়) করে দে। এই বুঝি বিদ্যে হয়েছে? বিবিধ (দ) লোক আছে। বিদ্‌ বিদ্‌ করে (বিড় বা) বকছে। বিদিত আছে। লোকটা বিদ্‌-আন (গ্রাম্য নীচ)। বেদনা উঠেছে। বাদ সেধেছে। ইত্যাদি।

৪৯। টু নদি,—সমৃদ্ধৌ।

অয়ং তবর্গীয়োপদেশঃ, "নৃতিনন্দী"তি নোপদেশলক্ষণপর্য্যুদাসাৎ

নন্দ্‌—(ই, টু), অক, সেট্‌, প। নন্দতি, ননন্দ। অনন্দীৎ।

নন্দিষ্যতি। নন্দিতা ইত্যাদি। ভাবে—নন্দ্যতে। অনন্দ্যত। অনন্দি। সন্-নিনন্দিষতি। যঙ্—নানন্দ্যতে। যঙ্লুক্—নানন্দীতি, নানন্তি। ণিচ্-নন্দয়তি। অননন্দৎ। নন্দয়তীতি নন্দনঃ 'নন্দিগ্রহী'তি ল্যুঃ (যুঃ)। (টু) অথুচ্-নন্দথুঃ। ন নন্দতীতি ননান্দা। ননান্দরৌ। 'নঞি চ নন্দে' রিতি ঋণ প্রত্যয়ো বৃদ্ধিশ্চ, 'ন ষট্স্বস্রাদিভ্য' ইতি ঙীপো নিষেধঃ। স্বস্রাদিপাঠাদেব নঞো নলোপাভাবঃ। ননান্দুরপত্যং—নানন্দ্রঃ।

বাংলায়

আনন্দ, নন্দ (নন্দ), ননদ, ননদী,—'দারুণ ননদী তুমি শেয়াকুলের কাঁটা' (গান)। নন্দাই (ননদ-পতি)। নন্দি, নন্দ, ঘোষ—'যত দোষ নন্দ ঘোষ' (প্রবাদ)। নাদ,-হাতির নাদ। গরুর নাদ। ছাগলের নাদি (ক্ষুদ্রার্থে)। নাদা,—'নাদা পেটা হাঁদারাম' (তীরস্কারে)। নাদা ভরা চাল (মৃৎপাত্র)। নদ-নদী। নাদে (মলত্যাগ)। যদি না দেয়? (কার্পণ্যে বা)। অদেয় তার নাই। দেবেই দেবে। দেবেত বলেছে। নদের চাঁদ। না দিয়েছে ভালই হয়েছে। সে না দেইয়ে নয়। দেয়ত দেবে—না দেয়ত না দেবে। নাই বা দিলে, তাইবা কি, গুড়ে মনডার অভাব কি (বালভাষণে); নাই (অভাব), নাই (স্নানে), নাই (নাভি)। টাকা নাই (নেই)। নাইতে যায় (স্নানার্থে)। নাই কেটেছে। নাই ধুই চুল ভেজেনা (হেঁয়ালী)। নাইকো তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথা পেতে? (হেঁয়ালী)। আ নাই (অভাবে)। আনাতে হবে,—আন্তে হবে। মায়ের চোটে 'নাদিয়ে'ছে। 'নাদাই'—রাজসাহী জেলার পল্লী বিশেষের নাই।

৫০। চদি—আহ্লাদনে দীপ্তৌ চ।

চন্দ্—(ই) সেট্, অক, প। চন্দতি, চচন্দ। ল্যুট্—চন্দনঃ।

চন্দ্রঃ—'স্ফায়িতঞ্চী'ত্যাদিনা রক্। চন্দ্রকম্—সজ্ঞায়াং কন্। চন্দ্রিকা—টাপি ইত্বমকারস্য। চন্দিরঃ—'ইষিমুষী'ত্যাদিনা কিরচ্।

বাংলায়

চাঁদ উঠেছে। চন্‌দন (বাংলায়) ঘষছে। চন্দনের ফোঁটা। ময়ূরের চাঁদা। 'গৌরচন্দ্রিকা'—আরম্ভ করেছে। চাঁদোয়া টাংগিএছে। চাঁদনী চক্, চাঁদনী রাত। 'চাঁদ্ ভাদ্ ঈশের মূল'—সাপের বিষ নির্মূল। চাঁদা মাছ, চাঁদ্ কুড়ো। কাক চন্‌দী। চোঁদা টক্। চোক্ চঁদি লেগেছে। চঁদি লাগা—বিভ্রমে বা।

৫১। ত্রদি,—চেষ্টায়াম্।

[ত্রন্‌দ—চেষ্টা। এন্‌ক, ও ত্রন্‌গ—চেষ্টা]

ত্রন্দ, (ই) অক, সেট্, প। ত্রন্দতি। তত্রন্দ। ত্রন্দিতা ইত্যাদি।

বাংলায়

তন্ত্র, তন্দ্রা। তন্‌দ্রা লেগেছে,—ঘুমঘোরে। বিবিধ ভাব প্রকাশার্থ ব্যবহার হয়। সে স্ব-তন্‌ত্র লোক (স্বাধীনে)। স্ব-তন্‌ত্র কথা,—সাধারণ হইতে পৃথক কথা। তদ্—তার। তন—মাঁই (পুথী)। তন-পান—মাতৃদুগ্ধ পান। 'তন-নছ' করেছে—প্রায় নষ্ট করেছে। ইত্যাদি।

৫২। কদি, ক্রদি, ক্লদি,—আহ্বানে রোদনে চ।

[কন্দ—বৈক্লব্য, বৈকল্য। কন্‌দ—বৈক্লব্য ইত্যাদি, আহ্বান, রোদন। ক্রন্দ—বৈক্লব্য ইত্যাদি। ক্রন্দ—রোদন, আহ্বান, আ-

ক্রন্দ, সতত শব্দ। ক্লদ—বৈক্লব্য ইত্যাদি। ক্লন্দ—রোদন, আহ্বান। ক্লিন্দ—রোদন।

আহ্বানে সকর্ম্মকঃ। কন্দ, ক্রন্দ্, ক্লদ, (ই) সেট্, সক, প। কন্দ্—কন্দতি। চকন্দ। কন্দিতা ইত্যাদি। চিকন্দিষতি, চাকন্দ্যতে, চাকন্দীতি, চাকন্তি। কন্দয়তি পুত্রং দেবদত্তেন। 'গতিবুদ্ধী' ত্যত্র শব্দ কর্ম্মেতি সাধনকর্ম্মণো গ্রহণাৎ প্রয়োজ্যস্য ন কর্ম্মত্বৎ; শাকটায়ন মতে ত্বস্যৈব সর্ব্বমেতদণ্যন্তৌ প্রতিপাদিতং তত এবাবগন্তব্যম্। ক্রন্দ্—ক্রন্দতীত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

সংক্রন্দয়তীতি—সংক্রন্দনঃ, নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যুঃ (যুট্)। আক্রন্দত্যস্মিন্নিত্যাক্রন্দো দেশঃ। আক্রন্দত ইত্যাক্রন্দঃ শরণম্,—কর্ম্মণ্যধিকরণে বা ঘঞ্। আক্রন্দেরিহ রক্ষণার্থঃ, আক্রন্দং ধাবতি—আক্রন্দিকঃ। কন্দরঃ—বাহুলকাদরঃ। যথা কন্দংবৈক্লব্যংরাতি ভীরূণামিতি কন্দরঃ। কন্দলঃ—বাহুকাৎ ল প্রত্যয়ঃ। যদ্বা পূর্ব্ববদ্রাতেঃ কঃ, 'কপিলিকাদীনাং সংজ্ঞাচ্ছন্দসো' রিতি লত্বম্। ঙীষ্—কন্দলী। ক্লন্দ্—ক্লন্দতীত্যাদি।

বাংলায়

কাঁদন,—কি কাঁদনই না কাঁদলে। 'কাদন' সংক্ষেপে—'কান', যেমন—কান্‌ছে (কাঁদ্‌ছে) কাঁদ, কাঁদে, কঁদুনে,—ছিচ্-কাঁদুনে। কাঁদ-কাঁদ হয়েছে। কাদুছে, কাদুছি, ইত্যাদি উত্তর বংগে। কন্দল, কোঁদল,—ঝগড়ায়। 'কাদুনি'—আর কাদুনি শুন্‌তে পারি না। নাকে কাঁদিস্ না। কেন্‌দলী, কুঁদুলী,—পাড়া কুঁদুলী মেয়ে। কেন্‌দুলি,—কন্দলী ফুলের গাছ। ক্রন্দন,—শিষ্টভাষা, ক্রন্দ ধাতুজাত। 'ক্লদ' হইতে ক্লেদ হইয়াছে, এবং 'ক্লিদ' ধাতু হইতেও ক্লেদ হইতে পারে।

ক্লিদ—ক্লেদ। সচরাচর ব্যবহার না হইলেও,—ক্লদ ও ক্লিদ সমান। অর্থেই, স্থান বিশেষে ব্যবহার হয় (ক্লেদ)। 'ক্রন্দ' ধাতুতে 'ল' যোগে (যুক্তার্থে) ক্রন্দন,—কন্দল (কন্দল) হইয়াছে। ক্লিন্দ ধাতুটিই রোদনে। ক্লদ, ধাতু, রোদনে (ক্ল-ধাতুর অর্থ—বধ, গতি, শব্দ) গতি, শব্দাদি যুক্তার্থে—'ক্লদ', ক্ল+দ। রোদ,—রোদন। কাঁদে, কাঁদায়, কাঁদাচ্ছে। 'চাকন্দা-গুল্মবিশেষ। চাকন, চাকন্দার, তরকারিতে নুন দিয়েছি কিনা—'চেকে' ভাখ (দেখ)। চাক, চাকে, চাকছে ইত্যাদি। (চক্ষন্দ,—'কন্দ'জ) বাংলায়ও সেইরূপ চাকন, চাকুনে-চাকন্‌-দার। 'কন্দ' হইতে 'কন্দতি,, তুল্য,—কান্‌দেছে, কাঁদ্‌দে (কানছে)। কাদিয়েছে। কাদাচ্ছে। কন্দ-মূল,—মূল , 'কম'—ধাতু হইতেও হয় এবং কন্দ (কন্‌দ) হইতেও হয়। অর্থভেদ মাত্র। কন্দলী পুষ্প বৃক্ষ যথায়। বর্ষায় এই ফুল ফুটে (মেঘদূত)।

৫৩। ক্লিদি,—পরিদেবনে।

[ক্লিদ—ক্লেদ। ক্লেদ,—ক্লিদ ভাবে-অল্—কিন্নতা-ময়লা]

ক্লিন্দ্ (ই) সেট্, সক, প। লট্—ক্লিন্দতি। লিট্—চিক্লিন্দ। লুঙ্,—অক্লিন্দীৎ। অস্যানুদাত্তেৎসু পঠিতস্যেহ পাঠঃ পরস্মৈপদার্থঃ, স্বরিতেৎসু পাঠঃ। ক্রিয়াফলস্য কর্তৃগামিত্বেঽপি পরস্মৈপদং যথা স্যাৎ।

বাংলায়

ক্লেদ (কেলেদ্)—কাদাজল, ঘোলাজল। 'কদ', ধাতুজ ও 'ক্লিদ' উভয় হইতেই হয়। কল্‌তা, কল্‌তানি—মাছ ধোয়া জল,—আঁশ-কলতানী।, শাকের কলতানি—নিংড়ান জল ইত্যাদি। কাঁই, কাদানি, কাদাটে, হুকোর কাই (কাইট ?) কাঁইবীচি (তেঁতুল বীচ্‌কে কাঁই বীজ বলে—ইহা হইতে আঠা তৈরি হয়,—ক্লেদজ।

কাদানি, স্থানভেদে—গাদানি, গাদ—গাভ গাব। গাভা—গর্ত, তলা—তলানি,—গাদানি। রসের গাদ উঠেছে,—ক্লেদ অর্থে। গাদ কাঠছে (ভাষায়)। (ক্লিন্ন (ক্লিন্দ) 'ক্লিদ-কর্ত্ত-ক্ত'—আর্দ্র, ক্লেদযুক্ত। ক্লিন্দ এবং কিন্ন—একার্থ বোধক।)

৫৪। শুন্ধ,—শুন্ধৌ।

[শুধ—শুদ্ধি। শু,—গতি। শুচ—শোক, ক্লেদ ইত্যাদি। শুচ্য স্নান।]

শুন্ধ,—সেট্, অক, প। লট্,—শুন্ধতি। লিট্—শুশুন্ধ। লুট্,—শুন্ধিতা। লুঙ,—অশুন্ধীৎ। আশীঃ—শুধ্যাৎ। ভাবে—শুধ্যতে। অশুধ্যত। অশুন্ধি। যঙ—শোশুধ্যতে। ক্তং,—শুধিতঃ। শুধিতবান্। (যঙ্লুকি লডি তিপ্সিপোর্হল্ঙ্যাদি লোপে সংযোগান্ত লোপেচ প্রত্যয় লোপ লক্ষণেন লঘূপধগুণো ন ভবতি, সংযোগান্তলোপস্য পূর্ব্বত্রাসিদ্ধত্বাৎ।) শুধিত্বা ('উদুপধা' দিতি নিষ্ঠায়াঃ কিত্ত্ববিকল্পো ন ভবতি 'সন্নিপাত লক্ষণো বিধির নিমিত্তং তদ্বিঘাতস্যেতি। অত্র কিত্ত্বসন্নিপাত নিমিত্ত মুদুপধত্বং যদিদং কিত্ত্বাশ্রয়ে মলোপে ভবতি)। ধাত্বপ্রকরণ মপহায় সংযোগান্ত প্রকরণানুরোধে নায়মিহ নির্দ্দিষ্টঃ। বোপদেব মতে হয় মুভয়পদী শুন্ধতি, শুন্ধতে। অয়ং শোচকর্ম্মণি * যুজাদৌ। শুধ শৌচ ইতি দিবাদৌ। অনুষঙ্গো নেহ। অতাদয় উদাত্তা উদাত্তে তো গতাঃ।

বাংলায়

শুন্ধ,—"শুন্ধ মোর মাতা-পিতা, শুন্ধ বসুমতী"—(ভক্তগড়া বন্দনা, গম্ভীরা)। নেয়ে ধুয়ে শুন্ধ হয়েছি। শোধ, শোদ—'শোধ-বোধ করে

* "যো মাং শুন্ধতি সন্তান শুন্ধতে তপসা তনুম্।" কবি ৩০।

নাও। শোধন—ভুলটা শোধন কর। (শু, ধাতু—গতি। শুধ-ধা,—শুদ্ধি। শুচ্য—স্নান, শুচী। শুচ, ধা-পবিত্রতা) ঋণ শুধেছি, শোধ হয়েছে। এখন শোধরাতে (শুধরুতে) পারি নি। শুধরেছে, শোধরাবে (আরোগ্যে)। শুদ শুন্‌তে পারি না। টাকার শুধ। সু, ধাতু—গতি ঐশ্বর্য্য, মন্থন, বন্ধন ইত্যাদি। সূ—প্রসব, প্রেরণ ইত্যাদি। সূদ, ধা—নিরসন, ক্ষরণ, বধ ইত্যাদি। সূদ—টাকার সূদ (বৃদ্ধি)। সূচ, ধা—পিশুনতা। শুদ, সূদ—উভয়ই প্রয়োগ হয়। সূ+দ=সূদও হয়।

অথ কবর্গীয়ান্তা আত্মনেপদিনঃ।

১। শীকৃ,—সেচনে।

[শীক,—গতি, সেচন, স্পর্শ। শক,—শক্তি। শিক্ষ,—বিদ্যোৎপাদন শীক (ঋ)—গতি। শুক,—গতি।]

তালব্যাদিরয়ং 'শিশীকে শোণিতং ব্যোম' ইত্যাদি ভট্টিকাব্যে, ১৪।৭৬। তালব্যানুপ্রাসে পাঠাৎ। দন্ত্যাদিরিতি ধনপালকাশ্যপৌ। অতএব বোপদেবলক্ষণে 'স্বপিস্বঞ্জিভৃস্ত্যাসীকৃসেকৃস্বর্জ' মিতি পেঠতুঃ। পুরুষকারস্তু তন্ন মৃষ্যতি, যদাহ—সীকৃ ইত্যাখ্যা ইতি ধনপালঃ। তত্র চায়ং পক্ষঃ শীকর ইতি প্রয়োগানগুণঃ। যোঽপি বোপদেবলক্ষণে সীকৃ-পাঠঃ সোঽপ্যেবং প্রত্যুক্ত ইতি।

শীক্ (ঋ) সেট্, সক্, আ। শীকতে। শীকতাম্। শীকেত। অশীকত। শিশীকে। শীকিতা। শীকিষ্যতে। শীকিষীষ্ট। লুঙ্—অশীকিষ্ট। লৃঙ্—অশীকিষ্যত। কর্ম্মণি—শিক্যতে ইত্যাদি। সন্—শিশীকিষতে। যঙ্—শেশীক্যতে। যঙ্লুক্—শেশীকীতি, শেশীক্তি। লুঙি—অশেশীকীৎ। অশেশীক্। ণিচ্—শীকয়তি। অশিশীকৎ। অ—শীকা। শীকায়তে। তৎকরোত্যর্থেঽটাট্টাশীকাকোটা পোটাসোটাপ্লুষ্টা গ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি ক্যঙ্। অয়মপি পাঠস্তালব্যাদিত্বে প্রমাণম্। অয়ং ক্যঙ্ 'তৎকরোতী'তি ণিচোঽপবাদ ইত্যেকে, সোপীষ্যত ইতি ন্যাসাদৌ। কান্তত্বাদস্মাৎ ক্বিপ্ নোদাহর্ত্তব্যঃ, স্থিতশ্চৈবং 'পরেশ্চ ঘাঙ্কয়োরি' ত্যত্র তাত্ত্বকৈয়টয়োঃ তথা 'স্কোঃ সংযোগাদ্যো'রিত্যত্র বৃত্তিতদ্ব্যাখ্যানেষপি। উণাদৌ শীকরঃ মর্ষণার্থোঽয়ং বৃদ্ধাদৌ।

বাংলায়

শিক, সিক, সিকে, শিকে,—ছাতার শিক। সিকেতে সন্দেশ রাখে। (সং,—সিক্য, ক্লী, স্ত্রী—সিক-কর্ত্তৃ-য, সিকে)। সি, ধাতু—বন্ধনে। সীক্ক-ধা-গতি। শি, ধাতু—তীক্ষ্ণীকরণে। শী, ধা—শয়নে। বন্ধন অর্থক—'সি' হইতে, সিক-সিকা, হইয়াছে। সূত্রাদি বন্ধনে 'সিকে' প্রস্তুত হয়।

শিকটে (শী বা সি), শুক্‌টে, শুকটি। শীতে শিক্‌টে-মিকটে গিয়েছে। লোকটা শুকটে (রোগা)। শুটি, শোঁটা। শুকটি-মাছ। কলাই শুটি (ক্ষুদ্রত্ব হেতু)। তেঁতুল সোঁটা বা শোঁটা (বড়)। শুট (শুকনা আদা)। শঠির পালো। শুক আদা জাতীয় মূল বিশেষ। শিক—শিক (গরাদে (, হুকোতে শিক্‌চে বা ছিচ্‌কে (শ=ছ) দে ? শিখা (শী ?)—টিকী, চৈতন্। প্রদীপের 'শিষ', শিখা (ষ-খ)। আগুনের শিখা বা শিষ উঠছে। শিখা,—শেখা, শেখায়, শেখায়,—"লেখাপড়া শেখে যে, গাড়ী ঘোঁড়া চড়ে সে।" শেখর, শিখর, শীকরে পাখী। শীকার করতে যাবে। হরিণটা শিকার করে এনেছে। শিখর—পর্বত শৃংগ। শিষ*—পল্লবাদির আগা। সিষ্—সিঁথী,—"আধেক ঘাঁটা যেতে সাঙ্গা সিষ (স ?) দেখাল। তাই দেখে রাজার বেটা সিদুর পর্য্যাল্য॥" (সাঙ্গা পূজা ব্রত ছড়া, উঃ বঃ)। (স্বীকার—'স-বি-কার,' অংগীকার) প্রতিগ্রহ আয়ত্তীকরণ। স্বীয়—'স্ব-ঈয়,' (স-ব-ঈ-য়)—স্বকীয়, আত্মীয়। কথিত ভাষায় 'সি' তুল্য উচ্চারিত হয়। যেমন—'সদ'পাচ্ছিনা, (আস্বাদ)। মূলে—স্বদ,-ধাতু—আস্বাদন, প্রীতি। স্বদ হইতে—সদ, সাদ হয়েছে। সাধছে—কত সাধব বল ? (তোষামদে, —খোষামদ হয়েছে)। ষষ,—ধাতু, বধে। সেক দিচ্ছে,—আগুনের সেক। বেগুন সেকা, হাত সেকা ইত্যাদি।

২। লোকৃ,—দর্শনে।

[লোক,—(লোচ)—দর্শন, দীপ্তি।]

লোক্ (ঋ) সেট্, সক, আ। লট্—লোকতে। লঙ্,—আলোকত লুঙ,—অলোকিষ্ট। লিট্,—লুলোকে। লৃট্,—লোকিষ্যতে। লুট্,—লোকিতা। সন্,—লুলোকিষতে। নিচ্,—লোকয়তি,—তে। অলুলোকাৎ,—ত। কৃৎ,—লোকিতঃ। লোকিতবান্। লোকিত্বা। বিলোক্য ইত্যাদি। লোকঃ। অবলোকনম্। ভাষার্থোঽয়ং চুরাদৌ।

বাংলায়

লোক—কত লোক জড় হয়েছে (মানুষ)। আলো, আলোক, আলেয়া। আলা দক্ষিণ বংগে,—জলাভূমির মধ্যস্থ মঞ্চ নিবাস গৃহ,—'মাচাঘর'। আলু, আলে (আইল্) জমির আইল (আল্) সিমাচিহ্ন। 'পরল' দিয়ে আলো (ক ?) আস্ছে। (পরল,—দেয়াল ও চালের মধ্যের ফাঁক)। আলো জেলে (জ্বে ?) দে ? উষার আলোক দেখা দিয়েছে। আ—লোক। 'আলুই ঘাটি'—হাম জ্বরের পর, একপ্রকার পথ্য বিশেষ দেওয়া হয়। আলেয়া জ্বালে পেতনীতে। রাতকাণারা রাতে আলোতেও দেখ্তেপায়না। লোকশান হয়েছে (ক্ষতি)। লুকুচ্ছে, লুকিয়েছে, লুকুছিল—দর্শনের অন্তরালে অবস্থিতি। লুকোচুরিখেলান। লুকান ধন। (ল স্থানে—ন, এবং ন—স্থানে 'ল' ব্যবহার হয়)। লুকিয়েছে স্থলে, সাধারণত—নুকিয়েছে কথিত হয়। "নুকিয়ে জলখেলে, শিবও টের পায় না।" আলেয়ার আলোতে দিশে হারা হয়েছে। আলো চাল। ইত্যাদি। লোচন,—দর্শনযোগ্য চোখ (চক্ষু) 'চোক' শব্দ—তীয়ার্থে ব্যবহার হয়। ছুরিখানা

'চোকান'। চোকাঅম্বল। চুকাপালং* (টকপালংশাক)। চোকা চোকা কথা বলে। লোচনদাস বাবাজী। ত্রিলোচন—তেচোখো।

৩। শ্লোক্,—সংঘাতে।

[শ্লোক (ঋ)—সংঘাত, গ্রন্থন। শ্লোণ,—সঙ্ঘাত।]

সংঘাতো গ্রন্থঃ, স চেহ গ্রথ্যমান ব্যাপর ইতি স্বাম্যাদয়ঃ। কশ্যপাদয়স্ত্র গ্রন্থিতৃব্যাপার ইতি গ্রথনাতিবৎ সকর্ম্মক ইতি।

শ্লোক্ (ঋ) সেট্, আ। শ্লোকতে। শুশ্লোকে। অশ্লোকিষ্ট। শ্লোকয়তি, -তে। অশুশ্লোকাৎ,—ত। শুশ্লোকিষতে। শ্লোকৈরুপস্তৌতি—উপশ্লোকয়তি। ঘঞ্—শ্লোকঃ।

বাংলায়

শ্লোক, শোলক—শোলক। "শোলক-মোলক বাঁশের মাজা,—ভাতটিখেলেই পেট্‌টি সোজা॥"—(বাল্যছড়া। সোলোক—গল্প,—ঠাণদিদি শোলক বলে। স্লুকে—গুপ্তছিদ্র, "সুলুক দিয়ে ভুলুক্ ভুলুক জল পড়ছে"। স্লুক—ভুলুক (ছিদ্রে)। শুল (শয়নে) শী, ধা,—শয়নে। শি, ধা—তীক্ষ্ণী করণে। শুলে—দিয়েছে (যথার্থে)। ছেলেটা শুয়েছে। সে শুলেই যাব। ষোল (সংখ্যায়)। শোল (মাছ)। শোলা—জলজ উদ্ভিদ বিশেষ। শোলার টোপর। এই পাখীটা শোলার। গাছের আম আর বিলের শোল—একদিন মিলন হয় (উপদেশে)। ষোলশ গোপিনী—একখানি ঘুটে। হেঁয়ালী—মৌচাক)। শৈল ত?—(সহ্যে)। শয়েছে। সই (সখী), সই—

* লুচে, লোচে—আচড়ান। লুচে-পুচে নিয়েচে—আচড়েছে (নখক্ষত)। আচড়েছে—আছাড়ে (পতনে) যথা—পিছলে আছাড় খেয়েছে। লোচ্‌চা—নোচ্চা—লম্পট। (ক = চ)।

সহনে। সইতে নারি—সহ্য করিতে পারিনা। শলই—গ্রেকবিশেষ। ঢেঁকীর শলুই—(আশ কলাই ?)—বীন বিশেষ। শোক, শলক—ঝাঁইশ। সড়ক। শেল-শূল। শিলা, শিলাই, শেলাই (শিব—ভক্ত-সন্তানে)।

৪। ত্রেক্ব, ধ্রেক্ব,—সন্দোৎসাহয়োঃ।

[ত্রেক (ঋ) শব্দ, উৎসাহ। ত্রা, ধা,—নিদ্রা, পলায়ন। ত্রাথ, শোষণ ধে—পান। ধক্ক,—নাশন।]

"শব্দোৎসাহে" ইতি কেচিৎ। যদাহ কাশ্যপঃ—ত্রেকতে, শব্দেনোৎসাহং করোতীতি। উৎসাহো বৃদ্ধিরিতি চন্দ্রঃ। ঔদ্ধত্যামিতি স্বামী।

ত্রেক্, ধ্রেক,—সেট্, অক, আ। ত্রেকতে। দিত্রেকে। অত্রেকিষ্ট। ত্রেকিতা ইত্যাদি। ত্রেকণঃ। এবং ধ্রেকতে ইত্যাদি।

বাংলায়

(দঘ,—ধা,—বধ। দী,—দীনতা, ক্ষয়। দৃ,—ভয়, বিদারণ। দে পালনে। ধক্ক,—নাশন, ধু,—কম্পন। ধৃ—ধারণ, পতন, চূর্ণন। ধ্মা—অগ্নি সংযোগ, শব্দ। ধ্রৈ—তৃপ্তি। ধ্রেক-শব্দ।)

দেক, দেখ, ধিক, ধেক, ধেৎ, দেকতে, দেখাতে (কা ?), নিদে, নিদেছে, নিদে—সে নিদ পাড়ছে (ঘুমাচ্ছে)। 'নিদুটি' দিয়েছে (চোরেরা নিদুটি দিয়ে—ঘুমপাড়িয়ে, চুরি করে। নিদের ঘোরে ঘুমঘোরে। নিদ্রায়। কাত্তিকগণেশ কোলেনিয়ে কত নিদ্রে (নিদ্রা) যাও।"—শিবগাজনের বন্দনা। ইত্যাদি। ধেক,—ধাক্কা মেরেছে। ধেৎ কি বলিস্। ধিৎকার ? ধেক—ঢেক ঢেক দেখেছি (ধ স্থানে ঢ)।

'ঢেকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" ধেকাচ্ছে—ঢেকাচ্ছে, ঢ্যাকা (ধাক্কা) মেরে ফেলে দিলে। ধিকুচ্ছে, ধুঁকছে। ঢিকুচ্ছে (দুর্বলে)। ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলেছে। মেরে ঢিট্ করে দেবে। ধীক্ থাকল তোকে (অবমানে)। ঢেকুর। ধেই ধেই—ধা (ধা—ধাবনে)।

৫। রেক্ব,—শঙ্কায়াম্।

[রেক (ঋ) শঙ্কা। রক—স্বাদ, প্রাপ্তি। রি—গতি, বধ।
রৈ—শব্দ। রিচ বিয়োগ, শূন্যকরণ। রী গতি, শব্দ, ক্ষরণ।]

কলাপধাতুপাঠে—"রেক্ব শকি শঙ্কায়া" মিতি পাঠঃ। রেকঃ শঙ্কা, নীচ বিরেচন ইতি। রেফাদিরয়ম্ আঙ্ পূর্ব্বঃ সংশয়ে "আরেকং সংশয়ং প্রাহু" রিতি বচনাৎ। রেক্ (ঋ) সেট্, সক, আ। লট্—রেকতে ইত্যাদি।

বাংলায়

"নাহি রেক নাহি চিন" (শূন্যপুরাণ)। (রে-অব্যয়, রু-ধাতুজ শঙ্কা, বিরেচন। রেক (রিচ-ভাবে-ঘঞ্)—বিরেচন। (রেক-ভাবে অল্',—শঙ্কা), রেখা—"লিখ কর্ম্ম অ, আপ্"—শ্রেণী, লম্বাকৃত চিহ্ন। আভোগ, চাতুরী। রেচক, রেচন, রেচিত, এই সকল শব্দ মাত্রেই রিচ ধাতুজ। রেখা-শব্দ ভাষায়, 'রথ' ধাতু গতি অর্থ হইতে অভিব্যক্ত হওয়াই সম্ভব। রক—ধাতু প্রাপ্তি (বৃদ্ধি প্রাপ্ত) অর্থ লইয়া সৃষ্ট হইতেও পারে। গতি বা প্রাপ্তি, উভয় ভাব অবলম্বনে—রেখা। (ক—খ), রক, রাক-রাখ, রাখে, রাখে, রেখে, রোখা, রেখা—একমূল। অথচ একাধিক ধাতু হইতে উৎপন্ন বা। লিখ-ধা, লেখন। লিখ, হইতে লেখা হইয়াছে।

রেক বা রেখ—পরিমাপক পাত্র বিশেষ, যথা এক রেক (রেখ) চাল। এক কাঠা বা সের ধান (ওজনে নয়, মাপে), রোক করে দাঁড়িয়েছে—(রু—দীপ্তি, প্রতিমাত)। রেষ ধাতু—অশ্বধ্বনি বা বৃক ধ্বনি। রেষা-রেষি, রোক—প্রায় সমভাব বিকাশক। শব্দার্থে রেক বা রোক। রুশ-ধা,—রুষে,—রুশে (রুকে, রুখে, রোষে ইত্যাদি) বিবিধ ধাতু জাত শব্দ, প্রায় একই ভাব প্রকাশ করে। রেখা-তদ্রূপ। (রেজ ধাতু দীপ্তি, – রাজ, ধাতু দীপ্তি) "রোজ রোজ কত বল্‌ব।" 'রোদ' শব্দ দিন, দীপ্তি অর্থের প্রয়োগ। বৈদেশিক শব্দ নয়।* বি-রাজে—প্রকাশার্থক। ইত্যাদি। বাংগালীর রেকাদি ধাতু হইতেই রেখা গড়িয়া হইয়াছে। মাটিতে লোহার রেখ টানিতে নাই।' (দাগ) শিশুরা প্রায়ই র স্থানে ল উচ্চারণ করে, 'রেখা' বলিতে 'লেকা' বলিয়া ফেলে,—অতএব উহা বাল ভাষিত শব্দ বিশেষ। 'লট্' ধাতুশব্দের অর্থ বালকত্ব, কথম,—বালক কথিত শব্দ লেকা 'রেকা' (কথিত) সুতরাং বাংলায় ইহা 'লটের" প্রয়োগ বলা চলে। রেখা লেকা (লেখা)।

৬। সেক্ স্রেক্ক, স্রকি, শ্লকি,—গত্যার্থাঃ।

[সেক (ঋ)—গতি। সো—নাশ। স্রন্‌ক—গতি। শ্রন্‌ক—গতি। শ্রন্‌গ—গতি। শ্রোণ-সংঘাত। শ্লথ—দৌর্বল্য। শ্লন্‌গ—গতি। শ্লাথ ব্যাপ্তি। শ্লিষ-দাহ। স্রন্‌ক-গতি।]

অন্ত্যৌ তালব্যাদী, অন্যে দন্ত্যাদয়ঃ। সেক্, স্রেক, (ঋ) স্রঙ্ক, শ্রঙ্ক্,

* বিচ, ধাতু পৃথক করণে, হিন্দীতে 'বিচ মে'—নিম্নার্থে প্রয়োগ। বিচ—পৃথক করণেই বুঝায়। বিচ+আর—পৃথক করণার্থে। বিচে,—বিচের,—বিচার ইত্যাদি পৃথকভাব প্রকাশ করে। আচার বিচের (বিচার), ইতর-ভদ্র বিচার। ধাতুমূল এক বলিয়া—শব্দ একই। বিদেশেও বিচ চলিতে পারে।

স্রক্‌, (ই)—সেটৃ সক, আ। সেক্—সেকতে। সিসেকে। অসেকিষ্ট। সেকিতা। স্রেক্‌-স্রেকতে। সিস্রেকে। অস্রেকিষ্ট। স্রেক্—স্রঙ্কতে। সস্রঙ্কে। অস্রঙ্কিষ্ট। স্রঙ্কিতা। শ্রঙ্ক্‌ শ্রঙ্কতে। শশ্রঙ্কে। শ্রঙ্কিতা। অশ্রঙ্কিষ্ট শ্লঙ্ক্‌ শ্লঙ্কতে। শশ্লঙ্কে। শ্লঙ্কিতা। অশ্লঙ্কিষ্ট। অত্র মৈত্রেয়ঃ। তৃতীয়ং শ্রেক্ক ইতি তালব্যাদিমেকারোপধং পঠতি। অত্র কৃচিৎ সীক্ক ইতি দন্ত্যাদির-পরোহপি ধাতুঃ পঠ্যতে, তদনার্ষম্। "কৃস্হজি স্পি কৃস্ত্যা সেক্ক স্ববর্জ্জ" মিতি ষোপদেশ পর্য্যুদাসে ভাষ্যাদিষপপাঠাৎ। কলাপাদৌ তুষোপদেশ পর্য্যুদাসে 'সীক্কসেক্ক বর্জ্জমিতি পাঠো বর্ত্ততে, তন্মতে ককিবকীত্যাদি দৃণ্ডকে সীক্কধাতোঃ পাঠঃ। সেক্ক স্রেক্ক প্রভৃতয়োহপি অত্রৈব পঠিতাঃ নত্বিহ পৃথক্‌গণপাঠঃ। অত্র ক্ষীরস্বমী দন্ত্যাদেঃ স্বীক্ক ধাতোঃ স্থানে তাল ব্যাদি পঠিত্বা হর্থ ভেদাৎ পুনঃ পাঠ ইত্যুক্ত্বা ষেক্ক ইত্যস্মে বিকল্পেন ষোপদেশং কার্য্যার্থে পেঠুরিত্যাহ।

বাংলায়

সেকদাও,—পোয়াতীকে সেকদেয় (সেক—উত্তাপে)। সেকের ব্যবস্থা কর। সে বিলক্ষণ সেক পেয়েছে (শিক্ষায়)। বেগুণ সেকে। সেকেছে, সেক্‌বে, সেক্‌ছে ইত্যাদি। শীতে হাত-পা সেকে (উত্তাপে)। স্যাক, স্যেঁকা সেকরা স্যাকরা—সেকে-উত্তাপে বা। (স-ছ)—ছেচ্‌ছে, আমড়া ছেঁচ্‌ছে। জল ছেচ্‌ছে (সেচে)—'সিচ' ধাতুজ। সেঁতা, সোঁতা, সেঁতসেতে (শিক্ত ?)। (ছেচাকথা সত্যকথা, উঃ বং)—ছেচা-মিছা কথা বলিনাই। সত্য-মিথ্যা। শক, শকে ইত্যাদি ইচ্ছায়—ভালশক্‌ছেনা (আহারে) শকেনা, শক্‌বে। শকড়ি এঁটো। মাছহলে শকতো। শকড়েছে শটকেছে (পলায়নে)। শল্‌ক,—শলদে,—দড়িটাশলদে, আল্‌গাদে। শল—ধাতু গতি, বেগ, আচ্ছাদন, শ্লাঘা। শগক বা শল,—গতি অর্থের

প্রয়োগ। সল (শল)—সল্‌তে—'পিদীমের সলতে উস্কেদে।' সলতে,—শলক, শল বা সল শব্দজাত। ইত্যাদি।

৭। শকি,—শঙ্কায়াম্।

[শক (ইর, উ) শক্তি। শকি—ত্রাস, আশঙ্কা।]

শঙ্কা ত্রাসঃ ভয়ং সংশয়শ্চ। সংশয়ারোপ ইতি বোপদেবঃ। শঙ্ক (ই) সেট্, সক, আ। লট্—শঙ্কতে। লিট্—শশঙ্কে। শশঙ্কিষে। লুঙ্—অশঙ্কিষ্ট, অশঙ্কিষাতাম্, অশঙ্কিষত। কর্ম্মভাবয়োঃ—শঙ্ক্যতে। অশঙ্কি। শঙ্কিতা ইত্যাদি। শিশঙ্কিষতে। শাশঙ্ক্যতে। শাশঙ্কীতি, শাশঙ্‌ক্তি। লঙি—ঈড়ভাবে অশাশন্। শঙ্কয়তি। অশশঙ্কৎ। কৃৎ—শঙ্কিত্বা। শঙ্কিতঃ। শঙ্কা। শঙ্কুঃ, 'মৃগশঙ্কুপীয়ুনীলঙ্গুলিগু' ইত্যুপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। শঙ্কুলা—বাহুলকাদুলচ্। শধূপূর্ব্বাৎলাতে র্থঞর্থে ক ইতি বামনঃ।

বাংলায়

শক (শখ ?) করে রেঁধেছি। শক হয়েছে (ইচ্ছায়)। শঙ্কা, শঙ্‌কা, শকা, (খা), শকে, শাক, শকেছে, শক্‌ছে (ইচ্ছায়)। সশঙ্‌কিত, শঙ্‌কিত, শঙ্খ্যা। 'মাছ নইলে ভাত শকে না'। শকিয়েছে,—'নোলা শক শকিয়েছে।' শকড়ি—শাকিড়ি ইত্যাদি।

৮। অকি,—লক্ষণে।

[অক—বক্রগতি। অন্‌ক—গতি, চিহ্নীকরণ। অন্‌গ—গতি, চিহ্নীকরণ, অঙ্কপাত। অন্‌চ—গতি, পূজা, অস্পষ্ট উক্তি।]

অঙ্ক্—সেট্, সক, অ,। অঙ্কতে। আঙ্কিষ্ট। আঙ্কিতা ইত্যাদি। অঞ্চিকিষতে। অনুস্বার পরসবর্ণয়োঃ পূর্ব্বত্রাসিদ্ধত্বাৎ। 'নন্দ্রা' (ননবদরা)

ইতি নিষেধাৎ কর্ত্রায়াদির্বিকচাতে প্রাঙ্কনম্। 'ক্বত্যাচ' ইতি শব্দস্য 'ইত্বাদেঃ সম্নমঃ' ইতি নিয়মাদভাবঃ। অঙ্কুরঃ 'মন্দিবাশীত্যাদিনা' উরচ্। অচি কুটিলায়াং গত্যাবিত্যগ্রে। অঙ্ক লক্ষণ ইতি চুরাদৌ।

বাংলায়

আকাবাকা (হাকাবাকা। অ, আ—হ, হা)—তাড়াতাড়ি, হাকুলি বিকুল, আকুল-ব্যাকুল। আঁকাবাকা,—"সাপের মত এঁকে বেঁকে চলে।" আঁকাবাকা গতি। 'মাটীত আঁক কাটিস না'। সে আঁক কশতে পারে না। (কশ. ধা,—শব্দ, গতি, শাসন। কষ,—বধ। কস,—গতি, শাসন, শাতন।) কস্‌ঠিপাথরে কশে (সে) দেখেছে। পেয়ারাটা কষা বা কশা। কষটে আস্বাদ,—কশাটে সাদ। ইত্যাদি। আকড়ে (আঁ) ধরেছে। আকড়সি (সী ?)। আঁকড়া-চাল। লোকটা আঁকাড়ী (নির্ব্বোধ)! অক্কা পেয়েছে (মৃত বা) আকরা (আক্‌কারা—আক্রা)। মাছ বড় আক্‌কারা (দুর্ম্মূল্য) আক্রাগণ্ডার বছর। ক'য়ে আকড়ি দেয় নি। ছবিটা এঁকেছে ভাক,—আঁকছে ভাল। আক,—ইক্ষু, কুশাড়। অঙ্ক কশছে—আঁক কশছে। আঁকা, আকু, আঁকি, আকুছি, আঁকছি (উঃ বং)। ইত্যাদি।

৯। বকি,—কৌটিল্যে।

[বক্‌ক,—গতি। বন্‌ক—গতি, কৌটিল্য। বন্‌খ,—গতি। বন্‌গ,—খঞ্জগতি। বল—আস্তরণ। বল্‌ক,—কথন। বলগ—গতি, প্লুতি। বল্‌হ—শ্রেষ্ঠতা। বৃক—গ্রহণ। গ্রথি, বকি—কৌটিল্য, বক্রতা]

কৌটিল্যং বক্রতা। বঙ্ক (ই) সেট্‌ ; অক, আ। বঙ্কতে! অবঙ্কিষ্ট। অবঙ্কিষাতাম্। অবঙ্কিষত। বঙ্কিতা ইত্যাদি। প্রবঙ্কনম্। পূর্ব্ববদণত্বম্। বঙ্কিঃ—'বঙ্ক্যাদয়শ্চেতি কিন্নন্তো নিপাতিতঃ।'অয়ং গত্যর্থঃ পঠিষ্যতে।

বাংলায়

বাঁকা ডাল। লোকটা বাঁকা—সোজা (সহজ) নয়। বক্-বক্ করে বক্‌ছে। পায়রা বাক্-বাকুম্ করে। বোকামি করিস্ না। লোকটা বড্ড বোকা। বোকা পাঁঠা (পাঠা—ভেষজ বিশেষ)—বৃদ্ধ ছাগ। বোকড়া চাল। বাঁক—ভারীর কাঁধে বাঁক। বাঁক বইছে। বাঁক বহে বলে—বাঁকী। লাঠিটা বাঁকা (বঙ্ক)। আর বকতে পারি না। বকে মাছ খায়। বকী দুটো ডিম পেড়েছে। বকে বকে (কথনে) মুখ ভোতা হয়ে গ্যাল ঃ বকে, বকি, বকঁবে—বকিবে, বক্‌ছে, বকাসনে। বোকো চাল (আসামে, চাল ভিজাইলে—পান্‌তা ভাত হয়)। বুক—বকুল ফুল, বকুক—বকুগ। বকুগ্‌গে ছাই—আর পারি না। বাঁকতুলসী চাল। কোড়ি নাই পয়সা, বাঁকা—চাঁদ বাদশা (তীরস্কারে) ইত্যাদি।

১০। মকি,—মণ্ডনে।

[মক্‌ক—গতি। মখ—গতি, সর্পণ। মক্ষ—ক্রোধ, সঙ্ঘাত]।

মণ্ডনং ভূষণম্। মঙ্ক্, (ই) সেট্, সক, আ। মঙ্কতে ইত্যাদি। প্রকঙ্কনম্, অঙ্কিবদণত্বম্। মঙ্কনঃ। 'ক্রুধমণ্ডার্থেভ্যশ্চে'তি যুচ্। কর্ম্ম কর্ত্তরি 'ভূষা কর্ম্মেতি যক্ চিনোর্নিষেধাৎ মঙ্কতে কন্যা স্বয়মেব, অসঙ্কিষ্ট কন্যা স্বয়মেবেতি শপ্ (অন্) সিচৌ ভবতঃ। মঙ্কিঃ—'ইন্নি'তীন্।

বাংলায়

সে তেল মাখছে (মাকুছে—উঃ বঃ)। বাপ মরেছে তাই মাথা মুড়িয়েছে। মাছের মুড়ো (-মুড়)। ছাগলে গাছটা মুড়িয়ে খেয়েছে।

মুড়ি খাচ্ছে। মুড় মুড় করছে (শব্দে)। মুড়োমুড়ি চলে যাও। আগা মুড়ো বাদ। মুড়ো মাখম। বেঙের মক-মকি বেড়েছে—বর্ষায়। তোর মক্‌মকানি আর সইতে পারি না (তিরস্কারে)। মাক, মাখ, মাকি-মাখি, মাখে। মাখুচি, মাখাইছি। মাখাচ্ছি (মন্থনে বা) মাক, মাকড়ি—মাকড়ি কাণে দিয়েছে। "মাকড় মেলে ধোকড় হয়—(প্রবাদ)। মাকড় - বেরাল (বিড়াল)। মাকড়সা। মাকড়া পনা করছে—(কপট্যে)। ইত্যাদি।

১১। কক,—লৌল্যে।

[কক,—ইচ্ছা, গর্ব্ব, চাঞ্চল্য। ককক—(ককৃখ),—হাস্য। কখ—হাস্য]
লৌল্যং গর্ব্বশ্চাপল্যঞ্চ। কক,—সেট্‌, অক, আ। ককতে। চককে। ককিতা ইত্যাদি। কাকঃ—ঘঞ্‌ কর্ত্তরি। গত্যর্থঃ পঠিষ্যতে তস্মাদ্বা ঘঞ্‌।

বাংলায়

মুরগী কক্‌-কক্‌ করে ডাকছে। কাক—কা-কা করে। ককায়, করিয়েছে, ককাচ্ছে। (যথা গগাচ্ছে)। কাঁক,—কাঁকে করে ঘড়া নিয়েছে। কাঁকে—কোমরে। কাঁকবেরালী হয়েছে (বগলের ফোড়া)। কাঁকড়া (কাঁ)। কাকু, কাকুড়। কাকু (মিনতি)। (কু, ধাতু—শব্দ, আর্ত্তনাদ)—কাকুতি মিনতি করছে। কুক,—ধা,—গ্রহণ। ডাকাতেরা 'কুক' দেয় (শব্দে)। কুকু, কুকুর। ককিল—কু কু করে। কুকড়ে গেছে। ইত্যাদি। কুকসিস্‌,—আলকুশীলতা। কুকুর শোংগা—গুল্ম বিশেষ। কুকুর মুথা (মুতা) ক্ষুদ্র শাক বিশেষ। কুক ধাতুজ।

১২। কুক, বৃক,—আদানে।

[কুক,—গ্রহণ। কুচ,—রোধ, সম্পর্ক, কৌটিল্য, বিলেখন, সঙ্কোচ, অত্যুচ্চ শব্দ। কুঞ্জ—চৌর্য্য। কুণ্ড—বাল্য, চাপল্য।]

আদানং গ্রহণম্। কুক্, সেট্, সক, আ। কোকতে। চুকুকে। কোকিতা। অকোকিষ্ট। সন্—চুকুকিষতে, চুকোকিষতে। ক্বৎ—কুকিত্বা, কোকিত্বা। কুকিতমনেন, কোকিতমনেন। প্রকুকিতঃ প্রকোকিতঃ। প্রকুকিতবান্, প্রকোকিতবান। প্রকোকনম্, প্রকেকণম্। অচ্—কোকঃ। কোকিলঃ—'সলিকল্যানি মহিবডি ভডি ভণ্ডি শণ্ডি পিণ্ডি তুণ্ডি কুকি ভূভ্য ইলজি'তি ইলচ্। কোকিলা—জাতিলক্ষণং ঙীষং বাধিত্বাঽজাদিত্বা টাপ্।

বৃক্,—সেট্, সক, আ। বর্কতে। ববৃকে। বর্কিতা। অবর্কিষ্ট। বিবর্কিষতে। বরীবৃক্যতে, বর্বর্ক্তি, বরিবর্ক্তি, বর্বৃকীতি, বরিবৃকীতি। বরীবৃকীতি। তস্—বর্বৃক্ত ইত্যাদি। ণিচ্—বর্কয়তি,—তে। অববর্কৎ,—ত। অবিবৃকৎ,—ত। ক্বৎ—বৃকঃ। ইগু (নাম্ন্য) পধলক্ষণঃ—কঃ। মৃগবিশেষ আয়ুধজীবিসংঘবিশেষশ্চ, তত্র দ্বিতীয়ার্থাভিধায়িনো 'বৃকাট্টেণ্যণি'তি স্বার্থে টেন্যণি বার্কেণ্যঃ। বর্করস্তরুণঃ পশুঃ,—বাহুলকাদরচ্।

বাংলায়

জ্বরে কোকাচ্ছে। শীতে কুকড়ি শুকড়ি হয়েছে। কাঁকে ছেলে, মাথায় বুচ্‌কি। পাতাগুলো সব কুঁকড়ে গিয়েছে। কোঁক করে গিলে ফেলেছে। সে কোৎ কোৎ করে খেয়ে ফেল্লে। কুকুরের লেজ সোজা করা যায় না। কুকুর ছানাগুলো, কোঁ কোঁ করছে। কোকড়া চুল। বরকত (বৈদেশিক শব্দ বা) ইত্যাদি।

১৩। চক,—তৃপ্তৌ।

[চক,- প্রতীঘাত, তৃপ্তি। চকাস—দীপ্তি। চক্ক—ব্যথা, কর্ত্তন। চক্ষ—কথন, দর্শন। চষ—বধ। চট—ভেদন, বধ। চন্ক—ভ্রমণ। চিক্ক—পীড়ন। চ্যু—গতি, পতন, হসন, সহন।]

চক তৃপ্তৌ প্রতিঘাতে চেতি ধনপাল মৈত্রেয়াদয়ঃ। চক তৃপ্তাবিত্যেব ক্ষীরস্বামি শাকটায়নৌ। চক,—সেট্, সক, আ। চকতে। অচকিষ্ট। চেকে। চকিতা ইত্যাদি। প্রতিঘাতে ণিচ্—চাকয়তি,—তে। অচী-চকৎ,—ত। চকোরঃ—'কটিচকিভ্যারোরন্তি' স্ত্র্যোরচ। অয়ং ঘটা-দাবপি।

বাংলায়

চাক, চাকা. চাকে, চেকে, চোক, চোকা, চোকে, চৌক ইত্যাদি। বোলতার চাক, মৌচাক। গাড়ির চাকা। তরকারি চাকা। চেকে দেখ নুন হয়েছে কিনা। চোক (খ) বুজেই চলেছে। আনারসের চোক ফেলে দিও। আকের চোক থেকেই চারা বেরোয়। ফলের চোক (খা),—কলার চোকা। চাকতেই সব ফুরাল। চাকণ দার। বেরাল কুকুরে চক্ চক্ করে, চেটে চেটে জল খায়। চাঁচি। চাক—ভাউরি,—চক্রাকারে ঘুরাণ (শ্রীকৃষ্ণবিজয় গুণরাজ খান)। চকমিলান কড়ি। চাঁদনী চক। টাকাটা চক-চক করেছে। মেঘাল দিন, বৈকালে 'চকোসা' করেছে (দীপ্তি)। 'চকোরের খেদ আর বিধি নিন্দাবাদ'। (পত্তপাঠ)) চাকর। চাকরাণী। চাকলতা (ভেষজ গুল্ম)। গায়ে চাকা-চাকা দাদ হয়েছে। 'একটা পাখী বলে—চোক গেল; (গীত)। চোকা আম্বল। চাকুটা বড় চোকাল (তীক্ষধার)। চুকা পালং,—শাক। চুকাই,—ক্ষুদ্র মাটির

ভাঁড়। অম্বল চুক্‌কা (উঃ বং)—খুবই টক। ভুলচুক সবারই হয়। চুকেছি তার এখন উপায় কি। ইত্যাদি।

১৪। ককি, বকি, (মকি), শ্বকি, ঢৌক্ব, ত্রৌক্ব, ষষ্ক, বস্ক, মস্ক, টিক্ব, টীক্ব, (সৌক্ব, সেক্ব, শ্রেক্ব, শ্রক্ব, শ্লকি), রখি, লখি,—গত্যার্থাঃ।

[শ্বন্‌ক—গতি। শ্বন্‌চ-গতি। শ্বভ্র—গতি, গর্ত্ত, দৈন্য। ঢৌক—গতি। তক—সহন, হসন। তন্‌ক—কৃচ্ছ্র জীবন। তন—বিস্তার, উপকার, শ্রদ্ধা, আঘাত, শব্দ, উপতাপ। উপসর্গের পরবর্তী হইলে,—দীর্ঘতা। ষক্‌ক—গতি। (বশ-ধা,-ইচ্ছা, কামনা। বষ—বধ। বস—নিবাস, আচ্ছাদন, স্তম্ভন, ঔদ্ধত্য, স্নেহ, ছেদ, বধ।) মশ—শব্দ, কোপ। মষ—বধ। মস—পরিমাণ, পরিণাম। মস্‌জ—স্নান। টন্‌ক—বন্ধন। টিক—গতি। রক—স্বাদ, প্রাপ্তি। রখ—গতি। রগ—গতি, শঙ্কা, আস্বাদ, প্রাপ্তি। রন্‌খ—গতি। রন্‌ঘ—গতি, দীপ্তি। লখ—গতি। লগ—সঙ্গ, প্রাপ্তি, আস্বাদন। লন্‌খ—গতি, শোষণ, দীপ্তি, অভোজন।]

সর্ব্বে সেটঃ, আত্মনেপদিনশ্চ। কঙ্ক্‌, (ই) কঙ্কতে। চকঙ্কে। অকঙ্কিষ্ট। 'কৃত্যচ' ইতি ণত্বম্ 'ইজাদেঃ সন্নুম' ইতি নিয়মায় ভবতি। কঙ্কতম্। বাহুলকাদতচ্। কঙ্কত এব কঙ্কতিকা, সংজ্ঞায়াং কনি টাপি ইত্বম্। [মঙ্ক্‌ (ই)—মঙ্কতে ইত্যাদি] শঙ্ক্‌ (ই)—শ্বঙ্কতে। শশ্বঙ্কে। অশ্বঙ্কিষ্ট। শ্বঙ্কিতা। ত্রঙ্ক্‌ (ই)—ত্রঙ্কতে। তত্রঙ্কে। অত্রঙ্কিষ্ট। ত্রঙ্কিতা। ঢৌক্ (ঋ)—ঢৌকতে। ডুঢৌকে। অঢৌকিষ্ট। ঢৌকিতা। ত্রৌক্ (ঋ)—ত্রৌকতে। তুত্রৌকে। অত্রৌকিষ্ট। ত্রৌকিতা। ষষ্ক্‌,—ষষ্কতে। ষষষ্কে। অষষ্কিষ্ট। ষষ্কিতা।

'স্বন্তাভুক্তিবৃংহতীনাং সত্বপ্রতিষেধো বক্তব্য' ইতি সত্বনিষেধঃ। বষ্ক্—বষ্কতে। ববষ্কে। অবষ্কিষ্ট। বষ্কিতা। মষ্ক্—মষ্কতে। মমষ্কে। অমষ্কিষ্ট। মষ্কিতা। টিক্ (ঋ) টেকতে। টাটিকে। অটেকিষ্ট। টেকিতা। টীক্ (ঋ) টীকতে। টিটীকে। অটীকিষ্ট। রঙ্ঘ্ (ই)—রঙ্ঘতে। ররঙ্ঘে। রঙ্ঘিতা। লঙ্ঘ্ (ই)—লঙ্ঘতে। ললঙ্ঘে। অলঙ্ঘিষ্ট ইত্যাদি। ঋদনুবন্ধত্বাং ণিচি লুঙি বিশেষঃ—অড়ুঢৌকং। অতুত্রৌকং। অটিটেকং। অটিটীকদিত্যাদি।

লঘুঃ—'লঙ্ঘিবংহ্যোর্নলোপশ্চে'ত্যুপ্রত্যয় ন লোপৌ। লঘোর্ভাবঃ—লঘিমা। 'পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্ বে'তি ভাবকর্ম্মণোরিমনিচ্। বাগ্রহণা 'দিগন্তাচ্চ লঘুপূর্ব্বা' দিতি অণি লাঘব মিতি। ইষ্ঠ—লঘিষ্ঠঃ। ঈয়সু (অ)—লঘীয়ান্। রঘুঃ, 'বালমূললঘ্বলুলীনাং বা লো রত্বমাপদ্যত' ইতি পক্ষে লকারস্য রেফঃ। শক্তিঃ সম্মতায়াং দন্ত্যাদিঃ পঠ্যতে। অত্র দণ্ডকে তিক্ক তীক্ক ইতি দ্বৌ কচিৎ পঠ্যেতে, তদপি তিকঃ প্রতীক ইতি দর্শনাদ্গ্রাহ্যমেব, ইগুপধ-লক্ষণ কান্তৌ। তিকস্যাপত্যং তৈকায়নিঃ। লঘি ভোজননিবৃত্তৌ চেতি স্বম্যাদয়ঃ। লঘি শোষণ ইত্যগ্রে। ভাষার্থোহয়ং চুরাদৌ।

বাংলায়

বলবার জন্য বুকটা শক্-শক্ করছে। প্রাণে শক হয়েছে। নোলা (জিহ্বা) শকশক করছে (লোভে)। সুধু (শুধু?) ভাত শক্ছে না (নিবৃত্তি?)। একি তোর কাজ। একেই বলে সভ্যতা। কথায় কথায় ঢোক গিলছিস কেন? ঢক-ঢক বা ঢোক্-ঢোক করে জল খাচ্ছে। ঢেকুর তুলছে। বঙ্ক—বাঁকা—বাঁকা নদীর গতিক বোঝা ভার। নদীর বাঁক। বাঁকমল (অলঙ্কার)। বেঁকেছে। মস্‌কারা

করছে (ঠাট্টায়)। মস্‌কিল, মুস্‌কিল (কেহ বৈদেশিক শব্দ বলেন)। মূলেমুসে নিয়েছে=(সমগ্র)। টিকটিকি—টিক্ টিক্ করে। টিট্‌কারি দিয়েছে—(বিদ্রূপে)। টাটয়া জমি (কাঠিন্যে)। টাকরায় মাছের কাঁটা বিধেছে। মাথায় টাক হয়েছে। টিক করে ঢিল মেরেছে। টিকে থাকলেই বাঁচি। টেকসই। ট্যাকে টাকা থাকলেত দেবে। টাকুতে সুতো কাটে। টাট্‌কা মাছ। রঘা বা অঘা—ছেলে। রঘু টিপনি দেবে। 'রগে তেল দিয়ে, পাকা বেল খেয়ে, বুড়ো শুয়ে রয়।' রগড় দেখছে। লঘি,—লঙ্ঘন। লঘি পেয়েছে (মূত্র ত্যাগে)। লগা—নগা। লঘি বা লগি—নৌকা চালনের বাঁশের লাঠি বা লগা। লগা পেটা করবে। ইত্যাদি। লঘা, লগা, নাগা, লাগান ইত্যাদি। নগন, লগন,—লগ্ন।

ঢোক, ঢোকে, ঢুকেছে, ঢুকুক (গ), ঢক ভেঙ্গে ওজন কর। ঢাক, ঢাকা, ঢাকে। তন, তননছ, টনক, টন-টন। তান, তানা (টানা)। তেনা-টেনা। বস, বাস, বাসা, বাসি, বাসে, বাসু, বাসুয়া (বৃষ), বাসুক (গ), বাসছে, বেসেছে। টন্, টনক। রগ, রাগ, রাগা, (গী), রাগে। লখা, লাখা, লাখি (গ)। ইত্যাদি বিবিধ শব্দ চলিত আছে। এমন একটি শব্দ বাংলায় নাই, যাহা মূল ধাতুজাত নয়।

১৫। রাঘৃ, লাঘৃ,—সামর্থ্যে

[রাঘ (ঋ)—শক্তি। রা—দানে।]

রাঘ্, (ঋ) সেট্, অক, আ। রাঘতে। ররাঘে। রাঘিতা অরাঘিষ্ট। ইত্যাদি। রিরাঘিষরত। রারাঘ্যতে। রারা ঘীতি। রারাঘ্মি। লঙ্—অরারাক্। রাঘয়তি। অররাঘৎ। লাঘ্, (ঋ)—সেট্, আ—রাঘবৎ। ক্ত—উল্লাঘঃ, 'অনুপসর্গাৎ ফুল্লক্ষীবকৃশোল্লাঘা' ইতি ক্তে ইডভাবর-

লোপশ্চ নিপাত্যতে। উল্লাঘেতি বচনাদনুপসৃষ্টাদল্লোপশ্চৈটাচ্চ লাঘিতঃ, প্রলাঘিত ইতি ভবতি।

বাংলায়

লঘ, লঘু, লাঘব ইত্যাদি। লগ, লাগ, লাগা, লগল ইত্যাদি।

১৬। দ্রাঘৃ,—আয়ামে চ

[দঘ—বধ। দন্‌ঘ—ত্যাগ।]

আয়ামো দৈর্ঘ্যক্রিয়েতি কৌশিকঃ। চকারাৎ সামর্থ্যানুবৃত্তিঃ। 'আয়াসে চ' ইতি দুর্গঃ পঠতি। আয়াসঃ খেদঃ। দ্রাঘতে বপুঃ। খিদ্যতে ইত্যর্থ ইতি রমানাথঃ; কদর্থনমিতি স্বামী। 'ধাঘৃ' ইতি তবর্গ-চতুর্থাদিমপি কেচিৎ পঠন্তি। দ্রাঘ্,—(ঋ)—সেট্, আ। দ্রাঘতে ইত্যাদি। "দ্রাঘতে বপুরত্যর্থং যদ্ বিয়োগে মৃগীদৃশাম্"। কবি ১০৯।

বাংলায়

দাঘ—দাগ। দাগা—সে আমাকে দাগা দিয়েছে (ঠকিয়েছে)। দাগা বুলুচ্ছি। দেগেছে,—ষাঁড় দেগেছে। দাগাবাজ লোক ইত্যাদি। দীঘি—(জলাশয়) দিঘল।

১৭। শ্লাঘৃ,—কথনে

[শ্লাঘ—(ঋ)—শ্লাঘা]

কথনং শ্লাঘনম্ প্রশংসেতি যাবৎ। দেবদত্তায় শ্লাঘতে। দেবদত্তং স্তবং স্তমেব বোধয়িতুমিচ্ছতীত্যর্থঃ। 'শ্লাঘহ্নুঙ্‌স্থাশপাং জ্ঞীপ্স্যমানঃ' ইতি সম্প্রদানাৎ দেবদত্তাচ্চতুর্থীতি কেচিদাহুঃ। আত্মানং গর্বং বা স্তবম্ তাং স্তুতিং বোধয়িতুমিচ্ছতীত্যর্থ ইতি। তথাচ ভট্টিঃ—"শ্লাঘমানঃ

পরস্ত্রীভ্যস্তত্রাগাত্রাক্ষসেশ্বর" ইতি। দেবদত্তং শ্লাঘত ইতি জ্ঞীপ্স্যমানত্বা বিবক্ষায়াং কর্ম্মত্বম্।

শ্লাঘ্, (ঋ)—সেট্, সক, আ। শ্লাঘতে। শশ্লাঘে। অশ্লাঘিষ্ট। অশ্লাঘিষাতাম্। শ্লাঘয়তি। অশশ্লাঘৎ। কৃৎ—শ্লাঘা। শ্লাঘ্যঃ। শ্লাঘনীয়ঃ।

বাংলায়

শ্লাঘা শব্দ বাংলায় প্রায়ই ব্যবহার হয়। সলঘ, সলগ, সল, সলা, সলি ইত্যাদি শব্দ বিশেষও প্রচলিত রহিয়াছে।